পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 71 Monday, 10 February, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৭১ সংখ্যা ✱ ২৭ মাঘ ১৪৩১, সোমবার, ১০ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য- ৩ টাকা

তৃণমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দল বৈঠকে বসতে চলেছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ পেব্রুয়ারি ঃ রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসের অভিভাষণের মধ্যে দিয়ে আজ দুপুর দুটো থেকে শুরু হতে চলা বিধানসভার বাজেট অধিবেশনের আগে তৃণমূল কংগ্রেস পরিষদীয় দল বৈঠকে বসতে চলেছে। দলের প্রধান মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির পৌরহিত্যে বিধানসভার নৌসর আলী কক্ষে প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য দলের সব বিধায়কদের হুইপ জারি করা হয়েছে। বাজেট অধিবেশনে বিধায়কদের ভূমিকা কি হবে সেই বিষয়টি জানিয়ে দেওয়া ছাড়াও মন্ত্রী ও সদস্যদের সঠিক সময়ে উপস্থিতি এবং গত এক বছরে অধিবেশনে যে সব বিধায়ক কোন বক্তব্য রাখেননি তাদের প্রতি দলের প্রধান কড়া বার্তা দেবেন বলে মনে করা হচ্ছে। এই দিকে দলের নীতি নির্দেশিকা না মেনে যে সব বিধায়ক দল বিরোধী মন্তব্য বা কাজ করছেন দলের প্রধান তাদেরও আরো একবার সতর্ক হওয়ার নির্দেশ দেবেন বলে জানা গিয়েছে। উল্লেখ্য বর্তমানে বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ২২১ জন সদস্য রয়েছেন।

বিধানসভায় কেজরীওয়ালের বিরুদ্ধে মোদীর ঘোষণা, ‘দুর্নীতি ফাঁস করব’

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লিতে বিজেপির সদর দফতরে এদিন এক বিরাট আনন্দের সঞ্চার হয়েছে। এর কারণ, আড়াই দশক পর দিল্লির মসনদে ফিরেছে পদ্ম শিবির। পদ্ম শিবিরের এই ঐতিহাসিক জয়কে উদযাপন করতে খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী উপস্থিত ছিলেন দলের সদর দফতরে। মোদী নিজে উপস্থিত হয়ে কর্মীদের সঙ্গে উল্লাসের মুহূর্তটি ভাগ করে নেন। তাঁর উপস্থিতিতে বিজেপি সদর দফতর গিজগিজ করছিল ভিড়ের মধ্যে, যেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের একাধিক নেতা-কর্মী এবং অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। মোদী তাঁর ভাষণ শুরু করেন দিল্লির ‘যমুনা’ নাম দিয়ে, যেটি এবারের নির্বাচনে বড় ফ্যাক্টর হিসেবে পরিচিত। তিনি দিল্লির ভোটারদের ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, দিল্লির জনগণ ‘ (আদমি পার্টি) কে বিদায় জানিয়ে বিজেপিকে পুনরায় জয়ী করেছে। তাঁর দাবি, এই জয় শুধু একটি সাধারণ জয় নয়, এটি একটি ঐতিহাসিক জয়। তিনি আরও বলেন, এটি দিল্লির বিজেপি নেতা-কর্মীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফল। তাদের দৃঢ় প্রচেষ্টার কারণেই এই জয় সম্ভব হয়েছে। এদিন মোদী বলেন, আপের নেতারা জনগণের মধ্যে অহংকার দেখাতে শুরু করেছিল, নিজেদের দিল্লির মালিক হিসেবে তুলে ধরেছিল। তবে আজ জনতা নিজের শক্তি দেখিয়ে প্রমাণ করেছে, দিল্লির আসল মালিক তারা। জনগণই এখানে সর্বেসর্বা। তিনি এও উল্লেখ করে বলেন, ২০১৪ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত প্রতিটি লোকসভা নির্বাচনে দিল্লির মানুষ বিজেপির প্রতি আস্থার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। প্রতিটি নির্বাচনেই তারা বিজেপিকে সমর্থন দিয়েছে, আর এবারও সেই সমর্থনই ফিরে এসেছে। একই সঙ্গে মোদী মহারাষ্ট্র ও হরিয়ানা নির্বাচনে বিজেপির জয়কেও উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এই নির্বাচনে মহিলাদের জন্য বিভিন্ন সুবিধা নিয়ে বিজেপি কাজ করছে। দিল্লিতেও লক্ষ্মী ভাণ্ডারের মতো মহিলাদের জন্য নতুন ভাতা প্রকল্প চালু করা হবে। এদিন, মোদী আপের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগও তোলেন। তিনি কটাক্ষ করেন, যে দল দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে তৈরি হয়েছিল, সেই দলই এখন নিজে দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত। তাদের একের পর এক মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রী জেল যাওয়ার ঘটনায়, এটা সত্যিই দিল্লির মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা। মোদী তার ভাষণে এক হুঁশিয়ারি দেন, আপের দিন খুব শীঘ্রই শেষ হবে। আমি দিল্লির বিধানসভায় এলেই তাদের দুর্নীতি ফাঁস করে দেব। খুব শীঘ্রই ক্ষ্কস্ন রিপোর্টও সামনে আসবে, যা তাদের দুর্নীতির বিষয়টি স্পষ্ট করে দেবে। এই বক্তৃতায় প্রধানমন্ত্রী দিল্লির জনগণের কাছে আবেদন জানান, যেন তারা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়ে দেশের উন্নতির পথে চলতে থাকে। মোদীর এই বক্তব্যে স্পষ্ট যে, তিনি এবার দিল্লির রাজনীতিতে নতুন করে ‘ঘনিয়ে আসা’ আপের দিন গুনতে শুরু করেছেন।

দিল্লিতে বামেদের প্রাপ্তি ০.০১ শতাংশ

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শুধু খারাপ নয়, অবস্থা একেবারে শোচনীয়। শনিবার দিল্লির বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশ হয়েছে। যেখানে দেখা যাচ্ছে, হার তো বটেই নোটার চেয়েও কম ভোট পেয়েছে সিপিএম। বামেদের ভোট শতাংশ ০.০১। যেখানে নোটার প্রাপ্তি ০.৫৭ শতাংশ। শুধু বাম নয়, নোটার চেয়েও কম ভোট পেয়েছে সর্বভারতীয় দল জেডিইউ। নোটার সঙ্গে ল।ইয়ে সামান্য এগিয়ে আর এক সর্বভারতীয় দল বিএসপি। তাদের প্রাপ্তি ০.৫৮ শতাংশ। দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে এবার ৬টি আসনে প্রার্থী দিয়েছিল বামেরা। সিপিএম, সিপিআই ও সিপিআই(এমএল) ল।ছিল ২টি করে আসনে। তবে ঢাকঢোল পিটিয়ে ভোটের ল।ইয়ে নামলেও আসনগুলিতে ১০০ থেকে সর্বাধিক ৫০০ ভোট পেয়েছেন প্রার্থীরা। হিসেব বলছে, মিলিতভাবে বামেদের ভোট প্রাপ্তি ২,১৫৮টি। সেখানে নোটা ভোট পেয়েছে ৫,৬২৭টি ভোট। অর্থা এই আসনগুলিতে বামেদের চেয়ে নোটাকে ভোট দেওয়াই শ্রেয় বলে মনে করেছেন ভোটাররা। শতাংশের হিসেবে জাতীয় দল সিপিএম পেয়েছে ০.০১ শতাংশ ভোট, সিপিআই(এমএল) পেয়েছে ০.০১ শতাংশ এবং সিপিআই পেয়েছে ০.০২ শতাংশ ভোট। নির্বাচন কমিশনের তথ্য অনুযায়ী, কারাবাল নগরে সিপিএম প্রার্থী অশোক আগরওয়াল পেয়েছেন ৪৫৭টি ভোট। সেখানে ভোটা পেয়েছে ৭০৯টি ভোট। বদরপুরে সিপিএম প্রার্থী জগদীশ চঃদের প্রাপ্ত ভোট ৩৬৭। এখানে নোটা পেয়েছে ৯১৫টি ভোট। বিকাশপুরিতে সিপিআই প্রার্থীর ভোট সংখ্যা ৫৮০, নোটা ১,১২৭টি ভোট পেয়েছে। পালমে সিপিআই পেয়েছে ৩২৬টি ভোট, নোটা পেয়েছে ১,১১৯টি। নরেলাতে সিপিআই(এমএল) পেয়েছে ৩২৮টি ভোট, যেখানে নোটা পেয়েছে ৯৮১টি। কোন্ডলিতে সিপিআই(এমএল) পেয়েছে মাত্র ১০০ ভোট যেখানে নোটা পেয়েছে ৭৭৬টি ভোট। বামেদের পাশাপাশি নোটার চেয়েও কম ভোট পেয়েছে আরও দুই সর্বভারতীয় দল নীতীশ কুমারের জেডিইউ। এদের ভোট শতাংশ ০.০১। সর্বভারতীয় দল মায়াবতীর বিএসপি ০.৫৮ শতাংশ ভোট। চিরাগ পাসওয়ানের এলজেপি পেয়েছে ০.৫৩ শতাংশ ভোট। উল্লেখ্য, শনিবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফল প্রকাশ হয়েছে যেখানে দেখা গিয়েছে গেরুয়া ঝড়। দুইবারের আপ সাম্রাজ্যকে তছনছ করে ৭০ আসনের দিল্লিতে এবার ৮৪ আসনে জয় পেয়েছে বিজেপি। অন্যদিকে আপ পেয়েছে মাত্র ২২টি আসন। লজ্জার হার দেখতে হয়েছে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মনীশ সিসোদিয়ার মতো ভিভিআইপি প্রার্থীকে। তবে এই দুর্দশার মাঝেও নিজের আসনরক্ষা করেছেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হবে দিল্লিতে ঃ হেমা মালিনী

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে বিপুল উন্নয়নমূলক কাজ হবে দিল্লিতে। জোর দিয়ে বললেন প্রবীণ অভিনেত্রী তথা বিজেপি সাংসদ হেমা মালিনী। রবিবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জয়ে আনন্দ ব্যক্ত করে হেমা মালিনী বলেছেন, আমাদের দল ২৭ বছর পর দিল্লিতে জিতেছে, আমি তাতে ভীষণ খুশি। এতে বোঝা যাচ্ছে, জনগণ দীর্ঘ দিন ধরেই পরিবর্তনের অপেক্ষায় ছিলেন। জনসাধারণ বিকশিত দিল্লি চেয়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী মোদীর নেতৃত্বে ব্যাপক উন্নয়নমূলক কাজ হবে দিল্লিতে।

দিল্লিতে হারের পর কল্যাণের তোপে কংগ্রেস

মমতাকে নেতৃত্ব দিলে তবেই কাজ হবে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শোচনীয় পরাজয়ে রাজধানী আপের হাতছাড়া হয়েছে। ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় শিবরাত্রির সলতের মত আপের প্রাপ্তি স্রেফ ২২ আসন। আর এই ফলাফল তুলে ধরে ফের ইন্ডিয়া জোটের মুখ হিসেবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পক্ষে সওয়াল করলেন লোকসভার বর্ষীয়ান সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার কোন্নগরে হাসপাতালের এক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে তাঁর মন্তব্য, ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা এবার বুঝুক। বুঝেসুঝে জোটের নেতৃত্ব যদি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেয়, তাহলেই কাজের কাজ হবে। রাজ্যের আগামী বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে কল্যাণের ভবিষ্যদ্বাণী, ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ৩০টা আসনও পাবে না। ওদের বিরোধী দলনেতা হবে না। জাতীয় রাজনীতির ময়দানে থাকা অবিজেপি আদর্শের দলগুলিকে একসূত্রে বেঁধে ইন্ডিয়া জোটের মূল কাণ্ডারী বাংলার মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ই। তাঁরই আহ্বানে একছাদের নিচে এসেছে কংগ্রেস, সমাজবাদী পার্টি, আরজেডি, এনসিপি (শরদ পওয়ার) আপ, ডিএমকে-সহ মোট ১৭ দল। আর সেই জোটের নেত্রী হিসেবে বারবার উঠে এসেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম। শুধু তৃণমূলই নয়, নানা সময়ে কখনও আপ, কখনও আরজেডি, কখনও এনসিপি (শরদ পওয়ার) সুপ্রিমোরা বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর হয়ে সওয়াল করেছেন। দিল্লির নির্বাচনী ফলাফলে দলের দীর্ঘদিনের সাংসদ, রাজনীতিতে অভিজ্ঞ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও মমতাকে মুখ হিসেবে তুলে ধরার কথা জানালেন। কেজরিওয়ালের আপকে ধরাশায়ী করে বিজেপির দিল্লি দখল প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা এবার বুঝুক। বুঝেসুঝে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেয়, তাহলে কাজের কাজ হবে। আর একটা যদি গাইডলাইন তৈরি হয়, সেটা সব শরিক যদি মেনে নেয়, তবে কিছু হবে আগামী দিনে। নাহলে যেমন আছে, তেমন চলবে। দিল্লির ফলাফলের কোনও প্রভাব কি পড়বে আগামী বছর এ রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে? এনিয়ে কল্যাণের জবাব, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জায়গা নেই কোনও। ২০২৬-এ পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ৩০টা আসনও পাবে না। ওদের বিরোধী দলনেতা হবে না। শ্রীরামপুরের সাংসদের আরও বক্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কাজ করেন, সারা ভারতবর্ষের কোনও মুখ্যমন্ত্রী সেভাবে কাজ করেন না। যার ফলে যে যতই সমালোচনা করুক না কেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন দিনের পর দিন বেড়েছে। আগামী দিনেও বাড়বে।

অভয়ার জন্মদিনে চোখের জলে লড়াইয়ের বার্তা পরিবারের

দুরন্ত বার্তা, বারাকপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বছর না ঘুরতেই কত পরিবর্তন হয়ে যায় পৃথিবীতে। জীবন বদলে যায় কতজনের। অনেক হারানোর মাঝে আঁকড়ে থাকার মতো সম্বল বোধহয় শুধু স্মৃতিই। যা শত ঝড়েও মুছে ফেলা যায় না। তাই তো মেয়েকে হারানোর পর থেকে শুধু তাঁর স্মৃতিটুকু সঙ্গে নিয়েই প্রবলভাবে জীবনে বাঁচতে চান মা-বাবা। অতীত স্মরণ করে চোখে জল এলেও সেই জল মুছে মেয়ের সুবিচারের দাবিতে মনকে শক্ত করে তুলছেন তাঁরা। আজ, ৯ ফেব্রুয়ারি আর জি কর হাসপাতালের নির্যাতিতা চিকিৎসকের জন্মদিন। আজ, প্রয়াত মেয়েকে নিয়েই দিনভর ব্যস্ত রইলেন কন্যাহারা মা-বাবা। ভরা মাঘে জন্ম। তাই মেয়ের পছন্দ ছিল গুড়ের পায়েস। প্রতি বছর মেয়ের জন্মদিনে নিজের হাতে পায়েস তৈরি করতেন মা। আজ, এত বছর পর তা আর হল না। চোখ ভরা জল নিয়ে অভয়ার মা বললেন মেয়ের জন্মদিনের কথা। বললেন, খুব কষ্ট হচ্ছে প্রতি জন্মদিনে মেয়ে আমার হাতের গুড়ের পায়েস খেতে ভালোবাসত। কর্মস্থলেই ওর জন্মদিন

পালন হত। সারাদিন রোগী দেখে কাটাত। রাতে বা।তিতে ফিরে কেক কাটত, পায়েস খেত। গতবছর ২২ হাজার টাকা দিয়ে একটা ঘড়ি কিনে মেয়েকে উপহার দিয়েছিলাম। খুব খুশি হয়েছিল! মাত্র দুদিন ঘ।টা পরেছিল। সেই ঘড়িটা পড়েই রইল। জন্মদিন প্রতি বছরই আসবে, কিন্তু মেয়েকে আর ফিরে পাব না। মেয়ের কথা ভেবেই জন্মদিনের আগের রাত কেটে গিয়েছে, ঘুমাতে পারিনি। কথা ছিল, আজকের দিন থেকে নতুন করে সুবিচারের লড়াই শুরু হবে। অভয়া নিজে যেমন কর্মদ্যোগী ছিলেন, তেমনই কর্মযজ্ঞ হবে তাঁর জন্মদিনে। সেইমতো রবিবার সোদপুর নাটাগড়ের পার্থপুর ও মহেঃদ্রনগর এলাকায় সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত ‘অভয়া ক্লিনিক’ চলে। প্রচুর রোগী দেখা হয় ক্লিনিকে। ছিলেন অভয়ার মা-বাবাও। সেখানেই বাবা বললেন, বিচার না পাওয়ার ছ মাসে বিচারের দাবিতে লড়ছি, লড়ে যাব। বিচার না পাওয়া পর্যন্ত ল।াই চালিয়ে যাব। ১৩ আগস্টের দুপুরের পর থেকে পানিহাটির কোনও তৃণমূল নেতা আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেনি। তবে আমার বাড়ির দরজা ওঁদের জন্যও খোলা রয়েছে। ওঁরা চাইলে আসতেই পারেন।

২০২৬-এর ৩১ মার্চের আগে নকশালমুক্ত হবে ভারত ঃ শাহ

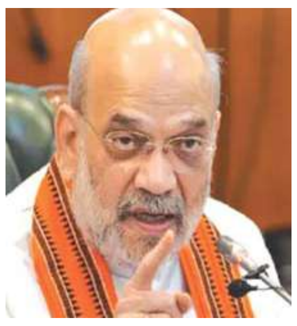

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ছত্তিশগ।রে বিজাপুর জেলায় নকশাল-বিরোধী অভিযানে সুরক্ষা বাহিনীর বড়সড় সাফল্যে খুশি ব্যক্ত করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। একইসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন, ২০২৬-এর ৩১ মার্চের মধ্যেই নকশালমুক্ত হবে ভারত। রবিবার বিজাপুর জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩১ জন মাওবাদী। উদ্ধার হয়েছে বিপুল আগ্নেয়াস্ত্র ও গোলাবারুদ। এই এনকাউন্টারের সাফল্য প্রসঙ্গে অমিত শাহ এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, ভারতকে নকশাল-মুক্ত করার লক্ষ্যে, ছত্তিশগড়ের বিজাপুরে নিরাপত্তা বাহিনী বড় সাফল্য অর্জন করেছে। এই অভিযানে ৩১ জন নকশাল নিহত হয়েছে এবং প্রচুর পরিমাণে অস্ত্র ও বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছে। আজ আমরা আমাদের দুই সাহসী সৈনিককেও হারিয়েছি, এই বীরদের কাছে এই দেশ চিরকাল ঋণী থাকবে। আমি শহীদদের পরিবারের প্রতি আন্তরিক সমবেদনা জানাই। আমি আমার সংকল্প আবারও পুনর্ব্যক্ত করছি, ২০২৬ সালের ৩১ মার্চের আগে আমরা দেশ থেকে নকশালবাদকে সম্পূর্ণরূপে নির্মূল করব, যাতে দেশের কোনও নাগরিককে এর জন্য প্রাণ হারাতে না হয়।

জেলমুক্তির পর প্রথমবার পদযাত্রা করলেন জ্যোতিপ্রিয়

দুরন্ত বার্তা, হাবরা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ জেল থেকে মুক্তি পেতেই প্রথম বারের জন্য নিজের বিধানসভা কেন্দ্র হাবরায় গেলেন জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। রবিবার সকালে হাবরায় গিয়ে সর্বপ্রথম জ্যোতিপ্রিয় যান পুরসভার অফিসে। সেখানে কাউন্সিলরদের সঙ্গে বেশ কিছু ক্ষণ কথাও বলেন। সঙ্গে ছিলেন তৃণমূলের কর্মী সমর্থকরা। হাবরা পুরসভার চেয়ারম্যানের কাছে পৌর উন্নয়নের খতিয়ান জানতে চান। জানান, বিধায়ক তহবিলের টাকা দিয়ে উন্নয়ন করতে চান তিনি।

দিল্লিতে ইস্তফা অতিশীর, মোদি আমেরিকা থেকে ফিরলেই শপথ নয়া মুখ্যমন্ত্রীর!

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে ফলপ্রকাশে লজ্জার হার হয়েছে আপের। যার জেরে মুখ্যমন্ত্রী পদে বসার মাত্র ৬ মাসের মধ্যেই ইস্তফা দিলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। হারের ২৪ ঘণ্টা কাটতে না কাটতেই রবিবার দিল্লির উপরাজ্যপাল ভিকে সাক্সেনার হাতে নিজের ইস্তফাপত্র তুলে দিলেন তিনি। এদিকে দিল্লির নয়া মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে। জানা যাচ্ছে, চলতি সপ্তাহেই আমেরিকা যাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরে ঃদ্র মোদি। তিনি ফিরলেই মুখ্যমন্ত্রীর কুর্সিতে বসবেন নতুন মুখ। জেল থেকে জামিনে মুক্তি পাওয়ার পর গত বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী পদ থেকে ইস্তফা দেন অরবিন্দ কেজরিওয়াল। তাঁর জায়গায় আসেন অতিশী। কেজরির উদ্দেশ্য ছিল বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর অতিশীকে সরিয়ে ফের মুখ্যমন্ত্রী পদে বসবেন তিনি। তবে ৭০ আসনের দিল্লি বিধানসভায় শনিবার ফলপ্রকাশের পর দেখা যায় গোহারা হাত হয়েছে আপের। শুধু তাই নয়, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়ার মতো ভিভিআইপি মুখগুলি বিজেপির সামনে অস্ত্র সমর্পণ করেছে। তবে এই যুদ্ধে একা ল।ছেন অতিশী মারলেনা। কালকাজি কেঃদ্রে বিজেপির রমেশ বিধুরীকে প্রায় সাড়ে তিন হাজার ভোটে হারিয়েছেন তিনি। দিল্লির ফলাফল, আম আদমি পার্টি মাত্র ২২ ও বিজেপি ৪৮। ভোটের ফল নিশ্চিত হওয়ার পর রবিবার সকাল ১১টা নাগাদ নিজের ইস্তফাপত্র-সহ রাজভবনে যান মুখ্যমন্ত্রী। উপরাজ্যপাল সাক্সেনার হাতে তুলে দেন নিজের ইস্তফাপত্র। তবে দল হারলেও দিল্লিতে বিরোধী দল হিসেবে বিধানসভায় জায়গা করে নিয়েছে আপ। অনুমান করা হচ্ছে, সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে দিল্লির বিরোধী দলনেতা হিসেবে মনোনীত হবেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অতিশী মারলেনা। অন্যদিকে, বিজেপির বিরাট জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রী কুর্সি নিয়ে জল্পনা চরম আকার নিয়েছে। দিল্লির হবু মুখ্যমন্ত্রীর তালিকায় উঠে আসছে একাধিক নাম। এর মধ্যে সর্বাগ্রে রয়েছেন প্রবেশ বর্মা। নয়াদিল্লি আসনে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে হারিয়েছেন তিনি। এদিন সকালে উপরাজ্যপালের সঙ্গেও দেখা করেছেন তিনি। বিজেপি সূত্রের খবর, চলতি সপ্তাহেই আমেরিকা যাবেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি সেখান থেকে ফেরার পর আগামী সপ্তাহে দিল্লিতে সরকার গঠনের দাবি জানাতে পারে বিজেপি।

পাল্টা-অভিযোগের যুগ শেষ ঃ কিরণ বেদি

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে আম আদমি পার্টির ভরাডুবির পর তাপর্যপূর্ণ মন্তব্য করলেন পুদুচেরির প্রাক্তন উপ-রাজ্যপাল তথা প্রাক্তন আইপিএস অফিসার কিরণ বেদি। রবিবার কিরণ বেদি বলেছেন, অভিযোগ ও পাল্টা-অভিযোগের যুগ এবার শেষ হয়েছে। কিরণ বেদি এদিন বলেছেন, জনগণ এখন এগিয়ে.যেতে চায়। জনগণ বলছে আর ধ্বংসযজ্ঞ নয়, দিল্লিকে রাজধানী করুন, যাতে এটি বিশ্বের কাছে একটি উদাহরণ হয়ে ওঠে। এখন আমরা দিল্লিকে সুস্থ, নিরাপদ এবং পরিষ্কার করব।

সঙ্গে নেই আম আদমি, রাজনীতিতে প্রাসঙ্গিকতা ধরে রাখাই চ্যালেঞ্জ বিরাট কেজরিওয়ালের!

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ খেলায় যেমন হার-জিত আছে নির্বাচনেও তেমন। ভুভারতে হেন কোনও নেতা নেই, যিনি বুক বাজিয়ে বলতে পারেন, কোনওদিন ভোটে হারিনি বা হারব না। সব নেতাই ভোটে হারেন, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে জেতেনও। কোনও নির্বাচনে হার বড় নেতার জন্য সাময়িক ধাক্কা হতে পারে, কিন্তু একটা ভোটে হারা মানেই তাঁর প্রাসঙ্গিকতাকে প্রশ্নের মুখে তুলে দেওয়াটা মুর্খামি। যদি না সেই নেতার নাম হয় অরবিন্দ কেজরিওয়াল। আসলে কেজরিওয়ালের সমস্যাটা হল, তিনি আর পাঁচজন সাধারণ রাজনীতিবিদের মতো নন। বলা ভালো, আর পাঁচজন সাধারণ রাজনীতিবিদের মতো রাজনীতির আঙিনায় পা রাখেননি ‘ ভারতীয় রাজনীতিতে কেজরির আমদানি অনেকটা ‘ মতো। মধ্যবয়স্ক ভদ্রলোক। আইআইটি থেকে পাশ করা। রাজনীতির সঙ্গে দূর-দুরান্ত পর্যন্ত যার সম্পর্ক নেই। তিনি আন্না হাজারেরে মঞ্চে আন্দোলন শুরু করলেন। ‘ এগেন্সট কোরাপশন’ নামক মঞ্চ থেকে একের পর এক ভাষণে গোটা দেশের নজর টানলেন। বুঝিয়ে দিলেন গোটা সিস্টেম দুর্নীতিতে ভরা। সেই দুর্নীতি মুক্ত করতে দরকার আম আদমির সরকার। রাতারাতি হাজার হাজার অনুগামী জুটে গেল। যে সাফল্য অর্জন করতে গড়পড়তা রাজনীতিবিদের বছরের পর বছর সময় লেগে যায় সেই সাফল্য তিনি পেয়ে গেলেন সামান্য কয়েক মাসে। সোজা বসে গেলেন দিল্লির মুখ্যমন্ত্রীর কুরসিতে। দেশজুড়ে বিস্তার শুরু আপের। দিল্লি পেরিয়ে পাঞ্জাবে সরকার, গোয়া, গুজরাট, অসম, হিমাচল, হরিয়ানা এমনকী উত্তরপ্রদেশেও সংগঠন। মাত্র ১০ বছরে জাতীয় দলের তকমা। জাতীয় রাজনীতিতে কেজরিওয়ালের এই উল্কাগতির উত্থানের কারণ মূলত দুটো। এক, তাঁর স্বচ্ছ দুর্নীতিমুক্ত ভাবমূর্তি। দুই বিকল্প রাজনীতির স্বপ্ন দেখানো। দিল্লি এবং কেন্দ্রে কংগ্রেস আমলে যখন ভূরি ভূরি দুর্নীতির অভিযোগ, তখন অরবিন্দ কেজরিওয়াল একমুঠো খোলা হাওয়ার মতো অন্য ধারার রাজনীতির কথা বলতেন, সংস্কারের কথা বলতেন, মানুষের কথা বলতেন, দুর্নীতিহীন সিস্টেমের কথা বলতেন। সেই আবেদন জনমানসে আরও গ্রহণযোগ্য হয় তাঁর ভাবমূর্তির জন্য। নিপাট ভদ্রলোক, উদ্ধত নন, বিনয়ী, সাধারণ মানুষের কথা সহজ ভাষায় বলেন, নীতি আদর্শের জ্ঞান না কপচে বাস্তবমুখী কথা বলেন।

হিংসা সামলাতে ব্যর্থ! ইস্তফা মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের

নয়াদিল্লি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে ইস্তফা দিলেন এন বিরেন সিং। এদিন রাজভবনে

গিয়ে রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লার হাতে পদত্যাগপত্র তুলে দেন তিনি। সঙ্গে ছিলেন গেরুয়া নেতা সম্বিত পাত্রও। গত দেড় বছরের বেশি সময় ধরে জাতিহিংসায় উত্তপ্ত উত্তরপূর্বের রাজ্য। যার জেরে আঙুল উঠেছিল মণিপুরের গেরুয়া সরকার এবং মুখ্যমন্ত্রী এন বিরেন সিংয়ের বিরুদ্ধে। একাধিক বার তাঁর পদত্যাগের দাবি করে বিরোধী দলগুলি। শেষ পর্যন্ত ঘরে-বাইরে চাপের মুখে পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন বিরেন। একাধিক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, মণিপুর বিধানসভায় অনাস্থা প্রস্তাব আনতে চলেছে কংগ্রেস। সেই খবর পান বিরেন। আস্থা ভোটে বিরেন সরকারের পতনের সম্ভাবনা ছিল প্রবল। রাজনৈতিক এই আশঙ্কার মধ্যেই রবিবার দিল্লিতে গিয়ে অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠক করেন মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী। এরপর ইম্ফলে ফিরেই রাজ্যপালের কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন তিনি। পদত্যাগপত্রে বিরেন লিখেছেন, এত দিন মণিপুরের মানুষের সেবা করতে পেরেছি, এটা আমার কাছে সম্মানের। মণিপুরবাসীর স্বার্থে সময়োপযোগী পদক্ষেপ করা এবং নানা উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়িত করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে কৃতজ্ঞ আমি।

গাজিপুর অশান্তিতে জারি ধরপাকড়

ইউনুস সরকারের ‘অপারেশন ডেভিল হান্টে’র জালে ৪০

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ পেব্রুয়ারি ঃ বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতি সামলাতে এখন ইউনুস সরকারের অস্ত্র ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’ বা শয়তানের খোঁজ। শুক্রবার রাতে আওয়ামি লিগ নেতা মোজাম্মেল হকের বাড়িতে হামলা চালাতে যাওয়া দুষ্কৃতীদের প্রহারের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ধরপাকড় শুরু করেছে পুলিশে। গাজিপুরের পুলিশ সুপার চৌধুরী জাবের সাদেকের দাবি, এখনও পর্যন্ত ৪০ জন গ্রেপ্তার করেছে, যার মধ্যে বেশিরভাগই আওয়ামি লিগ সমর্থক। তবে ‘ খোঁজ’ এখনও চলছে বলেই জানিয়েছেন তিনি। এসবের জেরে রবিবার দিনভর চাপা উত্তেজনা গাজিপুর এলাকায়। শুক্রবার গভীর রাত থেকেই উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ঢাকার অদূরে গাজিপুর এলাকা। সেখানকার দক্ষিণখানে আওয়ামি লিগ সরকারের প্রাক্তন মন্ত্রী মোজাম্মেল হকের বাড়িতে হামলার উদ্দেশে জড়ো হয় একদল দুষ্কৃতী। কিন্তু স্থানীয় বাসিঃদারা তাদের ধরে ফেলে মারধর করে বলে অভিযোগ। তাতে ১৫ জন আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি। শনিবার এই ঘটনার প্রতিবাদে রাস্তায় নামেন বৈষম্য

বিরোধী ছাত্র সংগঠনের একদল সদস্য। তাঁদের পালটা অভিযোগ, গাজিপুরে আওয়ামি লিগ সমর্থকরাই তাণ্ডব চালিয়েছে। আরও দাবি, মোজাম্মেল হকের বাড়িতে ভাঙচুর নয়, সেখানে ডাকাতির খবর পেয়ে আটকাতে গিয়েছিলেন ছাত্ররা। তাতে মারের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। ফলে শনিবার দিনভর দফায় দফায় বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বৈষম্যবিরোধী ছাত্রদের বিক্ষোভ কর্মসূচি চলে। তার মাঝে সন্ধ্যা সাড়ে ছটা নাগাদ ডেপুটি কমিশনারের কার্যালয়ের সামনে আচমকা গুলি চলে, জখম হন এক ছাত্র। পরিস্থিতি হাতের বাইরে বেরিয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় ইউনুস সরকার ‘অপারেশন ডেভিল হান্ট’-এর নির্দেশ দেয়। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের উপদেষ্টা জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী জানান, বাংলাদেশের সেনা, বায়ুসেনা, নৌসেনা এবং পুলিশ, বিজিবি, উপকূলরক্ষী বাহিনীর সমন্বয়ে তৈরি বিশেষ বাহিনী এই অপারেশন চালাবে। তাঁর কথায়, শয়তানের মানে কী? এটা আসলে অশুভ শক্তির আস্ফালন। যারা এই দেশকে অশান্ত করার ষড়যন্ত্র করছে, আইনশৃঙ্খলা ভাঙছে, সন্ত্রাসমূলক কার্যকলাপ করছে, তাদের বিরুদ্ধে এই অপারেশন। শয়তানদের রুখতে হবে। সর্বোচ্চ সাজা হবে তাদের। নিরীহ ছাত্রদের উপর বর্বরোচিত আক্রমণ আমরা মানব না। তাঁর এই ভাষণেই উদ্দীপ্ত হয়ে ধরপাকড় শুরু করে যৌথ বাহিনী। একে একে ৪০ জন ধরা পড়ে। এখনও চলছে ধরপাকড়।

কলকাতার 'রসগোল্লা' বাংলার 'মিষ্টি'র বিশ্ব জয়

রবীন্দ্রকুমার শীল ঃ কলকাতার রসগোল্লার একটি সুনাম আছে। এক সময়ে কলকাতার রসগোল্লা খেতে ভালোবাসতেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যাসনাল উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতা থেকে সেই সময়ে প্রায় প্রতিটি রাজবাড়ি ও জমিদার বাড়িতে রসগোল্লার হাঁড়ি যেত। বাগবাজারের রসগোল্লা বেশ নাম করেছিল। নবীন চন্দ্র দাশের রসগোল্লা তখন বাজার মাত করে দেয়। উত্তর কলকাতার সব বনেদি বাড়িতে কোনও অতিথি গেলেই তাঁকে রসগোল্লা দিয়ে আপ্যায়ন করা হতো। ঠাকুর বাড়ির এর থেকে বাদ ছিল না। কলকাতার রসগোল্লা যেমন বিখ্যাত ছিল ঠিক সেই রকম বাংলার আমও বিখ্যাত ছিল। জামাই ষষ্ঠী আসলে আম আর রসগোল্লা নিয়ে আসা হতো। তখন নবীন চন্দ্র দাশ, কে সি দাশের দোকান ছাড়া ভালো রসগোল্লা আর কোথাও পাওয়া যেত না। কে সি দাশ প্রথম রসগোল্লাকে টিন বন্দি করে বিদেশে বিক্রি করতে শুরু করে। কে সি দাশের রসগোল্লা আজকে বিলেতে, জাপান, আমেরিকা পাড়ি দিতে শুরু করেছে। আবার বহু দক্ষিণ আফ্রিকাতেও কে সি দাশের গিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কলকাতার কেসি দাশের রসগোল্লার এজেন্সি নিয়ে সাহেবরা তাদের খাবার দোকানে রাখ তে শুরু করেছে। বাংলার রসগোল্লা, মিষ্টি এবং দই ক্রমশ জনপ্রিয় হতে শুরু করেছে। নবদ্বীপের দইও বিখ্যাত। লাল দই একমাত্র নবদ্বীপেই পাওয়া সম্ভব হয়। এখন সবাই লাল দই করছে। কিন্তু নবদ্বীপের লাল দই করার একটা আলাদা পদ্ধতি রয়েছে। সেখানে ছোটো ছোটো হাঁড়িতে লালদই করা হচ্ছে খুবই হাল্কা কাঠের আঁচ দিয়ে। কাঠ কয়লা পুড়িয়ে হাল্কা আঁচ দিয়ে দই করা পদ্ধতি দেখার মতো। যাঁরা নবদ্বীপে গিয়েছেন তারা জানেন কীভাবে সেখানে লাল দই করা হয়ে থাকে। লাল দই করতে হলে যে পদ্ধতি গ্রহণ করতে হয় তা প্রত্যক্ষ করা যায়। এরপরে আসি বর্ধমানের মিহিদানার কথায়। বর্ধমানে মিহিদানা নাম খুবই বিখ্যাত। তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে সেখানে মিহিদানা করার পদ্ধতিটা একেবারে ভিন্ন রকমের। সীতাভোগ বর্ধমানে বিখ্যাত। তার কারণ হচ্ছে সেখানকার চাল। বিশেষ যত্নসহকারে চাল উৎপাদন করা হয়ে থাকে শুধু মাত্র সীতাভোগ তৈরি করার জন্য। সেগুলি সীতাভোগ চাল নামেই সেখানে বিখ্যাত। সীতাভোগের চাল কোনও সময়ে জড়িয়ে থাকে না। হালকা ঝুরো ঝুরো থাকে। এই চাল সেদ্ধ করলে ভাতটা নরম হয় বটে তবে একেবারে গলে যায় না। তবে সীতাভোগের চাল এমন ভাবে সিদ্ধ করা হয় যাতে একে ওপরের সঙ্গে জড়িয়ে যায় না। একটা সময় ধরে এই চালকে সিদ্ধ করা হয়। হালকা আঁচের ওপরে চালকে জলে ধুয়ে হাঁড়িতে বসিয়ে দিয়ে সিদ্ধ করতে দেওয়া হয়। তারপরে নির্দিষ্ট সময় পার হয়ে গেলে তাকে নামিয়ে রেখে নানা পদ্ধতি অনুসরণ করে সীতাভোগ তৈরি করা হয়ে থাকে। সীতাভোগ ঠিক মতো তৈরি করতে গেলে তিনদিন সময় লেগে যেতে পারে বলে জানতে পারা দিয়েছে। বাংলার মিষ্টি জগত বিখ্যাত। এই রকম মিষ্টি আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিদেশে দুর্গা পুজো অনুষ্ঠানের জন্য শুধু মাত্র প্রতিমা যায় তাই নয়, বাংলার মিষ্টিও জাহাজে করে বিদেশে পাড়ি দেয়। ভীম চন্দ্র নাগের মিষ্টি বিদেশে যায়। বিশেষ করে দুর্গা পুজোর সময়ে। সেখান যে বিজয়া দশমী পালন করার সময়ে তা দেবী দুর্গার চারদিন ধরে যে পুজোর আয়োজন কালে সেখানে বাংলার রসগোল্লা, মিষ্টি, সীতাভোগ দিতে দেবী মাকে ভোগ দেওয়া রীতি রয়েছে। বহু রাজবাড়ীতে এখনও সীতাভোগ ঠাকুরকে উৎসর্গ করা হয়। এক সময়ে বর্ধমানের মহারাজার বাড়িতেও সীতাভোগ দিয়ে মায়ের পুজো করা হতো। সীতাভোগ ছিল মহাপ্রসাদ। সেই মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেই তবেই বর্ধমানে রাজা পরিবারের সদস্যরা অন্নভোগ গ্রহণ করতো। বাগবাজারের সর্বজনীন দুর্গা পুজোতেও বাগবাজারের রসগোল্লাকে মহা প্রসাদ বলে গ্রহণ করে মাকে অন্নভোগের সময় দেওয়া হয়। কলকাতার বিখ্যাত কবিয়াল ভোলা ময়রার একটি মিষ্টির দোকান ছিল। সেখানে ছোট আকারের রস বড়া পাওয়া যেত। তাকে রস কদম্ব বলা হয়ে থাকে। রসগোল্লা আবিষ্কার তারপরে হয়। তারপরে নবীন চন্দ্র দাস বুদ্ধি খাটিয়ে রসগোল্লা তৈরি করলেন। সেই রসগোল্লার বয়স শতবর্ষ অতিক্রম করে গিয়েছে। তবে তার সঙ্গে সীতাভোগ, মিহিদানা, লাল দই এবং বাংলার ল্যাংচা বিখ্যাত। ভীম চন্দ্র নাগের সন্দেশ বিখ্যাত হতে শুরু করে দিয়েছে। তারা একটি মাত্র কারণ হচ্ছে তারা যে ছানা দিয়ে মিষ্টি প্রস্তুত করে সেই দুধের ছানা অতি সহজে আর কোথাও পাওয়া একেবারে অসম্ভব।

কেন 'অ্যান্ডারসন ভবন'-এর নাম পাল্টে 'ভবানী ভবন' রাখা হল ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ কলকাতায় এসে উপস্থিত হলেন ভবানী প্রসাদ ভট্টাচার্য এবং রবি ব্যানার্জি। তখন বাংলার সশস্ত্র সংগ্রামকে পরিচালনা করছেন বিপ্লবী জ্যোতিষ গুহ। তিনি বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স দলের নেতা। ফলে তাঁকে সব বিষয়ে জানানোর প্রয়োজন হল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালযের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে বীমা দাস গভর্নর স্যার স্টানলি জ্যাকসনকে হত্যা করতে তাঁক লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছিলেন। কিন্তু তা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হয়। পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করে নয় বছরের কারাদণ্ড দিয়েছিল। বিপ্লবী নেতা জ্যোতিষ গুহ সিদ্ধান্ত নিলেন যে কলকাতায় গভর্নরকে হত্যা করাটা খুবই কঠিন। দার্জিলিং গিয়ে গভর্নরকে হত্যা করতে হবে। পরিকল্পনা মতো উজ্জ্বলা মনোরঞ্জন ব্যানার্জির বোন হয়ে স্নো ভিউ হোটেলে উঠলেন। সঙ্গে ছিল একটি হারমোনিয়াম। উজ্জ্বলা মজুমদার নিজেকে সঙ্গীত শিল্পী হিসাবে পরিচয় দিতে শুরু করলেন। এই হারমোনিয়ামের মধ্যে লুকানো ছিল দুটি পিস্তল। উজ্জ্বলা এবং মনোরঞ্জনের কাজ ছিল কখন, কোথায় কোন রাস্তায় দিয়ে গভর্নর যাতাযাত করবেন তার আগাম খরব নেওয়া। সংবাদ পাওয়া গেল যে গভর্নর আসছেন একটি ফ্লাওয়ার শো উদ্বোধন করতে। উজ্জ্বলা মনোরঞ্জন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন সেখানেই গভর্নরকে লক্ষ্য করে পিস্তল তাক করবেন। কিন্তু এমনভাবে রক্ষী পরিবেষ্ঠিত ছিলেন যে সে যাত্রায় রক্ষা পেয়ে গেলেন গভর্নর অ্যান্ডারসন। আবার অপেক্ষা করতে থাকলেন বিপ্লবীরা। এবার বিপ্লবীরা জানতে পারলেন যে লেবং রেস কোর্সে ঘোড়াদৌড় দেখতে আসছেন গভর্নর। এটাই শেষ সুযোগ। এই সুযোগ একেবারে হাতছাড়া করা চলবে না। বিপ্লবীরা মরিয়া হয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছেন। এবারে বেশ সৌখিন পোশাক পরিধান করেছেন যতীন ভট্টাচার্য ও রবি ব্যানার্জি। পরনে সাহেবি পোশাক। ওদিকে মনোরঞ্জন ব্যানার্জি বনেদি অভিজাত পরিবারের সদস্যদের মতো দামি ধুতি পাঞ্জাবি পরিধান করে প্রস্তুত। বোন উজ্জ্বলা মজুমদার নীল রংয়ের ঢাকাই শাড়ি এবং চোখে সোনার চশমা। তিনি শাড়ির ভাঁজে পিস্তলকে লুকিয়ে রাখলেন। পুলিশ পুরুষদের শরীর পরীক্ষা করে প্রবেশ করার অনুমতি দিতে থাকে। কিন্তু সেখানে মহিলাদের শরীর পরীক্ষা করার কোনও ছিল না। ফলে উজ্জ্বলা নির্ভয়ে রেসকোর্সে প্রবেশ করতে পেরেছিলেন। মনোরঞ্জন, ভবানী এবং রবি হাতে কোনও অস্ত্র ছিল না। তারা নিরস্ত্র অবস্থায় সেখানে প্রবেশ করে। একপাশে উজ্জ্বলা এবং মনোরঞ্জন দাঁড়িয়ে। তার বিপরীত দিকে দাঁড়িয়ে ছিলেন ভবানী এবং রবি। ঘোড় দৌড় শুরু হল। দর্শকেরা উত্তেজনায় ফেটে পড়তে শুরু করেছে। সেই ফাঁকে রবি এবং ভবানী উজ্জ্বলার কাছ থেকে পিস্তল নিয়ে গভর্নরের মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুড়তে শুরু করে। ঠিক সেই সময়ে গুলির শব্দ পেয়ে অ্যান্ডারসন নিজেকে টেবিলে আড়াল করে নিজেকে আত্মরক্ষা করতে থাকে। কিন্তু ততক্ষণে পুলিশ রবি এবং ভবানীকে ঘিরে ফেলে। গুলি ঠিক করেছিল কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হল।। মঠের মধ্যে যখ ন ভবানী এবং রবিকে নিয়ে পুলিশ ব্যস্ত সেই ফাঁকে পালিয়ে যেতে সক্ষম হল উজ্জ্বলা এবং মনোরঞ্জন। রেল স্টেশনে এসে পোশাক পাল্টে ফেললেন। পুলিশ রেল স্টেশনে এসেছিল। উজ্জ্বলা এবং মনোরঞ্জনের খোঁজ করতে। কিন্তু তাঁদেরকে পুলিশ ধরতে পারেনি। এবারে ভবানী এবং রবি কাছ থেকে কথা আদায় করতে তাদের ওপরে অকথ্য অত্যাচার করতে শুরু করে। কিন্তু পুলিশের কাছে মুখ খুলতে একেবারে নারাজ ছিল দুই বিপ্লবী। পরে কলকাতা থেকে শোভারানি দত্তের বাড়ি থেকে পুলিশ উজ্জ্বলা মজুমদারকে গ্রেফতার করলো। বাদ গেলেন না শোভারানি দত্তও। তাঁকে পুলিশ গ্রেফতার করলো। পুলিশের জালে ধরা পড়লেন মনোরঞ্জন ব্যানার্জি, সুকুমার ঘোষ, মধু ব্যানার্জি। সবাইকে দার্জিলিংয়ে নিয়ে আসা হল। স্পেশাল ট্রাইবুন্যাল শুরু হল। ট্রাইবুন্যালের বিচারে ভবনী, মনোরঞ্জন এবং রবি ব্যানার্জির ফাঁসির আদেশ হল। উজ্জ্বলার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড। সুকুমার ঘোষ এবং মধু ব্যানার্জির ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। পরে কলকাতা হাইকোর্টে আবেদন করলে সেখানে ভবানীর ফাঁসি শাস্তি বহাল থাকলো। মনোরঞ্জন ও রবি ২০ বছরের এবং উজ্জ্বলার ১৪ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড হল। বাকি দুই জনের শাস্তি একই থাকলো। উজ্জ্বলা ছাড়া অপরাধীদের আন্দামান জেলে পাঠানো হল। ভবানী প্রসাদের জন্ম হয়েছিল ১০ জুন ১৯১৪ সালে বাংলাদেশের বরিশাল জেলার বাঁণরীপাড়া গ্রামে। পিতার নাম ছিল বসন্ত কুমার ভট্টাচার্য। মাতার নাম ছিল দয়মন্তী দেবী। রাজশাহী সেন্ট্রাল জেলে ১৯৩৫ সালে ৩ ফেব্রুয়ারি তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হল। ব্রিটিশ সরকার তাঁর মৃতদেহ মা দয়মন্তী দেবীকে দেওয়ার হতে তুলে দেওয়ার কথা বললে তিনি বলেন, 'ভবানী প্রসাদ শুধু আমারই সন্তান নয়, সে ভারতমাতার সন্তান। কাজেই ভবানী প্রসাদকে আমার কাছে ফেরৎ দিতে হবে না। ভারতবাসীই তাঁর সৎকার করবে।' এই মহান বিপ্লবীর নামেই ভবানী ভবনের নামকরণ করা হয়েছিল ১৯৬৯ সালে। আগে এই ভবনটির নাম ছিল 'অ্যান্ডারসন ভবন'। স্বাধীনতার পরে এই ভবনটির নামকরণ করা হল 'ভবানী ভবন'। কলকাতা গোয়েন্দা পুলিশের একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য দফতর।

ইউক্রেনের পাশে আমেরিকা হয়তো আর দাঁড়াবে না

৯ জানুয়ারি ঃ রুশ চপারকে গুঁড়িয়ে দিল ইউক্রেনের ড্রোন। বছরের শেষদিন জোর ধাক্কা খেলেন পুতিন। কৃষ্ণসাগরের উপর দিয়ে উড়ন্ত রুশ Mi-8 চপারকে ধ্বংস করল ইউক্রেনের নৌবাহিনীর বিশেষ ড্রোন মাগুরা V5। নেট ভুবনে ছড়িয়ে পড়েছে ভিডিও। ভিডিওয় দেখা যাচ্ছে একটি হেলিকপ্টার উড়ছে। অন্ধকার আকাশে উজ্জ্বল চেহারা তার। আচমকাই ঝলসে উঠল মিসাইল। আর সেই মিসাইলের ধাক্কায় ক্রমশ নিম্নমুখী রুশ চপারটি। শোনা গিয়েছে চালকের গলা, ৪৮২, আমি আক্রান্ত, নিচের দিকে যাচ্ছি। বিস্ফোরণ ঘটেছে, আমাকে ধাক্কা দিয়েছে। জল থেকে আক্রমণ করা হয়েছে। আর তারপরই একটা ঝলক! আমি দেখিনি সেটা কোথায় গেল। কিন্তু প্রথমটাই আমাকে সরাসরি ধাক্কা দিয়েছে। এবং কাছাকাছি কোথাও ফেটে গিয়েছে। আমি হেলিকপ্টারে বসেই টের পাচ্ছি। বেশ কিছু সিস্টেম অকেজো হয়ে গিয়েছে। উল্লেখ্য, ৩ বছর পূর্ণ হতে চললেও এখনও রাশিয়া-ইউক্রেন যুদ্ধের কোনও রকম

রফাসূত্র মেলেনি। উল্টে যত দিন যাচ্ছে আরও ভয়ংকর রূপ নিচ্ছে দুদেশের সংঘাত। কোনও পক্ষই একে অপরকে একচুলও জমি ছা।তে নারাজ। ল।ইয়ে শুরুতে বিপাকে প।লেও কাউন্টার অফেন্সিভে রণক্ষেত্রের চেনা ছবি বদলে দিয়েছে ইউক্রেনীয় ফৌজ। রুশবাহিনীর প্রতিটা হামলার কড়া জবাব দিচ্ছে তারা। আর এবার তারা গুঁড়িয়ে দিল রুশ চপারও। গত সোমবারই ইউক্রেনকে যুদ্ধে সাহায্য করতে রেকর্ড ২.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার সামরিক সাহায্যের ঘোষণা করেছেন বিদায়ী মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। কিন্তু এমন ঘোষণায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর খোঁচা, মার্কিনদের করের টাকা এভাবে ব্যবহার করা হবে কেন। উল্টে তাঁর দাবি তিনি মসনদে বসলে, দ্রুত রাশ টানবেন লড়াইয়ে। সেই সঙ্গেই ট্রাম্পের ইঙ্গিত, ইউক্রেনের পাশে আমেরিকা হয়তো আর দাঁড়াবে না। সেক্ষেত্রে যুদ্ধের রং ফের বদলাতে পারে, এই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

দিল্লিতে দলের বিরাট জয়ে ত্রিপুরায় বিজেপির বিজয়োল্লাস

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির বিরাট জয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ত্রিপুরার বিভিন্ন জায়গায় দলের তরফ থেকে বিজয় মিছিল সংগঠিত করা হয়েছে শনিবার। রাজধানী আগরতলা শহর সহ বিভিন্ন জেলা ও মহকুমা সদরে বিজয় মিছিল করেছেন বিজেপির কর্মী সমর্থকরা। বিজয় মিছিলে সামিল হয়েছেন স্থানীয় বিধায়ক, মন্ত্রিরাও। শনিবার প।ন্ত বিকালে রাজধানী আগরতলার কৃষ্ণনগরস্থিত বিজেপি প্রদেশ কার্যালয়ে ছিল বিজয়োল্লাস। দলীয় কর্মীরা গেরুয়া আবির নিয়ে রাজপথে নামেন। বিজয় মিছিলে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা সহ দলের মন্ত্রি বিধায়ক এবং নেতা কর্মীরা। বিজয় মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করেছে। এদিকে, দিল্লির বিধানসভা ভোটে বিপুলভাবে জযযুক্ত হওয়ায় খোয়াইতেও ভারতীয় জনতা পার্টির খোয়াই মন্ডল কমিটির উদ্যোগে উসাহ উদ্দীপনার মধ্য দিয়ে বাজি-পটকা পুড়িয়ে বিজয় মিছিল করা হয়। সাধারণ কার্যকর্তারাদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা যায়। মিছিলের পুরো ভাগে ছিলেন মন্ডল সভাপতি, মন্ডলের সাধারণ সম্পাদক অনিমেষ নাগ, তপশিলি মোর্চার জেলা কমিটির সম্পাদক রঞ্জন দাস, খোয়াই পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন দেবাশীষ নাথ শর্মা, বিজেপি খোয়াই জেলা সভাপতি বিনয় দেববর্মা সহ অন্যান্য কার্যকর্তা। এদিন বিজেপি ২ নং মোহনপুর বিধানসভার বিধায়ক তথা রাজ্যের বিদ্যুৎ ও কৃষি দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথও মাতলেন বিজেপির দিল্লি দখলের জয়ের আনন্দে। মোহনপুর করা হয় বিশাল বিজয় মিছিল।

জন্ম শতবর্ষের আলোকে চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ যুগের রাজনৈতিক মন্তব্য এবং বিতর্ক ছাড়া কোনও চলচ্চিত্র করা একেবারে অসম্ভব বলে মনে করতেন চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন। পরিচালক সত্যজিৎ রায় যখন বাংলার সিনেমায় উচ্চাঙ্গ স্থান অধিকার করে রয়েছেন তখনই বাংলার সিনেমা জগতে এসে উপস্থিত হলেন মৃণাল সেন। একেবারে অন্য আঙ্গীককে তিনি চলচ্চিত্র পরিচালনা করতে শুরু করলেন। তার ছবির মধ্যে ধরা পড়ল রাজনৈতিক সমস্যার কথা। ধরা পড়ল রাজনৈতিক আন্দোলন তথা রাজনৈতিক মতাদর্শের লড়াই। পশিচমবঙ্গ তখন নতুন রাজনৈতিক চিন্তার স্রোতে ভাসতে শুরু করে দিয়েছে। চিরাচরিত রাজনৈতিক মতাদর্শ তখন বাতিল হয়ে গিয়েছে তরুণ সমাজের কাছে। তরুণরা তখন নয়া রাজনৈতিক আদর্শবাদকে প্রতিষ্ঠা করতে মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেছে। তারা চিরাচরিত মতাদর্শের মধ্যে ফ্যাসিবাদ এবং সাম্রাজ্যবাদের চিহ্ন দেখতে পাচ্ছে। সেই প্রচলিত রাজনৈতিক মতাদর্শের পরিবর্তনের জন্য সন্ত্রাসের আশ্রয় গ্রহণ করতে শুরু করেছে। কিন্তু প্রশাসন তখন কিন্তু এই নয়া আদর্শবাদকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত নয়। শক্তি প্রয়োগ করে নয়া আদর্শবাদকে রুখে দেওয়ার জন্য প্রশাসন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেছে। তার ফলে সর্বত্র দেখ তে পাওয়া যাচ্ছে সংঘর্ষ। সেই দ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটেছে কলকাতা-৭১ ছবিতে। সমাজ এবং রাজনৈতিক চিন্তার প্রকাশ দেখতে পাওয়া যায় ছবিতে। সমাজ কিন্তু প্রস্তুত নয় নয়া কমিউনিস্ট মতাদর্শকে গ্রহণ করতে। আবার রাজনৈতিক ঝড় বইয়ে দিয়ে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে তরুণ সমাজ। তারই দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া গেল এই ছবিতে। 'কলকাতা ৭১' চলচ্চিত্রটি বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চলচ্চিত্র পরিচালক মৃণাল সেন ১৪ মে ১৯২৩ সালে ফরিদপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তখ ন ব্রিটিশ ভারত। উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯৬৯ সালে 'ভুবন শোম' ছবি করে ভারতীয় চলচ্চিত্র জগতে একটি নব্য ধারার প্রচলন করে গেলেন। সেই সময়ে বিখ্যাত পাঁচ জন পরিচালক চলচ্চিত্রের নতুন দিক উন্মোচন করতে খুবই ব্যস্ত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, তপন সিনহা। ইনারা প্রত্যেকে স্ব স্ব জগতে খ্যতি অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছেন। বাদ যাননি মৃণাল সেন। কলকাতা রাজনৈতিক আসরে মৃণাল সেনের ছবি নিয়ে বিতর্কে ঝড় বইতে শুরু করে দিয়েছিল। তিনি একের পর একটা বিতর্কিত রাজনৈতিক মতাদর্শকে গ্রহণ করে ছবি তৈরি করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। অনেকেই বলে থাকেন যে মৃণাল সেন মার্কসীয় দর্শনকে বিশ্বাস করে ছবি করে গিয়েছেন। কিন্তু তা নয়। তরুণ সমাজ যে রাজনৈতিক আদর্শকে গ্রহণ করে রাস্তায় নেমে পড়েছে তাকেই তিনি প্রাধান্য দিতে শুরু করেছিলেন তাঁর ছবিতে। তিনি দেখাতে চেয়েছিলেন সেই সময়ের তরুণ সমাজ কোন দিকে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সেই পথ ভুল না ঠিক তা তিনি মত প্রকাশ করেননি বটে। কিন্তু সেই পথ গ্রহণ করে তরুণ সমাজের কী লাভ হয়েছিল তা তিনি দেখিয়েছেন। বেশ খোলা মন নিয়ে তিনি তাঁর মার্কসীয় দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করে গিয়েছেন। সেখানে কিন্তু তিনি কট্টর মার্কসবাদী নন। সেখানে তিনি রাজনৈতিক ঠিক কোনও পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করেছে এবং তার প্রভাব সমাজের ওপরে কতখানি এসে পড়ছে তা তিনি অত্যন্ত সাফল্যের সঙ্গে দেখিয়েছেন। সারা ভারত জুড়ে যে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিতে শুরু করে

দিয়েছিল তার ফলে ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা হয়েছিল প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থা তার চিত্র দেখতে পাওয়া যায় তাঁর ছবিতে। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে যে রাজনৈতিক উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা তাঁর ছবিতে দেখতে পাওয়া যায়। কলকাতা ছিল তাঁর রাজনৈতিক প্রেরণা। এই শহরকে ঘিরে তিনি রাজনৈতিক উত্থান পতনের ছবিতে তুলে ধরেছেন তাঁর পরিচালিত চলচ্চিত্রে। তিনি সত্যের সন্ধান করতে শুরু করেছিলেন। নকশাল আন্দোলনের মধ্যে যে সত্য রয়েছে তার জন্য তরুণরা প্রাণ পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। বুঁজোয়া সমাজ ব্যবস্থার ভাঙন ধরিয়ে দেওয়ার জন্য মাওবাদ কীভাবে দেশের মধ্যে প্রতিষ্ঠা করানো যেতে পারে তার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছিল একদল তরতাজা তরুণ যুবকেরা। এর সঙ্গে লিপ্ত হয়েছিল বহু মেয়েরা যারা সমাজ ব্যবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন চেয়েছিল। কিন্তু তার জন্য পরিস্থিতি প্রস্তুত ছিল না। ব্যাপক পরিবর্তন করার দিকে সায় দেয়নি সমাজ । তার ফলে সেই সব আন্দোলন ব্যর্থ হয়েছিল। ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে পরিস্থিতিতে ঠিক মতো বুঝতে না পারা। রাজনৈতিক পট পরিবর্তন করতে হয় সময় বুঝে। সকলের সঙ্গে সমাঞ্জস্য রেখে। কিন্তু একদল তরুণ যেভাবে মরিয়া হয়ে শিক্ষা ব্যবস্থার ওপরে কুঠারাঘাত করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে কি সত্যিকারের বুঁজোয়া শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়তো তা নিয়ে তখন সবাই প্রশ্ন করতে শুরু করেছিল। এদিকে প্রশাসন প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা থেকে শিক্ষা ব্যবস্থাকে অটুট রাখতে কঠোর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গ্রেফতার এবং বন্দি। প্রয়োজন হলে গুলি। তাই দেখিয়েছেন পরিচালক মৃণাল সেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'ণাশচ' ছবি করেছেন প্রায় একই চিন্তার বশবর্তী হয়ে। তাঁর প্রতিটি ছবিই রাজনৈতিক মহলে ঝড় উঠেছে। বহু তর্ক বিতর্কের মধ্যে দিয়ে তাঁর ছবি সমালোচনার পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছিল। ১৯৮২ সালে তিনি ২৩ তম বার্লিন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য ছিলেন। ১৯৯৭ সালেও মস্কো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে জুরির সদস্য হন। কিন্তু ২০১২ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের আয়োজিত চলচ্চিত্র ব্যক্তিদের সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে মৃণাল সেনকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি। জানতে পারা গিয়েছিল যে রাজনৈতিক মতাদর্শের পার্থক্য থাকায় তিনি বাদ পড়ে গিয়েছিলেন। তাঁর বিখ্যাত ছবিগুলির নাম উল্লেখ অতি অবশ্যই করতে হবে। তার মধ্যে রয়েছে - ১৯৬৯ সালে 'ভুবন শোম', ১৯৭৪ সালে 'কোরাস', ১৯৭৬ সালে 'মৃগয়া', ১৯৮০ সালে 'আকালের সন্ধানে', ১৯৭২ সলে 'কলকাতা ৭১', ১৯৮০ সালে 'খারিজ', ১৯৭৪ সালে 'পদাতিক'। বহু আন্তর্জাতিক পুরস্কার তিনি লাভ করেছেন। ভারত সরকার পদ্মভূণ প্রদান করেন। ১৯৮৫ সালে ফরাসির প্রেসিডেন্ট তাঁকে সম্মান জানান। ১৯৯৬ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিক ডিলিট লাভ করেন। ১৯৯৯ সালে রবীন্দ্র ভারতী এবং বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৩ সালে তাঁকে সম্মানিক ডিলিট দেয়। বাংলার সেরা পরিচালক সত্যজিৎ রায়কে তিনি বিশেষ সম্মান দিতেন। খুবই দ্রুত তিনি চলচ্চিত্র জগতে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে সম্মান জানায়। ১৯৫৫ সালে তৈরি তাঁর ছবি 'রাত ভোরে' ছবিটি নিষিদ্ধ করা হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে। 'নীল আকাশের নিচে' ছবি তৈরি করেন ১৯৫৮ সালে। এই ছবিটিও রাজনৈতিক চিন্তা নিয়ে তৈরি করা চলচ্চিত্র। 'বাইশে শ্রাবণ' আবার একটু ভিন্ন স্বাদের ছবি করলেন। ১৯৬৯ সালে মৃণাল সেন তৈরি করেছিলেন 'ভুবন শোম' ছবি। এই ছবিটি তিনটি আন্তর্জাতিক পুরস্কার নিয়ে এসেছিল। সেরা পরিচালক মৃণাল সেন এবং সেরা অভিনেতা সম্মান লাভ করেন উৎপল দত্ত। তিনি পরিচালক গদারের উক্তি 'সিনেমা ইজ গান' অস্বীকার করতে না পারলেও এই তত্ত্বের ওপরে বিশ্বস ছিল না। অগণতান্ত্রিক এবং ফ্যাসিস্ট প্রশাসনকে তিনি মনে প্রাণে গ্রহণ করে নিতে পারেননি। তাঁর স্ত্রী গীতা সেন খুবই জনপ্রিয় অভিনেত্রী ছিলেন। তাঁর পুত্র কুনাল সেন বলেছেন পিতার ছবির মধ্যে যে সংলাপ থাকতো তা তাঁকে মুগ্ধ করেছে। তাঁর আর একটি ছবি খুবই জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই ছবির নাম হচ্ছে 'ইন্টারভিউ' (১৯৭১)। বাংলার বেকারত্বের জ্বালা কীভাবে তরুণ সমাজকে গ্রাস করতে শুরু করে দিয়েছে তারই ভয়াবহ চিত্রকে ক্যামেরার সামনে তুলে ধরেছেন। তিনি ভারতের সেরা চলচ্চিত্র পুরস্কার 'দাদা সাহেব ফলকে' পুরস্কার লাভ করেছিলেন। এই জনপ্রিয় চলচ্চিত্র পরিচালক ৩০ ডিসেম্বর ২০১৮ সালে পরলোকগমন করেন।

প্রস্তুত হচ্ছে বিশ্ব গণতান্ত্রিক মঞ্চ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বিদেশ মন্ত্রকের চিন কূটনীতি সিদ্ধান্তে ধীর এবং স্থির পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। এই নিয়ে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতাদের মুখ দিয়ে প্রশ্ন শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধিকে চিনকে অস্ত্র করে বিরোধী দল বিজেপির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে দিয়েছিলেন। লাদাখে ভারতের জমি চিন দখল করে ফেলল। এবং চিনের হাতে ভারতীয় সেনাদের মৃত্যু। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার চিনে কী হয়েছে আসল খ বরটা একেবারে চেপে রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে নিয়েছিল। যার ফলে সর্বদলীয় বৈঠকে দেশের প্রধানমন্ত্রী চিন নিয়ে একটি কথাও বলেননি। তিনি যেমন চিনের নাম উচ্চারণ না করে ভারত চিন সীমান্তে সংঘর্ষের কথা উল্লেখ করেছেন। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ চিনের সম্পর্কে কোনও কথা বলেননি। তারপরে প্রতিরক্ষামন্ত্রী চিন নাম উচ্চারণ না করে সেনাদের সতর্ক থাকতে বলেছেন। এবং সীমান্ত শক্তি বৃদ্ধি করার আদেশ দিয়েছেন। আসলে চিনের সঙ্গে কোনও রকমভাবে কেন্দ্রীয় সরকার মন কাকষি করতে চান না সেটা স্পষ্ট করে দিয়েছে। তোষামোদ নীতি গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার বলছে বিরোধীরা। চিন যেভাবে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ন্কে তাদের এলাকা বলে দাবি করতে শুরু করে দিয়েছে তা নিয়ে কোনও জোরালো প্রতিবাদ নেই। উল্টে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে চিন এখন দার্জিলিং এলাকায় চা বাগানগুলোর ওপরে নজর দিয়ে বসে রয়েছে। যেখানে সোরা দেশ জুড়ে এখন চিনা পণ্য বর্জন কররা ডাক দেওয়া শুরু হয়েছে এবং পথে পথে চিনা পণ্য পোড়ানো শুরু হয়েছে সেখানে চিন এখন দার্জিলিং এলাকায় অবস্থিত চা বাগানগুলো পরোক্ষভাবে কিনে নেওয়ার পথ তৈরি করছে। সে খবর এসেছে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক ভবনে। দার্জিলিংয়ের চা বাগানের হস্তান্তর আটকে দিয়েছে দার্জিলিং জেলার ভূমি রাজস্ব বিভাগ। চা বাগানের হস্তান্তরে যে তিনটি গুজরাতি ব্যবসাদাররা এটা করার চেষ্টা তাদের নাম সমানে এসেছে। তাদের নেপথ্যে হংকংয়ে পুঞ্জিভূত এক চিনা লগ্নি সংস্থার যোগসূত্র রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাই শ্রমিকদের পাওনাগণ্ডা ও জমির লিজের কাগজপত্র চেয়ে নতুন মালিকদের নামের কাগজপত্র হতে দেয়নি জেলা প্রশাসন। শুধু চা বাগানই নয়, পাহাড়ে অত্যন্ত দশটি জায়গায় চিনা লগ্নিকারীরা ঢোকার চেষ্টা করছে বলে খবর রয়েছে। চিনের আসল লক্ষ্য হল ভারতের পাহাড়ি অঞ্চলগুলোতে প্রবেশ করে ভারতের ওপরে নজর রাখা। লাদাখের পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবেশ করতে শুরু করে দিয়েছে। ভারতের সেনারা সমতলে থাকুক। আর চিন পাহাড়ের ওপরে অবস্থান করুক এটা চায়। চিন চাইছে পাহাড়ি এলাকাগুলো দখল করে নিয়ে সেখ ান থেকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের ওপরে নজরদারি করতে। কংগ্রেস দলের প্রাক্তন সভাপতি রাহুল গান্ধি বলেছেন, চিনের কাছে কেন্দ্রীয় সরকার একেবারে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী চিনকে একবারে চটাতে চাইছেন না। তিনি চিনের চেয়ারম্যানের নাম না করে যেভাবে সর্বদলীয় বৈঠকে বক্তব্য রাখতে শুরু করেছেন তাতে মনে হচ্ছে চিনের চেয়ারম্যানকে কঠোর কথা বলতে একেবারে নারাজ মোদি সরকার। যদি চিনের চেয়ারম্যানের নাম করে সর্বদলীয় বৈঠকে কথা বলতেন তাহলে বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতারা বিজেপি বিরোধী প্রচার করতে শুরু করে দিত। এদিকে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে বিজেপির অবস্থা খুব একটা ভালো নয়। আর্থিক উন্নয়ন হয়নি। শিল্প হয়নি। কালো টাকা উদ্ধার করা হয়নি। ললিত মোদি, বিজয় মাল্যকে দেশে ফেরানো সম্ভব হয়নি। লকডাউনের সময়ে দেশের প্রায় অধিকাংশ শ্রমিকেরা বিজেপি বিরোধী হয়ে যায়। পরিযায়ী শ্রমিকেরা বিজেপি সরকারের কাছ থেকে কোনও সুরাহা পায়নি। উপরন্তু না খেতে পেয়ে রাস্তা বহু জন মারা গিয়েছে। বহু শিশু পথ্য না পেয়ে মারা গিয়েছে। সেই সব তথ্য প্রকাশ করছে না সরকার। বিজেপি সরকার এসে সাধারণ মানুষের কোনও লাভ হয়নি। উপরন্তু আরও বেকারত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকদের কাজ দেবে বলে ঠিক করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। সে ব্যাপারে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে বটে। সেটাকে বাস্তবায়িত করতে কত বছর লেগে যাবে তা জানা যাচ্ছে না। চিনের লগ্নি এখন ঘুর পথ ধরে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করতে চাইছে সে খবর রয়েছে। সেই কারণে এখন ভূমি রাজস্ব বিভাগ সব কিছু খতিয়ে দেখে তবেই ছাড়পত্র দিচ্ছে। বিশাল অঙ্কের টাকা প্রলোভন দেওয়া হচ্ছে। চিনের ব্যবসা এমনিতে খারাপ হতে শুরু করে দিয়েছে। চিন দেশের অভ্যন্ত ন্রীন বাজার তেজি নয়। একেবারে ভেঙে পড়েছে। তারও রে যদি ভারত চিনা পণ্য বয়কট করা ডাক। তবে আগামি দিনে চিনা পণ্য সত্যি বয়কট হতে পারে। চিনকে বাদ দিয়ে বিশ্ব আর্থিক দিক দিয়ে এগিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলো এবারে একত্রিত হয়ে উন্নয়নের কাজ করতে বলে জানতে পারা গিয়েছে। সেখানে চিন এবং রাশিয়া পণ্য নেওয়ার কোনও প্রশ্ন থাকবে না। চিন এবং রাশিয়া যাতে আর্থিকভাবে থাবা বসাতে না পারে তার দিকে লক্ষ্য রেখে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলি এগিয়ে যাওয়ার পরামর্শ গ্রহণ করছে। এই গণতান্ত্রিক গোষ্ঠীর মধ্যে আছে আমেরিকার সহ গোটা ইউরোপ ইউনিয়ন এবং ন্যাটোভুক্ত রাষ্ট্রগুলো রয়েছে। ভারতকে তার অন্তর্ভুক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী মোদির আসন্ন আমেরিকার সফরের দিকে লক্ষ্য রেখে আমেরিকা এবং ব্রিটনে ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করেছে। য়েভাবে একেবর পর এক গণতান্ত্রিক দেশগুলি আক্রান্ত হতে শুরু করেছে তাতে আগামি দিনে বিশ্বে কোনও গণতান্ত্রিক দেশ থাকবে না বলে মনে করছে আমেরিকা। সেই কারণে বিশ্বের সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে একটি ছাতার তলায় নিয়ে আসার কথাকে ব্যক্ত করতে শুরু করে দিয়েছে। শক্তিশালী গণতান্ত্রিক দেশ গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করছে। এদিকে রাশিয়া এবং চিন কমিউনিস্ট গোষ্ঠী তৈরি করার চেষ্টা করছে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিন রাশিয়ার সঙ্গে হাত মিলিয়েছে উত্তর কোরিয়া. দক্ষিণ আমেরিকার বেশ কিছু কমিউনিস্ট রাষ্ট্র। আর তাদেরকে এখ ন মদত দিতে শুরু করেছে আরবের দেশগুলি। পাকিস্তান এর সঙ্গে হাত মিলিয়েছে নিজেকে ভারত থেকে রক্ষা করতে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে নিয়ে একটি গোষ্ঠী করা হবে। সব গণতান্ত্রিক দেশগুলিকে রক্ষা করতে সবাইকে সদস্য পদ গ্রহণ করতে হবে, ব্যবসায়িক এবং সামরিক যোগাযোগ বৃদ্ধির দিকে বেশি করে নজর দিতে হবে। গণতান্ত্রিক দেশ আক্রান্ত হলে সবাইকে এক সঙ্গে লড়াই করতে মানসিক প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে।

দিন পঞ্জিকা

আজ ২৭ মাঘ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, বুধবার, ইংরেজী ৯ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলি ৫১২৫, সৌর ২৭ মাঘ, চান্দ্র ২ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশ ২৬ মাঘ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিল ২৫ মাঘ ১৯৪৬, মৈতৈ ২ বাকচিং, আসাম ২৬ পুহ, মুসলিম ১-রজব-১৪৪৬ হিজরী। ইংরেজী নতুন বর্ষ শুরু সূর্য উদয় সকাল ০৬১৯১৬ এবং অস্ত বিকাল ০৫০০৪৩। চন্দ্র উদয় সকাল ০৭৩০৩৫(১) এবং অস্ত বিকাল ০৬২৫০২(১)। শুক্ল পক্ষ । তিথি দ্বিতীয়া (ভদ্রা) শেষ রাত্রি ঘ ০৩১৯৪৫ দং ৫২৩০১২.৫ পর্যন্ত নক্ষত্র উত্তরাষাড়া শেষ রাত্রি ঘ ০১০৭৩৮ দং ৪৬৫৯৫৫ পর্যন্ত পরে শ্রবণা করণ বালব বিকাল ঘ ০৩৪১০০ দং ২৩২৪৫ পর্যন্ত পরে কৌলব শেষ রাত্রি ঘ ০৩১৯৪৫ দং ৫২৩০১২.৫ পর্যন্ত পরে তৈতিল যোগ ব্যাঘাত রাত্রি ০৬৪৭৫১ দং ৩১১১১২.৫ পর্যন্ত পরে হর্ষণ অমৃতযোগ দিন ০৬১৯২২ থেকে - ০৭০২০৭ পর্যন্ত, তারপর ০৭৪৪৫৩ থেকে - ০৮২৭৩৯ পর্যন্ত, তারপর ১০৩৫৫৬ থেকে - ১২৪৪১৪ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৫৫৪০৩ থেকে - ০৬৪৭১৭ পর্যন্ত, তারপর ০৮৩৩৪৬ থেকে - ০৩৩৯৩৯ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ দিন ০৭০২০৭ থেকে - ০৭৪৪৫৩ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০১২৭০০ থেকে - ০৩৩৫১৭ পর্যন্ত। কুলিকবেলা দিন ১১১৮৪২ থেকে - ১২০১২৮ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রি ১০২০১৪ থেকে - ১১১৩২৮ পর্যন্ত। বারবেলা দিন ১১৪০০৫ থেকে - ০১০০১৬ পর্যন্ত। কালবেলা দিন ০৮৫৯৪৩ থেকে - ১০১৯৫৪ পর্যন্ত। কালরাত্রি ০২৫৯৪৩ থেকে - ০৪৩৯৩৩ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন) রবি ৮১৭১৮১৭ (২০) ২ পদ,চন্দ্র ৯১২১১৪৭ (২২) ১ পদ, মঙ্গল ৩৭৫৮৫৬ (৮) ২ পদ,বুধ ৭২৫৬২৭ (১৮) ৩ পদ,বৃহস্পতি ১১৯৫০৩৭ (৪) ৩ পদ,শুক্র ১০৩২৪৩৯ (২৩) ৪ পদ।

আবহাওয়া

বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। । মহানগরীর সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ১৯.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সর্বনিম্ন ১৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৮৯ শতকরা এবং ৮৮ শতকরা। জোয়ার-সকাল ৮টায় রাত ১৩ টায়। সূর্য উদয় হবে ঃ ৫.৩৭ মিনিট এবং অস্ত ৬.২৩।

রাশিফল

মেষ-ঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে ২০২৫ সাল আপনার জন্য মিশ্র বা কিছুটা দুর্বল হতে পারে।

বৃষ-ঃ ২০২৫ সালে বৃষ রাশির জাতকদের দারুণ হতে চলেছে।

মিথুন-ঃ ২০২৫ সাল জুড়ে দেবী লক্ষ্মীর আশীর্বাদ থাকবে মিথুন রাশির জাতকদের উপর।

কর্কট-ঃ কর্কট রাশির জাতকদের নতুন বছর খুব ভালো হতে চলেছে। এই বছরটি আপনাকে আপনার কর্মজীবনে বহু প্রতীক্ষিত অগ্রগতি দেবে।

সিংহ-ঃ নতুন বছর সিংহ রাশির জাতকদের জন্য বড় স্বস্তি নিয়ে আসবে। কেরিয়ারে দীর্ঘদিন ধরে যেসব সমস্যা ছিল সেগুলো মিটে যাবে।

কন্যা-ঃ ২০২৫ সালে কন্যা রাশির জাতক জাতিকারা ভাগ্য সহায় হবে। যে কাজেই হাত দেবেন না কেন, তা সম্পন্ন হবে।

তুলা-ঃ ২০২৫ সালটি তুলা রাশির লোকদের অনেক স্বপ্ন পূরণ হবে, পেশাদার জীবনে আপনি যা স্বপ্ন দেখেছিলেন তা অর্জন করবেন।

বৃশ্চিক-ঃ ২০২৫ সাল বৃশ্চিক রাশির জাতকদের জন্য খুব ভালো যাবে। আপনি বহু বছর ধরে যে সমস্যাগুলির সাথে লড়াই করেছিলেন তার ইতি ঘটবে।

ধনু-ঃ টাকার জন্য যে সমস্ত কাজ আটকে রয়েছে, তা সম্পন্ন হতে পারে। ব্যবসায় লাভ হবে। ২০২৫ সালের শেষের দিকে শিক্ষা ক্ষেত্রের সঙ্গে জড়িতদের শুভ সময়।

মকর-ঃ ২০২৫ সাল সাফল্যে ভরপুর হবে মকর রাশির জাতক জাতিকাদের জীবন। আপনার স্বপ্ন পূরণ হবে। আর্থিক অবস্থা ভাল থাকবে এবং সারা বছর মন খুশি থাকবে।

কুম্ভ-ঃ কুম্ভ রাশির জাতকদের দিকেও মুখ তুলে তাকাবে ২০২৫ সাল। জীবনে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন দেখতে পাবেন। আর্থিক অবস্থার পরিবর্তন হবে এবং আগের চেয়ে ভাল অবস্থা থাকবে।

মীন-ঃ কর্মজীবন ও ব্যবসায় একের পর এক সাফল্য আসবেই। আপনি আপনার পরিশ্রমের ফল পাবেন।

ভাঙড়ে এক ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চললো গুলি, ভর্তি হাসপাতালে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ আবার ভাঙড়ে চললো গুলি। আবার উত্তপ্ত ভাঙড়। শনিবার গভীর রাতে এক সবজি ব্যবসায়ীকে লক্ষ্য করে চললো গুলি। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর কাশিপুর থানা এলাকায়। গুলি বিদ্ধ ঐ ব্যবসায়ীকে আর জি কর মেডিক্যাল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আর এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেল, গুলিবিদ্ধ ব্যবসায়ীর নাম চিত্ত ঘোষ। তিনি ভগবানপুর অঞ্চলের বাসিন্দা। শনিবার রাতে গাবতলা বাজারে সবজি কিনতে যাচ্ছিলেন। সেই সময় উত্তর কাশিপুর থানার বেলেদানা এলাকায় তাঁর উপর

হামলা চালায় তিন দুষ্কৃতী। তাঁর ডান হাতে গুলি লেগেছে বলে খবর। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। পরে আর জি কর হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

সেখানেই রবিবার ও ভর্তি আছেন ঐ ব্যক্তি। ঐ ব্যবসায়ীর কাছে থাকা ১৬ হাজার টাকা লুট করে একটি সাদা স্কুটি করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। দুষ্কৃতীরা কেন গুলি চালালো তা নিয়ে রয়েছে ধোঁয়াশা। পুরো ঘটনাটা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিকরা। ওই ব্যবসায়ী ইদানীং কার ও সঙ্গে বচসায় জড়িয়েছেন বা কোনও শত্রু রয়েছে কি না তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি। রবিবার ও ঘটনাস্থল ঘিরে রেখেছে পুলিশ।

চোখের আধুনিক চিকিৎসা বিষয়ক আলোচনা সভা দক্ষিন বারাশতে

দুরন্ত বার্তা,দক্ষিন বারাশত , ৯ ফেব্রুয়ারিঃ চোখ আমাদের অমূল্য সম্পদ, চোখের যত্ন নিন। আর সেই চোখের সুরক্ষা রক্ষায় বেশ কয়েক বছর ধরে কাজ করে চলেছে জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশত আই ফাউন্ডেশন। রোটারি ক্লাব অফ দক্ষিন বারাশতের সহায়তায় দক্ষিন বারাশত আই ফাউন্ডেশন দক্ষিন বারাশত, জয়নগর, গোচরণ সহ একাধিক এলাকায় চোখের পরীক্ষা, চশমার ব্যবস্থা রেখেছে। আর রবিবার দক্ষিন বারাশত চক্ষু হাসপাতালে সংস্থার জন্মদিন পালন করা হলো বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে। এ দিনের অনুষ্ঠানে একাধিক চক্ষু বিশেষজ্ঞ উপস্থিত ছিলেন। এদিনের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জয়নগরের বিধায়ক বিশ্বনাথ দাস,জয়নগর উওর চক্রের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক কৃষ্ণেন্দু ঘোষ, জয়নগর ২ নং ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক বাবলু মজুমদার, জয়নগর ১ নং ব্লকের বিশেষ স্বাস্থ্য আধিকারিক রূপংকর বোস, বিবেকানন্দ সেবা কেন্দ্র ওশিশু উদ্যানের সম্পাদক তথা বিশিষ্ট সমাজসেবী কপিল মন্ডল, এস কে শীল, সমরেন্দ্র নাথ শর্মা, পিডিজি উত্তম গাঙ্গুলি, রোটারিয়ন পূর্ণেন্দু রায় চৌধুরী, অরিন্দম রায় চৌধুরী, চিত্রলেখা ঘোষ, উওম কুমার নাথ, অভিজিৎ নাথ, অনুরাগ তিওয়ারি, উদ্যোক্ত দেবব্রত দাস, সহ আরো অনেকে। এদিন আধুনিক পদ্ধতিতে চোখের চিকিৎসার বিভিন্ন বিষয়ে আলোকপাত করেন বক্তারা।

এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ৫ হাজার বাড়লো

হাওড়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ মাধ্যমিকে হাওড়া জেলায় উল্লেখযোগ্যভাবে এবার ছাত্রী পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ছাত্রদের তুলনায় ৫ হাজার বাড়লো। জানা গেছে, এবছর হাওড়া জেলায় মোট পরীক্ষার্থীর সংখ্যা ৫৪ হাজার ৩১০। এর মধ্যে ছাত্রীর সংখ্যা ২৯ হাজার ৯৭৫ এবং ছাত্রের সংখ্যা ২৪ হাজার ৩৩৫। অর্থাৎ, ছাত্রদের তুলনায় হাওড়া জেলায় ছাত্রীদের সংখ্যা প্রায় পাঁচ হাজার বেশি। হাওড়ায় এবছর মোট পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ১৩২। এর মধ্যে মূল পরীক্ষাকেন্দ্র ৩৯টি এবং সাব ভেনু ৯৩টি। পর্ষদ মনোনীত হাওড়া জেলার আহ্বায়ক সিরাজুল ইসলাম বলেন, ছাত্রছাত্রীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্য সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।

এক অনুষ্ঠানে এসে ইন্ডিয়া জোটের মুখ মমতাকে করার পক্ষে সওয়াল কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের

দুরন্ত বার্তা, কোন্নগর হুগলি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ আবারও ইন্ডিয়া জোটের মুখ মমতাকে করার পক্ষে সওয়াল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের। বিজেপিতে আপের পরাজয় বিজেপির দিল্লী দখল প্রসঙ্গে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বললেন, ইন্ডিয়া জোটের শরিকরা এবার বুঝুক,বুঝে সুঝে ইন্ডিয়া জোটের নেতৃত্ব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেয় তাহলে কাজের কাজ হবে। আর একটা যদি গাইড লাইন তৈরী হয় সেটা সব শরিক যদি মানে তবে কিছু হবে আগামী দিনে। না হলে যেমন আছে তেমন চলবে।

তবে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির কোনো জায়গা থাকবে না। ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ত্রিশটা সিটও পাবে না।ওদের বিরোধী দলনেতা হবেনা। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে কাজ করে সারা ভারতবর্ষের কোন মুখ্যমন্ত্রী সেভাবে কাজ করে না।যার ফলে যে যতই সমালোচনা করুক না কেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থন দিনের পর দিন বেড়েছে। আগামী দিনেও কমবে না,বাড়বে। কুম্ভমেলা দেখিয়ে দিয়েছে ডবল ইঞ্জিন সরকার ব্যর্থ। রবিবার কোন্নগরে মাতৃসদন হাসপাতালে এক অনুষ্ঠানে এসে বলেন শ্রীরামপুরের তৃনমূল সাংসদ।

নববারাকপুরে আবাসনে মিটার বক্সে আগুন

নববারাকপুর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ রবিবার দুপুর নববারাকপুরে একটি বহুতল আবাসনে নীচে মিটার বক্সে আচমকাই আগুন লাগে। ২২৫ নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে পুরসভার ১ নং ওয়ার্ডে এপিসি রোডে প্রভা অ্যাপার্টমেন্টে। আচমকাই নীচে জলের পাইপ লাইনের ওভার লোড হয়ে গিয়ে সর্ট সার্কিট বিপত্তি আবাসনের মিটার বক্সে। জলের এবং লিফটের পাম্প প্যানেল মিটারের আউট বেল্ট প্যানেল বোর্ড পুড়ে ছাই হয়ে যায়। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন নববারাকপুর থানার পুলিশ, দমকল কর্মীরা এবং বিদ্যুৎ দপ্তরে কর্মীরা। কোন হতাহত হয় নি। স্থানীয় কর্মরত কেবল কর্মী বিদ্যুতের প্রধান মেইন সুইচ অফ করে বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিলে বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পায় আবাসনের বাসিন্দারা।

বারুইপুর থেকে ফের উদ্ধার ১০০ গ্রাম হেরোইন

দুরন্ত বার্তা,বারুইপুর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বারুইপুর থেকে ফের উদ্ধার ১০০ গ্রাম হেরোইন। গত মঙ্গলবার বারুইপুরে অভিযান চালিয়ে মাদক কারবারিকে গ্রেপ্তার করেছিল রাজ্য এসটিএফ। ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল এক কেজির বেশি ব্রাউন সুগার। মোকলেশ শেখ ও তাঁর শাশুড়ি সেরিনা বিবিকে গ্রেপ্তার করা হয় সেদিন। রবিবার ফের ধৃত ব্যক্তিকে নিয়ে ফের তদন্তকারীরা হানা দেন ওই বাড়িতে। এবার ঘর থেকে উদ্ধার হল ১০০ গ্রাম হেরোইন।বারুইপুর থানার খোদারবাজার এলাকার ওই বাড়ির একতলায় ভাড়ায় ছিলেন ওই ব্যক্তি। সেখানেই রাজ্য পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্স ও বারুইপুর থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী গত মঙ্গলবার হানা দেয়। এক কোটি টাকার মাদক সেদিন ঘর থেকে উদ্ধার হয়েছিল। এ ছাড়া ও ২৬ লক্ষ টাকা নগদ সেই ঘর থেকে মিলেছিল। গোটা বিষয়টিতে কিছুটা হতবাক হয়েছিলেন তদন্তকারীরাও। আনা হয়েছিল টাকা গোনার মেশিনও। মোকলেশ শেখ ও তাঁর শাশুড়ি সেরিনা বিবিকে গ্রেপ্তারের পর শুরু হয়েছিল জিজ্ঞাসাবাদ। ধৃতদের সাত দিনের পুলিশ হেফাজতে রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারক। জেরায় একাধিক তথ্য মিলছে বলে খবর। সেই হিসেবেই রবিবার দুপুরে ধৃত মোকলেশ শেখকে ওই বাড়িতে নিয়ে গিয়েছিলেন এসটিএফের তদন্তকারীরা। প্রায় সাড়ে তিন ঘণ্টা সেখানে তল্লাশি অভিযান চলে। উদ্ধার হল প্রায় ১০০ গ্রামের কাছাকাছি মাদক।আর কোথায় মাদক লুকনো আছে?অন্য কোনো ও জায়গায় নগদ টাকা জমা করা আছে কিনা? কারা এই চক্রের সঙ্গে জড়িয়ে?সেসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা। সেরিনা বিবি মাদক ক্যারিয়ারের কাজ করতেন। তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করেও একাধিক সূত্র মিলেছে।

নাবালিকা খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় ধৃত টোটো চালক

কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ নিউটাউন নাবালিকাকে খুন ও ধর্ষণের ঘটনায় গ্রেফতার এক টোটো চালক। নিউটাউন পুলিশ ক্যাম্প এলাকা থেকে গ্রেফতার করে বিধাননগর গোয়েন্দা এবং নিউটাউন থানার পুলিশ। ধৃতের নাম সৌমিত্র রায় রাজ (২৬) নদীয়ার রানাঘাটের বাসিন্দা। নিউটাউন আদর্শ পল্লী এলাকায় ভাড়া থাকে। পুলিশ সূত্রের খবর, নিউটাউন সিটি স্কোয়ার ব্রিজের নিচের সিসিটিভি ফুটেজে ধরা পরে নাবালিকাকে টোটো করে নিয়ে যাওয়ার ছবি, এরপর শনিবার গভীর রাতে নিউটাউন পুলিশ ক্যাম্প এলাকা থেকে সৌমিত্র রায় নামে ওই টোটো চালককে গ্রেফতার করা হয়। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার ১১৪৯ নাগাদ সিসিটিভি ফুটেজে দেখা যায় জগতপুর ৭ নম্বর এলাকা থেকে ওই নাবালিকা টোটোতে ওঠে গৌরাঙ্গ নগর বাড়ি যাবে বলে। এরপর টোটোর পিছনের সিটে বসে যায় নাবালিকা। অন্য যাত্রীরা উঠলে নাবালিকাকে টোটো চালক সামনের সিটে বসিয়ে নেয়। টোটো চালক নিউটাউনে অন্য যাত্রীদের নামিয়ে দেওয়ার পর নিউটাউন এর বিভিন্ন রাস্তায় ঘোরানোর পর লোহা ব্রিজের কাছে ফেঙসিং ঘেরা পরিত্যক্ত জঙ্গলে নিয়ে যায় নাবালিকাকে। এরপরই নাবালিকাকে ধর্ষণ ও খুন করা হয় বলে অভিযোগ ধৃত টোটো চালকের বিরুদ্ধে।

সদ্য বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার

চক্রান্তের অভিযোগ বিধায়কের, সরব বিজেপি

হাড়োয়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ হাড়োয়া বিধানসভার হাড়োয়া এলাকায় রাস্তার ধারে ইলেকট্রিক পোস্টে রবিবার সকাল থেকে দেখা যায় বিধায়ককে বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগে পোষ্টার। পোস্টার ঘিরে চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয় এলাকায়। পোস্টার প্রকাশ্যে আসতেই দলীয় কর্মীরা সেগুলো ছিঁড়ে ফেলে দেয় এবং ঘটনাস্থলে যায় হাড়োয়া থানার পুলিশ। পোস্টারে লেখা বিভিন্ন মাছের ঘেড়ির কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেছে বিধায়ক রবিউল ইসলাম জবাব দাও, কোনোটাই লেখা আছে মন্ত্রী সুজিত বসুর নির্দেশে

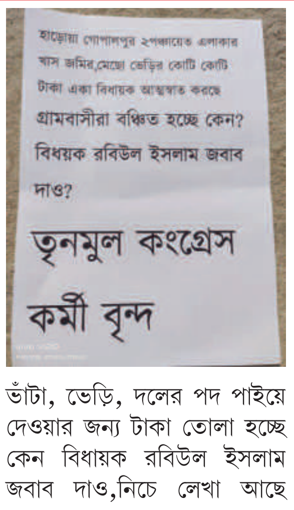

ভাঁটা, ভেড়ি, দলের পদ পাইয়ে দেওয়ার জন্য টাকা তোলা হচ্ছে কেন বিধায়ক রবিউল ইসলাম জবাব দাও,নিচে লেখা আছে তৃণমূল কংগ্রেস বৃন্দ, কোথাও লেখা আছে যুব তৃণমূল কমিটি। এই নিয়ে বিধায়ক রবিউল ইসলামের স্পট দাবি, তিনি মাত্র তিনমাস বিধায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, চক্রান্ত কে বা কারা এই পোস্টার মেরেছে, সবটাই চক্রান্ত বলে দাবি বিধায়কের। অপরদিকে বিধায়কের বিরুদ্ধে পোস্টার পড়তে তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধী বিজেপি। সদ্য বিধানসভা উপ নির্বাচনে জয়ী বিধায়কের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ তুলে পোস্টার, চক্রান্তের অভিযোগ বিধায়কের,সরব বিজেপি।

বাজারে মাছ-সবজি কিনে পাঁচশো টাকার জাল নোট ধরানোয় আটক এক যুবক

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ আসল নোটের সঙ্গে মেলাতেই ধরা পড়ল জাল নোট। বাজারে মাছ-সবজি কিনে পাঁচশো টাকার নোট ধরানোয় সন্দেহ। ঘটনায় আটক এক যুবক। উত্তরপাড়ার কোতরং ২ নম্বর বাজারের ঘটনা। বাজারের ব্যবসায়ীরা জানান, রবিবারের বাজারে তখন ভালই ভিড়। দু'জন ক্রেতা মাছ-সবজির দোকানে যাচ্ছে আর পাঁচশ টাকার নোট দিয়ে পঞ্চাশ একশো টাকার বাজার করছে। এরই মধ্যে এক ব্যবসায়ীর সন্দেহ হয় নোট দেখে। আসল পাঁচশ টাকার নোটের সঙ্গে মিলিয়ে দেখতেই নকল নোট ধরা পরে। একজন সরে পড়লেও আরেকজনকে ধরে ফেলেন বাজারের ব্যবসায়ীরা। উত্তরপাড়া থানার পুলিশ ডেকে ধরিয়ে দেন। স্থানীয় ২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সন্দীপ দাস বলেন, ''দু'জন অজ্ঞাত পরিচয় যুবক বাজারে ঘুরছিল। এদের আগে বাজারে দেখা যায়নি। তারা দোকানে যাচ্ছে অল্প টাকার জিনিস কিনে পাঁচশ টাকার নোট ধরাচ্ছে। এক দোকানদার যখন ভাল করে দেখে বুঝতে পারে জাল টাকা। সাধারণ মানুষ ধরে আমাকে ডাকে। আমি পুলিশকে খবর দিই। পুলিশ ধরে নিয়ে যায়। এক ব্যবসায়ী বলেন, ''আমাদের গরীব বাজার। বেলা পর্যন্ত বেচা-কেনা হয়। পঞ্চাশ-একশো টাকার নোটে ব্যবসা

চলে। সেখানে পাঁচশ টাকার নোট দিচ্ছে দেখে সন্দেহ হয়। ধরে জিজ্ঞাসা করলে বলে কেষ্টপুরে বাড়ি। সাতটা জাল নোট দেখেছি। আর কত টাকা আছে কে জানে।

উত্তরপাড়ার মাখলায় প্রবীণ নাগরিকদের মিলন উৎসব ও মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি,৯ ফেব্রুয়ারিঃ অভিনব উদ্যোগ উত্তরপাড়ার মাখলায় প্রবীণ নাগরিকদের মিলন উৎসব ও মধ্যাহ্ন ভোজে আমন্ত্রণ যেটা বিগত পাঁচ বছর ধরে চলে আসছে ভাবা যায় না। উত্তরপাড়া পৌরসভার ২০ নম্বর ওয়ার্ডে উত্তরপাড়া পৌরসভার সিআইসি তথা প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ও এলাকার কাউন্সিলর ইন্দ্রজিৎ ঘোষ এর উদ্যোগে এলাকার প্রবীণ নাগরিকদের মিলন উৎসব ও মধ্যাহ্নভোজনে আমন্ত্রণ জানানো হলো রবিবার দুপুরে স্থানীয় বন্ধু মহল ক্লাব প্রাঙ্গনে সহযোগিতায় বাঘাযতীন ক্লাব। রবিবার সকাল থেকেই চলে প্রস্তুতি ঠিক দুপুরে একে একে প্রবীণ ব্যক্তিরা ও প্রবীণ মহিলারা আসতে থাকেন সবাই বসলেন একে অপরের সঙ্গে চললো দেখা-সাক্ষাৎ বহুদিন পর যেন তারা হাফ ছেড়ে বাঁচলেন। সাধারণত অবসর গ্রহণের পর এইভাবে তাদের আর খুব একটা বাইরে যাওয়া হয়ে ওঠে না বেশিরভাগ সময় তাদের ঘরেই

থাকতে হয় খুব একটা কারো সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয়ে ওঠে না তাই দেখা হতে তারা খুব আনন্দ পেলেন যেন মুক্ত বিহঙ্গ সবাই। একটু বয়স হলেই ছেলেমেয়েদের শাসনে থাকতে হয় এই একদিন যেন স্বাধীনতা অনেকে ছেলেরা এসে তাদের বাবা মাকে দিয়ে গেল এই অনুষ্ঠানে তারপর তারা মধ্যাহ্ন ভোজনে অংশগ্রহণ করলেন। এই প্রসঙ্গে তারা জানালেন খুব ভালো লাগছে। এখন তো এগুলো খুব একটা দেখা যায় না সত্যি খুব ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইন্দ্রজিৎ ঘোষকে তিনি আমাদের কথা ভাবেন। আমরা কয়েক বছর ধরে আসছি বেঁচে থাকলে আসবো। এদিনে উপস্থিত ছিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব কাউন্সিলর অর্ণব রায় কাউন্সিলর ডলি ঘোষ যাদব পুরসভার সিআইসি ও প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান ইন্দ্রজিৎ ঘোষ অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন। উপস্থিত ছিলেন ডাক্তার বিসি রায় মেডিসিন ব্যাংকের সম্পাদক প্রবীন ব্যক্তি তপন ঘোষ বিশিষ্ট সমাজসেবী স্বপন ঘোষ সহ বিশিষ্টরা। পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন খুব ভালো লাগছে অভিনব উদ্যোগ এখনকার দিনে প্রবীণরা খুব একটা বাইরে বেরোতে পারেন না এই একটা দিন তারা খোলা মনে একে অপরের সঙ্গে গল্প করেন তার কারণ হয়তো তারা একই পাড়ায় থাকেন কিন্তু খুব একটা দেখা হয় না এই একটা সময় সুন্দর দেখা হয় গল্প করলে মনটা ভালো থাকে যেটা খুব একটা দেখা যায় না কোথাও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ (পবা দা) কে আগামী দিনেও আসব । সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন সব প্রবীণরা একসঙ্গে হতে পেরে খুব ভালো লাগছে তারা একসঙ্গে গল্প করছেন একে অপরের সঙ্গে অনেকদিন পর একে অপরকে বললেন কিরে এখনো বেঁচে আছিস এই যে স্বাধীনভাবে দুটো কথা বলা যেটা সব সময় হয় না কেউ কারো সঙ্গে দেখা হয় না খুব একটা, এই একটা মিলন উৎসবে দেখা হতেই তারা আনন্দ পেলেন পাঁচ ছয় বছর ধরে চলছে আগামী দিনেও এটা হবে। এই অনুষ্ঠানে প্রায় ২৫০ জন প্রবীণ ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রথম মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ রবিবার ত্রিপুরার পাঁচ জন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে নীলজ্যোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান প্রদান করল রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব। আগরতলা প্রেস ক্লাবে আয়োজিত এই মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কলকাতা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের সভাপতি শুভেন রাহা। আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সদস্যদের সব ধরনের সমালোচনাকে পেছনে ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে চলার বার্তা দেন তিনি। রবিবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে রাজ্যের ক্রীড়া সাংবাদিকদের সংগঠন আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের প্রথম মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়। এই মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের সূচনা করেন কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি শুভেন রাহা। এই অনুষ্ঠানে নীলজ্যোতি ত্রিপুরা ক্রীড়া সম্মান পুরস্কার প্রদান করা হয় পাঁচজন বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্বকে। এদের মধ্যে চারজনকে মরণোত্তর সম্মাননা প্রদান করা হয়। তাঁরা হলেন রাজ্যের বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক রূপেন ভৌমিক, সমীরণ চক্রবর্তী, দলীপ সিং ও অরুনাভ সাহা। এছাড়া সম্মান পান রঞ্জিত কুমার ভট্টাচার্য। এই অনুষ্ঠানে ক্রীড়া সাংবাদিকতায় বিশেষ অবদানের জন্য উমা শঙ্কর ভট্টাচার্যকে গৌতম কর ভৌমিক স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয়। বিশ্বজিৎ শর্মা স্মৃতি পুরস্কার প্রদান করা হয় প্রণব শীলকে। ত্রিপুরা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের এই অনুষ্ঠানে অনূর্ধ্ব ১৯ মহিলা বিশ্বকাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন দল টিম ইন্ডিয়ার ফিল্ডিং কোচ রাজ্যের মেয়ে শ্রাবণী দেবনাথ এবং ডেভিস কাপে ভারতীয় দলের সমন্বয়ক তথা কোঅর্ডিনেটর ত্রিপুরা টেনিস এসোসিয়েশনের সচিব সুজিত রায়কে বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়। এদিন এই মেগা পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করে কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি শুভেন রাহা আগরতলা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের এই ধরনের উদ্যোগকে স্বাগত জানান। তিনি বলেন, এই ধরনের কাজের পাশাপাশি কিভাবে সাংবাদিকদের পাশে দাঁড়ানো যায় এর প্রচেষ্টাও এই সংগঠনকে শুরু থেকেই চিন্তা ভাবনা করতে হবে। সাংবাদিকদের জন্য অ্যাক্সিডেন্টাল বেনিফিট শুরু করা প্রয়োজন বলে জানান তিনি। এক্ষেত্রে রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থাকে সাংবাদিকদের পাশে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাবের সভাপতি। তিনি সাংবাদিকদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কোন অবস্থাতেই নিজেদের বিক্রি করে দেবেন না। সমালোচনা সহ্য করতে শিখুন। সমালোচকরা সমালোচনা করবেই। এটাই তাদের কাজ। কিন্তু ওসবে নজর না দিয়ে আপনি আপনার কাজ করে যান। আগামী দিনগুলিতে আগরতলা ক্রীড়া সাংবাদিক ক্লাবের পাশে কলকাতা স্পোর্টস জার্নালিস্ট ক্লাব থাকবে বলে আশ্বাস দেন তিনি।

বিশ্ব শান্তি এবং স্বচ্ছতার পাঠ দিয়ে ভারত ভ্রমণে ৫৯ বছরের রাধাকৃষ্ণণ

রামপুরহাট , ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ লক্ষ্য স্বচ্ছ ভারত, বিশ্ব শান্তি। এই লক্ষ্যে আসুমুদ্র হিমাচল পারি দিয়েছেন ৫৯ বছরের রাধাকৃষ্ণণ ভারতী। দেশের সমস্ত ধর্মীয় স্থান পাড়ি দিয়ে পৌঁছে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে পাকিস্তানের হিংলাজ, বাংলাদেশের যশোরেশ্বরী থেকে শ্রীলঙ্কা। কিন্তু বাংলাদেশ এবং পাকিস্তানের উদ্ভূত পরিস্থিতি সেই ইচ্ছা পূরণ হওয়া নিয়ে সন্দিহান রাধাকৃষ্ণণ। ১৯৬৬ সালের ২৯ মার্চ ব্যাঙ্গালোরে জন্ম রাধাকৃষ্ণণ ভারতীর। বাবা ভারতীয় জীবনবীমার অফিসার ছিলেন। ফলে সেখানেই পড়াশোনা শেষ করে সফটওয়্যার কোম্পানির পদাধিকারী হিসাবে কাজে যোগদান করেন। আগেই মারা যান মা। ২০১৫ সালে ৯২ বছর বয়সে বাবার মৃত্যুর পর চাকরি থেকে ইস্তফা দিয়ে ব্যাঙ্গালর ছাড়েন তিনি। সাঁইবাবার দীক্ষিত হয়ে মহারাষ্ট্রের সিরিডি চলে যান।

সেখানেই সন্যাস ধর্ম গ্রহণ করেন। সেখান থেকেই দেশের মধ্যে থাকা ধর্মীয় স্থান দর্শনের নেশা চেপে যায়। ২০১৫ সালে প্রথমে পায়ে হেঁটে ৫৩ দিনে ৬৭৪ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে সিরিডি থেকে পৌঁছে যান গুজরাটের গিরনার। এরপরেই এক বছরের দক্ষিণ ভারতের রামেশ্বরম, গুজরাটের দ্বারকা, বদ্রিনাথ, পুরী ভ্রমণ করেন। ২০২০ সালের জুন মাসে সাইকেলে ভারত ভ্রমণ শুরু করেন রাধাকৃষ্ণণ ভারতী। দু'মাসে ব্যাঙ্গালোর থেকে অমরনাথ ভ্রমণ করেন। কিন্তু অমরনাথ বন্ধ থাকায় বৈষ্ণবদেবী দর্শন করেন। করোনা অতিমারির সময়গোটা যাত্রা পথে তাঁকে মুখোমুখি হতে হয়েছে অজস্র বিপদের। কোথাও পুলিশের চোখ রাঙানি, কোথাও গেরুয়া পোশাক দেখে ধর্মীয় মেরুকরণের বাধা। ২০২১ সালে রামেশ্বরম থেকে অযোধ্যা পাড়ি দেন। এই সময় রামচন্দ্রের বনবাসেরর যাত্রাপথ ধরে ২৪৯ টি রাম মন্দির দর্শন করেন। সেখানকার মাটি নিয়ে এসে অযোধ্যার মন্দির নির্মাণে কাজে লাগান। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় বন্য পশুরাও তাঁকে একাধিকবার তাড়া করে। কিন্তু ভয় পেয়ে পিছিয়ে যাওয়ার পাত্র নন তিনি। তাই বিপদের মুখে পড়েও নিজের লক্ষ্যে স্থির থেকেছেন রাধাকৃষ্ণণ। এই পর্যায়ে তাঁর সময় লাগে ১৬ মাস। ২০২৩ সালের জানুয়ারি মাসে ১০৮ শক্তিপীঠ দর্শনে বেরিয়ে পরেন সাইকেল নিয়ে। ইতিমধ্যে ১২ জ্যোতিলিঙ্গ দর্শন করে ফেলেছেন রাধাকৃষ্ণণ। বর্তমানে মহারাষ্ট্র, গুজরাট, রাজস্থান, জম্মু কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, দিল্লি, উত্তরপ্রদেশ, উত্তরাখন্ড, নেপাল, বিহার, ঝাড়খণ্ড ঘুরে রাধাকৃষ্ণণ পউছেছেন বাংলার বীরভূম জেলার রামপুরহাটে। প্রথমে ৫১ পীঠ নলাটেশ্বরী মন্দির দর্শনের পর পৌঁছে যান তারাপীঠে। সেখানে মা তারার দর্শন করেন। এরপর বাংলার এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ধর্মীয় স্থানে পৌঁছে যাবেন তিনি। রাধাকৃষ্ণণ বলেন, ''আমরা বিদেশে ঘুরতে যায় মোটা অঙ্কের টাকা খরচ করে। কিন্তু দেশে হিন্দুদের যা ধর্মীয়স্থান রয়েছে সেগুলি সারা জীবনে দর্শন করা যাবে না। যেটুকু যায়, সেটুকু দর্শন করলে সেই সমস্ত মন্দির এলাকার অর্থনৈতিক অবস্থা ফিরবে। তবে আমার মূল লক্ষ্য স্বচ্ছ ভারত, বিশ্ব শান্তি। সেই বার্তা নিয়েই ধর্মীয় স্থান ভ্রমণ করে চলেছি। মানুষের সঙ্গে কথা বলে স্বচ্ছতার বার্তা দিচ্ছি। আর মন্দিরে মন্দিরে ঘুরে বিশ্বের শান্তি কামনা করছি। এই সাইকেল থামবে না, যতদিন দেহে আছে প্রাণ।

চলছিল রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠান, বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নির্দেশে খোলা হলো মাইক

হাওড়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ মাধ্যমিক পরীক্ষার আগের দিন রবিবার সকালে হাওড়ায় মাইক বাজিয়ে চলছিল রক্তদান শিবিরের অনুষ্ঠান। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নির্দেশে খোলা হলো সেই মাইক। সোমবার থেকে শুরু মাধ্যমিক পরীক্ষা। তার আগে রবিবার মাইক বাজিয়ে রক্তদান শিবির চলছিল হাওড়ায়। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষের নির্দেশে খোলা হয় সেই অনুষ্ঠানের

মাইক। হাওড়ার নিশ্চিন্দার সাঁপুইপাড়া-বসুকাটি অঞ্চলে তৃণমূল কংগ্রেস আয়োজিত ওই রক্তদান শিবিরে মাইক বাজানো হয় বলে অভিযোগ। বিধায়ক কল্যাণ ঘোষ সেখানে গিয়ে এদিক মাইক খুলে দিতে বলেন। বিধায়কের দাবি, হাইকোর্ট ও রাজ্য সরকারের নিয়ম মেনেই কাজ করেছি। এই বিষয়ে ডোমজুড়ের বিধায়ক তথা হাওড়া জেলা সদর তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি কল্যাণ ঘোষ বলেন, অনুষ্ঠানে গিয়ে মাইক খুলতে বলেছি। কারণ একটাই, আমাদের সরকারের নির্দেশ আছে মাধ্যমিক পরীক্ষার এক সপ্তাহ আগে থেকে কোনও মাইক বাজানো যাবে না। এছাড়া হাইকোর্টেরও নির্দেশ আছে। সেই মোতাবেক আমাদের সিদ্ধান্ত হয়েছিল যদি কোনও ফাঁকা মাঠে অনুষ্ঠান করা হয় তাহলে শুধুমাত্র ছোট বক্স দিয়ে অনুষ্ঠান করতে হবে। যেহেতু রক্তদান শিবিরটা আগে থেকেই ওদের কনফার্ম ছিল সেই জন্য রক্তদান শিবির ওরা করেছে। কিন্তু অনুষ্ঠানে গিয়ে দেখলাম মাইক লাগানো আছে। সমস্ত মাইক খুলিয়ে আমরা এই প্রোগ্রাম করলাম। আমি আমাদের নেত্রী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দেশ এবং হাইকোর্টের নির্দেশকে প্রতিফলিত করলাম।

সাগরদ্বীপে আদিবাসী মহিলা মৎস্যজীবিদের হাতে মাছ চাষের সামগ্রী প্রদান করলেন সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা,সাগরদ্বীপ , ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ভারতের সুন্দরবন ক্রমাগত ঘূর্ণিঝড় এবং প্রচন্ড জলোচ্ছ্বাসের সম্মুখীন হয়প্রতি বছরই। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে গ্রামীন অর্থনীতির ভীত্তি বারবার নষ্ট হয়ে যায়। এই কঠিন পরিস্থিতি থেকে মৎস্য চাষীদের রক্ষা করে মৎস্য চাষের পুনরুদ্ধারের আই সি এ আর -সিফরি, আদিবাসী জনজাতির উন্নয়ন কর্মসূচির মাধ্যমে প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করছে। গঙ্গাসাগর সুন্দরবন ব-দ্বীপের একটি অত্যন্ত দামি দ্বীপ। যেখানে গঙ্গা নদী মিলিত হয়েছে

বঙ্গোপসাগরে। এই দ্বীপ গুলিতে ব্যক্তিগত পুকুর গুলি পানীয় জল ও মৎস্য চাষের জন্য ব্যবহার হয়। গত ১২ বছর ধরে সিফরি মৎস্যচাষীদের মাছ চাষে উৎসাহ দিতে এগিয়ে এসেছে। তাদের উদ্যোগে রবিবার সাগরদ্বীপে মৎস্যচাষ সম্পর্কিত উপকরণ যেমন মাছের পোনা, খাবার,চুন ও ওষুধ তুলে দেওয়া হয়। এদিন এই বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা, সিফরির পরিচালক ডা.বি কে দাস সহ আরো অনেকে। এদিন সাগর ব্লকের ৮ টি পঞ্চায়েতের ২৪০ জন আদিবাসী মহিলা মৎস্যচাষীদের হাতে মাছ চাষের সামগ্রী তুলে দেওয়া হয়। এদিন বি কে দাস বলেন,এর ফলে মৎস্যচাষিরা উপকৃত হবে। তাঁরা স্বনির্ভর হতে পারবে। মন্ত্রী বংকিম চন্দ্র হাজরা সিফরির এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৭১ সংখ্যা, সোমবার ২৭ মাঘ, ১৪৩১

ভারতের শিল্পপতিরা

সরকার নাগরিকদের পাশে সব সময়ে থাকে। সরকারের কাজ হচ্ছে নাগরিকরদের সুবিধা এবং অসুবিধা দেখা। ভারতে রাজতন্ত্র নেই। রয়েছে গণতন্ত্র। সেই গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় দেশের জনগণ ভোট দিয়ে সরকার নির্বাচন করে থাকে। লোকসভায় ভোট দিয়ে কেন্দ্রীয় সরকার এবং বিধানসভায় ভোট দিয়ে রাজ্য সরকার গঠন করে। জনগণ দ্বারা গঠিত সরকারের প্রধান কাজ হচ্ছে দেশের নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া। সেটা রাজনৈতিক, আর্থিক এবং সামাজিক দিক দিয়ে হতে পারে। কিন্তু বর্তমানে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে কেন্দ্রীয় সরকার এখন দেশের নাগরিকদের সঙ্গে ব্যবসা করার মানসিকতা নিয়ে চলছে। সেবা করার মানসিকতা এখন আর নেই বলতে গেলে চলে। ষাটের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক পর্যন্ত সবাই দেখতে পেয়েছে যে সরকার চলেছে জনগণের উপরে ভিত্তি করে। এখন সরকার চলছে শিল্পপতিদের ওপরে ভরসা করে। শিল্পপতিরা প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত নেহরুর সময়ে এতো বাড়বাড়ন্ত হয়নি। তারা সেই সময়ে সরকারকে ভয় পেতো। সরকার যদিও শিল্পপতিদের ব্যবসায় কোনও ক্ষতি হয় এই রকম কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেনি। কিন্তু আজকের সরকার শিল্পপতিদের কাছে নিজেদের আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে। ফলে শিল্পপতিরা এখন সরকারকে ব্যবহার করতে শুরু করে দিয়েছে। দেশের আর্থিক উন্নয়ন নেই। সরকার এখন কোনও উন্নয়নের চিত্র রেখা তুলে ধরতে পারছে না। ফলে ভারতের সরকারি কোষাগারের অবস্থা খুবই খারাপ। বাধ্য হয়ে সরকার এখন শিল্পপতিদের কাছে দ্বরাস্থ। শিল্পপতিরা সরকারকে সব রকমের সহযোগিতা করতে আশ্বাস দিয়েছে। পরিবর্তে সরকারকে তাদের কথাকে মেনে চলতে হবে। আজকে হঠাৎ করে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে দিয়েছে। ইন্টারনেট এখন খুবই প্রয়োজনীয়। ব্যবসা ক্ষেত্র ছাড়া পারিবারিক সংযোগ রাখতে গেলে ইন্টারনেটে প্রয়োজন রয়েছে। এয়ারটেল, ভোডাফোন সব মোবাইল সংযোগ কোম্পানিগুলো হঠাৎ করে প্রায় দেড়শো টাকার মতো দাম বৃদ্ধি করে দিয়েছে। ফলে এখন কোন মোবাইলে নেট সংযোগ করতে গেলে প্রায় দেড়শো থেকে তিনশো টাকার মতো পড়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু হওয়ার কথা ছিল না। বিজেপি সরকার কেন্দ্রে বসার পর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল যে গরিবদের আচ্ছে সরকার আসবে। কোনও চিন্তা করতে হবে না। একেবারে রাম রাজত্ব। কিন্তু রাম এখন তো মন্দিরে। রাম রাজত্ব বলে কোনও কিছু হয় না। এখন থেকে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস ক্রয় করতে হবে বাজার দর অনুযায়ী। বাজারে যে দর চালু থাকবে সেই দর দিয়ে ক্রয় করতে হবে। ভর্তুকি প্রায় সরকার তুলে দেওয়ার চেষ্টা করছে। আসলে শিল্পপতিদের তোয়াজ করার রীতি চালু হয়ে গিয়েছে। শিল্পপতিরা এর পুরো সুযোগ গ্রহণ করতে শুরু করে দিয়েছে, যেটা করতে ভয় পেতো পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর সময়ে। এমনকী প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধির সময়েও। সেটা এখন অনায়সে করে ফেলছে শিল্পপতিরা। তারা সরকারকে ভয় পায় না। সরকার উল্টে তাদেরকে এখন ভয় পেতে শুরু করে দিয়েছে। আজকে এলআইসির শেয়ার শেয়ার বাজারে দেওয়া হবে বলে ইঙ্গিত দিয়েছে সরকার। শেয়ার বাজারে টাকা রাখলে কার লাভ সেটা বোঝার মতো ক্ষমতা নিশ্চয় জনগণের হয়েছে। কিন্তু সরকারকে ভোট দিয়ে নিয়ে এসেছে জনগণ। ফলে আগামি পাঁচ বছর ধরে এই রকম যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে জনগণকে। শিল্পপতিরা বলছেন, জনগণের উচিত হচ্ছে শেয়ার বাজারে লগ্নি করা। এখন আর ডাকঘর, ফিক্সড ডিপোজিট, ব্যাঙ্কে টাকা রাখলে চলবে না। এর ওপরে ভরসা করে থাকলে আর চলবে না। দেশের কত শতাংশ মানুষ কর দিতে সক্ষম। কর ছাড় দিয়ে কাদের লাভ হচ্ছে সরকারের সেটা ভেবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

স্কুল শিক্ষার ভিত শক্তিশালী

ওক সময়ে স্কুল স্তরে শিক্ষা গ্রহণ করে বিলাতের বহু ছাত্ররা পড়াশুনা করতে যেত। স্কুল শিক্ষা এত শক্তিশালী ছিল যে স্কুল ছাত্ররা অতি সহজে বিলাতের কোনও কলেজে ভর্তি হতে পারতো। এবং দক্ষতার সঙ্গে শিক্ষা লাভ করে স্বদেশে ফিরে আসতো। আর আজকে সেই স্কুল শিক্ষা এমন অবস্থায় গিয়ে পৌছেছে যে উচ্চ শিক্ষায় পাশ করতে পারছে না বহু যুবকেরা। আসলে শিক্ষা ব্যবস্থায় গলদ সৃষ্টি করে দেওয়া হয়েছে। ম্যানমেডে অশিক্ষিত জগত সৃষ্টি করার প্রয়াস চলছে সারা বাংলা জুড়ে। তর ফলে দেখতে পাওয়া গেল প্রায় আট হাজার স্কুল এখন উঠে যাওয়ার অপেক্ষায় প্রহর গুনছে। কেশবচন্দ্র নাগের গণিতের বই দিয়ে এখন আর অঙ্ক শেখানো হয় না। বিদ্যাসাগরের বর্ণ পরিচয় দিয়ে বাংলা ভাষা শিক্ষা চর্চা করানো হয় না। সংস্কৃতকে ডেড ল্যাঙ্গুয়েজ বলে দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার গোড়া কেটে দিয়েছেন ভারতবাসীর পন্ডিতগণ। প্রতাপচন্দ্র চন্দ্র শিক্ষা মন্ত্রী থাকার সময়ে তিনি সংস্কৃত ভাষাকে স্কুল থেকে তুলে দিলেন। তারপরে মাতৃভাষা মাতৃদুগ্ধ নিয়ে স্লোগান তুলে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার ওপরে কোপ গিয়ে দিল। তার ফলে শিক্ষা ব্যবস্থা একেবারে আন্তর্জাতিক স্তর থেকে আঞ্চলিক স্তরের মধ্যে সীমাবদ্ধ পড়ে পড়ল। এবারে সেটাও আর হবে না আগামী দিনে যেভাবে শিক্ষকে নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করা শুরু হয়েছে। 'হীরক রাজা দেশে'-এর সেই শিক্ষামন্ত্রী মশাইয়ের কথা মনে পড়ছে 'আজ থেকে পাঠশালা বন্ধ' এখন স্কুল বন্ধ হওয়ার পালা শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলা আবার সেত অতীতের অন্ধকার রাস্তার দিকে পা বাড়াতে শুরু করেছে। এখন তো সবাই পন্ডিত। তবে বুদ্ধি কেউ নেই। 'যতদিন বাঁচি ততদিন শিখি' সেই বোধ আর নেই। সব কিছু হারাতে শুরু করে দিয়েছে বাংলা। বাংলা লক্ষাধিক ছাত্রদের মধ্যে দশ হাজার ছাত্র যদি ভালো শিক্ষা গ্রহণ করার পরে বিদেশে শিক্ষা গ্রহণ করতে যায়। তাতে বাংলার তাতে কোনও উন্নতি হবে না। বাংলার উন্নতি করতে গেলে প্রায় নব্বই শতাংশ ছাত্রদের উচ্চ শিক্ষিত করে গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। সেটা না করতে পারলে বাংলা অন্ধকারে থাকবে।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

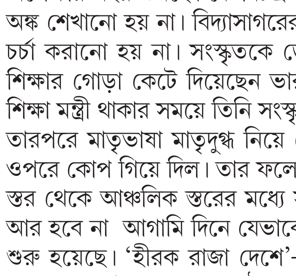

মায়ের প্রতি ভক্তি অবিচল হতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। লেখাপড়া সম্পদ সৃষ্টি করার প্রথম ধাপ। শিক্ষা গ্রহণ করে নিজেকে শক্ত খুঁটি ওপরে দাঁড় করানোর কথা ব্যক্ত করেছেন। তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা বললেন, নারী শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু পুরুষ শিক্ষা চালু করলে হবে না, নারী শিক্ষাও চালু করতে হবে। সমাজে নারীরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

মাকে জয় করতে গেলে ধ্যান দরকার। সাধনার দরকার। সেটা করতে হবে। নিষ্ঠাভরে মাকে ডাকতে হবে। মায়ের সাধনা করতে হবে। মায়ের নামে নিজেকে পাগল করে দিতে হবে। তবেই মায়ের আশির্বাদ পাবি। আসলে মাতৃভক্তি হচ্ছে সবচেয়ে বড় সম্পদ। এর মতো সম্পদ আর নেই। যিনি এই সম্পদ পেয়েছেন তাঁর কাছে এই জগৎ তুচ্ছ। জগতের কোনও কিছু তাঁর কাছে একেবারে মূল্যহীন। মা মা বলে শক্তি সঞ্চয় করা। তাহলে সব কিছুকে জয় করতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে শক্তিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হবে। নারী শক্তি চাই। জগৎকে পরিচালিত করে নারী শক্তি। সেই শক্তির জয়গান গাইতে হবে। নারীকে সম্মান দিলে তবে তুই বড় হতে পারবি। নাহলে কিন্তু একেবারে ছোট হয়ে সারাজীবন কাটাতে হবে। নারী শক্তি চাই নিজেকে বিকাশ করতে গেলে। একটি শিশু মায়ের ওপরে ভরসা করে বড় হয়। আর কারোর ওপরে সে ভরসা করে না। মা শিশুকে নিরাপত্তা দিয়ে থাকে। মা তাকে রক্ষা করে। খাদ্য দান করে থাকে। শক্তি দিয়ে থাকে। বড় করে মানুষ করে তোলে।

ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শুধু মাত্র মে.দের স্কুল স্থাপন করার দিকেই লক্ষ্য দেননি, তিনি কলকাতায় মেডিকেল কলেজের উন্নতির কাজও করে যান

রবীন্দ্রকুমার শীল

ভারত প্রেমিক ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ও কলকাতা মেডিকেল কলেজঃ ভারতের চিকিৎসা জগতের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য মাইলস্টোন হচ্ছে কলকাতা মেডিকেল কলেজ স্থাপন। এই মেডিকেল কলেজ পূর্বে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। তারপরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে চলে আসে। ২৮ জানুয়ারি ১৮৩৫ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেল। কলেজের শীর্ষ পদে অর্থাৎ সুপারিনটেন্ডেট হলেন ডাক্তার মাউন্টফোর্ড যোশেফ ব্রামলি। ডাক্তার ব্রামলির ওপরে সবাই ভরসা করতে শুরু করে দিয়েছিল। উপযুক্ত লোকের হাতে মেডিকেল কলেজর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্রামলিকে শুভেচ্ছা জানিয়ে 'দ্য রিফরমার' পত্রিকা লিখেছে,"We are much rejoiced to hear that the superintendence of this newly created institution has been instructed to a very talented and zealous member of the caculty, Dr. Bramley"। অনেকেই মনে করে থাকেন যে ২০ ফেব্রুয়ারি ১৮৩৫ সালে মেডিকেল কলেজের ক্লাস শুরু হয়েছিল। ১৮৪৮ সালে ডাক্তার গুডিভ একটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। সেখানে তিনি তারিখটির কথাও উল্লেখ করেছেন। পরের বছর ১৮৪৯ সালে ডাক্তার গুডিভের বক্তৃতার বেশ কিছু অংশ পরে উল্লেখ করেছেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন-"Only fourteen year are gone since the Collage was established. I listened in this hall last year with no common interest to an accout of its first beginning ad progess, delivered by a gentleman now present, the only one, I believe, still remaining of the professors who watched over its infant destinies. At the risk of detaining you too long, I cannot refrain from uqoting so much of Dr. Goodeve's able address as refers to the subject on which I am endeavouring to fix your attention." এর পরেই তিনি গুডিভের উক্তি উল্লেখ করেন "Many here to-day may probably remember the formation of the Collage by Lord William Bentick in 1835. Yje institution consisted of an old house in the rear of the Hindu College, in which two young Assistant Surgeons, to whom a third was subsquently, and after much difficulty, added, were expected to teach the whole circle of medical science to a class of upwards of fifty students...." । ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন শুধুমাত্র মেয়েদের জন্য স্কুল

খোলার উদ্যোগ গ্রহণ করেননি। তিনি কলকাতার মেডিকেল কলেজ যাতে সুস্থভাবে চলে তার দিকেও লক্ষ্য রেখেছিলেন। তিনি বলতে গেলে একজন ভারত প্রেমিক ছিলেন। মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থার পাশাপাশি ভারতবাসীরা যাতে সঠিক চিকিৎসা লাভ করতে পারে তার জন্য তিনি মেডিকেল কলেজকে সমর্থন করেছিলেন। এমনকী মেডিকেল কলেজের বহু অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকেছেন। মেডিকেল কলেজের শতবার্ষিকী বইতেও (১৯৩৫) ২০ ফেব্রুয়রি ১৮৩৫ সালের ক্লাস শুরু হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। চিকিৎসা শিক্ষা জগতে শবব্যবচ্ছেদ একটি অন্যতম শিক্ষার অংশ। এটা না করতে পারলে মানবদেহ সম্পর্কে কোনও কিছু জানা সম্ভব হবে না। কিন্তু তৎকালীন সমাজিক পরিস্থিতি এমন ভয়ঙ্কর ছিল যে কিছুতেই শবব্যবচ্ছেদ করা সম্ভব হচ্ছিল না। মরদেহ মেডিকেল কলেজে শবব্যবচ্ছেদ করা হবে এই খবর ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সর্বত্র মেডিকেল কলেজের শবব্যবচ্ছেদকে কেন্দ্র করে বিদ্রোহ করতে শুরু করে দিল রক্ষণশীলপন্থীরা। প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করা হয়েছিল ইতালির বোলোনাতে। ভারতের শবব্যবচ্ছেদ শুরু হওয়ার পাঁচশো বছর আগে। এটা করেছিলেন মনদোনা দ্য লুৎসি (১২৭০-১৩২৬)। কলকাতা মেডিকেল কলেজেও শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন হয়ে পড়ল। মেডিকেল ছাত্রদের মানব দেহের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হওয়ার তা করা খুবই জরুরী। শবব্যবচ্ছেদ পরিস্থিতি তৈরি করতে অধ্যাপক গুডিভ আগে একটি টেবিলের ওপরে মরদেহ রেখে বক্তৃতা দিতেন কেন শবব্যবচ্ছেদ করার প্রয়োজন কেন। শবব্যবচ্ছেদ করার মানসিকতা ছাত্রদের মধ্যে তৈরি করে দিলেন শিক্ষক গুডিভ। তারপরে কলকাতায় প্রথম ভারতের শবব্যবচ্ছেদের ঘটনা উপস্থিত হয়। অবশেষে সেই স্মরণীয় দিনটি উপস্থিত হল ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬ সাল। ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের স্মরণীয় দিন। সেই সময়ে কাউন্সিল অব এডুকেশনের সভাপতি ছিলেন বড়লাটের আইন সচিব জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি ওই শবব্যবচ্ছেদ নিয়ে কি বলেছিলেন তাঁর কথার মধ্যে দিয়ে আমরা সেই দিনটির কথা উপলব্ধি করতে পারবো। ভারতের প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী ডাক্তার মধুসূদন গুপ্তের একটি তৈলচিত্র উন্মোচন সভায় বেথুন সাহেব বলেছিলেন, "The 10th Janurary, 1836, the date which I have affixed to the picture, a day for ever memorable in the annals of Bengal, was the great day, on which Madasudan Gupta rose up superior to the prejudices of his earlier education, and boldly flung open the gates of medical science to his countrymen "ভারতের শিক্ষা জগতের উন্নতি জন্য এগিয়ে এসেছিলেন নির্ভয়ে ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তিনি শুধু মাত্র মহিলাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্কুল খোলেন নি, তিনি ভারতের চিকিৎসা বিজ্ঞানের উন্নতি জন্য ভাবনা চিন্তা করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রেরণায় এবং উৎসাহে সেই সময়ে মধুসূদন গুপ্ত কলকাতা মেডিকেল কলেজে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করতে পেরেছিলেন। বেথুন সাহেবের সম্মতি ছিল। মধুসূদন গুপ্তের পরে আরও চারজন ছাত্র শবব্যবচ্ছেদে অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের নাম হচ্ছে উমাচরণ শেঠ, দ্বারকানাথ গুপ্ত, রাজকৃষ্ণ দে এবং নবীনচন্দ্র মিত্র। কোন তারিখে শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছিল। যদিও সেই বির্তকের কোনও যুক্তি নিষ্ঠ তথ্য ছিল না। আবার কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেছেন তা নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। সেখানে বলা হয়েছিল যে মধুসূদন গুপ্ত প্রথম শবব্যবচ্ছেদ করেন নি। রাজকৃষ্ণ দে প্রথম তা করেন। যাঁরা এই ধারনা পোষন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে ছিলেন পূর্ণচন্দ্র দে মহাশয়। এমনকী যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় এ ব্যাপারে সংশয় প্রকাশ করলেও বেথুন সাহেবের কথাকে শিরোধার্য করে নিয়েছিলেন," মধুসূদনের কৃতি সম্পর্কে ডা. ব্রামলি উল্লেখ না করলেও আমরা বেথুনের কথাকেই মান্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি।" তবে বিতর্কের উর্ধ্বে উঠে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছিল যে প্রথম শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল ১০ জানুয়ারি ১৮৩৬

সালে এবং দ্বিতীয় শবব্যবচ্ছেদ হয়েছিল ২৮ অক্টোবর ১৮৩৬ সালে। তবে রাজকৃষ্ণ দে'কে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী বলে মেনে নেওয়া হয়নি। মধুসূদনকে প্রথম শবব্যবচ্ছেদকারী স্বীকার করে নিয়ে বেথুন সাহেব মধুসূদন গুপ্তের তৈলচিত্রটি উন্মোমচন করেছিলেন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। মধুসূদনের পথ ধরেই পরে ছাত্ররা পরবর্তীকালে শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন তা ডাক্তার গুডিভ বলেছেন। ১৮৪৯ সালে বেথুন সাহেব তাঁর নিজের বক্তৃতার মধ্যে ১৮৪৮ সালে গুডিভের বক্তৃতার একটি অংশ উল্লেখ করেছিলেন, "Very shortly after this, a few courageous pupils, led by the example of one whose conduct on that and many other occassions cannot to be highly appreciated- our respected pundit Madasudhan Gupta-secretly, and in out-house of the building, ventured, under my superintendence with their own hands, to dessect a body which had been procured for lecture"। তাহলে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে যে সেই সময়ে সমাজপতি থেকে শুরু করে ইতিহাসবিদেরা সবাই কিন্তু বেথুন সাহেবের কথাকে বিশ্বাস করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যেতে পারে যে প্রথম মধুসূদন গুপ্তই শবব্যবচ্ছেদ করেছিলেন। সেই বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে না। মেডিকেল কলেজের ইতিহাসে বহু স্মরণীয় ঘটনার মধ্যে আর একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করতে হবে যে ভারতবন্ধু জন ইলিয়াস ড্রিঙ্কওয়াচার বেথুন সাহেব মধুসূদন গুপ্তের একটি বিশাল তৈলচিত্র মেডিকেল কলেজেকে উপহার দিয়েছিলেন। ১৫ জুন ১৮৪৯ সালে বিকেল পাঁচটার সময়ে সমাজের বিশিষ্টজনদের উপস্থিতিতে তৈলচিত্রটি উদ্বোধন করা হয়। সভায় প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন মিস্টার আর ওশনেশী। মধুসূদন গুপ্তের তৈলচিত্রটি অঙ্কিত করেছিলেন মাদাম বেলনস। সেইদিন বেথুন সাহেব বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছিলেন,"It is possible that you, now revelling in the enjoyment of that intellectual liberty which Mdasudhan's boldness has procured for you, may be unable, now that you are in the daily habit of frequenting the dissecting room, to understand wholly the difficulty which he had then to overcome, if this sould be so, as well it may, this very fact, to an intelligent mind, will only be one proof more of the fullness and completeness of his triumph" । কলকাতায় মেয়েদের স্কুল স্থাপন করার দিকে যেমন আগ্রহী ছিলেন বেথুন সাহেব পাশপাশি তিনি আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজের ব্যাপাারে উৎসাহী ছিলেন। শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য যাতে শক্তিশালী হতে পারে তার জন্য তিনি মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকে শুরু করে মেডিকেল কলেজের উন্নতির দিকে লক্ষ্য রেখেছিলেন। আজকে বেথুন স্কুল ১৭৫ বছরে পা দিল। আর কলকাতা মেডিকেল কলেজ প্রায় ১৮৯ সালে পদার্পণ করলো। আর কয়েক বছর পরে মেডিকেল কলেজ দুশো বছরে পা দেবে। ইলিয়ট ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন ১৮৪৮ সালে কলকাতার উপস্থিত হলেন। মাত্র উনত্রিশ বছরের এক তরুণ। বাবা কবি। মা এলিনর শিক্ষিত উদারমন। মেধাবী ছাত্র বেথুন সাহিত্য, অঙ্ক বিজ্ঞান বিষয়ে আগ্রহী। কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রিনিটি কলজে থেকে আইন পাশ করেন। সতীদাহ প্রথা বিরোধী আইনের বিরুদ্ধে লণ্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে গোঁড়া হিন্দুদের পক্ষ নিয়ে মামলা করছেন বেথুন। পরে তিনি সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে ভারতের এসে কল্যাণমুখী কাজে অংশ গ্রহণ করেছিলেন।

কলকাতা মেডিকেল কলেজের ইতিহাস একটি বিশাল অধ্যায়। এই স্বাস্থ্য শিক্ষা কেন্দ্রের সঙ্গে তৎকালীন বহু সমাজবিদরা যুক্ত ছিলেন। স্বয়ং ডেভিট হেয়ার এই মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি প্রথম অধ্যক্ষ যিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে শিক্ষা লাভ করেননি। তিনি ছিলেন একজন শিক্ষাবিদ। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার দিকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল। সেই কারণে সরকার তিনি মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ হন। **(তথ্যসূত্র ঃ কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের গোড়ার কথা ও পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত, ডাক্তার শঙ্কর নাথ)**

এক সময়ে যা বিশ্বে ছিল না তা কিন্তু ভারতবর্ষে ছিল তার নিদর্শন এখনও বহু স্থানে উল্লেখযোগ্যভাবে প্রকাশ

বিশেষ প্রতিবেদক

যা বিশ্বে নেই তা এখন ভারতেঃ অতীত ভারতের গৌরব ছিল। আর বর্তমান ভারতের সেই গৌবর এখন অস্তমিত বলা যেতে পারে। এর জন্য কেউই দায়ী নয়। আমরাই দায়ী। আর ওপরের ওপরে দোষ চাপিয়ে নিজেদের দোষ মুক্ত

করার চেষ্টা করি। অতীত ভারত একটি স্বর্ণ যুগ বলা যেতে পারে। সেই সময়কার মানুষের মনে এতো হিংসা ছিল না। এত বিদ্বেষ জাতিভেদাভেদ ছিল না। কিন্তু জাতি ভেদাভেদ আসার ফলে ভারত ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়তে শুরু করে দিল। বীরত্ব আর থাকলো না। গ্রীক বীর আলেকজান্ডারের কাছে নতি স্বীকার করবেন না বলেই পুরু বীর রাজার মতো সংগ্রাম করেছিলেন। তাতে আকেজান্ডার মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি পুরুকে তাঁর রাজ্য ফিরিয়ে দিয়ে বন্ধুত্ব সম্পর্ক তৈরি করেছিলেন। ভারতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন গৌতম বুদ্ধ। তিনি নিম্ন জাতিকে মানবিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। সেই সয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদ সমাজের নিম্নজাতির ওপরে খুবই অত্যাচার করতো। এমনকী বহু সময়ে অই সব নিম্ন শ্রেনি লোকেরা উচ্চ বর্ণের হয়ে বেগার শ্রম দিত। বিনিময়ে দুই বেলা আহার জুটতো। একেবারে ক্রীতদাস প্রথার মতো বলা যেতে পারে। একই অবস্থা তখন ইংল্যাণ্ড এবং আমেরিকা বা ফ্রান্সে কিংবা রাশিয়াতে ছিল। চিন দেশেও তখন দুর্বলদের ওপরে সবলের অত্যাচার ছিল। কিন্তু তার মধ্যেই একটি সীমারেখা থাকতো। ব্যাপক দুর্নীতি তখন ছিল না। তখন পরিবার বা সমাজের শাসন ছিল। কিন্তু এখন তো সামাজিক শাসন বলতে গেলে উঠে গিয়েছে। আখন আর সমাজ বলে কোনও কিছুই নেই। তখন সমাজ একজন বিপদগ্রস্ত লোককে সাহায্য করতে এগিয়ে আসতো। এখন সমাজ বলে কোনও কিছু না থাকার ফলে মানুষ বিপদে পড়লে কাউকে ডেকে সাহায্য পাওয়া খুবই কঠিন। তখন রাজারা যদি দুর্নীতি কাজে লিপ্ত থাকতো তাহলে তাতে জবাব দিহি করতে হতো। তিনি যে অপরাধ করেছেন তা কবুল করতে হতো। আজকে তার কোনও বলাই নেই। দুর্নীতি করলে তাকে বাধা দেওয়ার কেউই নেই। বর্তমান পরিবেশটা একেবারে দুষিত হয়ে গিয়েছে। তখনকার সংবাদপত্রে সরকারের বিরুদ্ধে সরাসরি সমালোচনা করা যেত। এমনকী দেশের প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী যদি কোনও অন্যায় কাজ করতেন তাহলে তার পরদিন তাঁর বিরুদ্ধে ফলাও করে খবর প্রকাশ হতো। এখন তা হয় না। দুর্নীতির খবর প্রকাশ করা হয় বটে। কিন্তু তার মধ্যে থাকে দুর্নীতিকে চাপা দেওয়ার কৌশল থাকে। পশিচমী দেশগুলিতে কোনও মন্ত্রী দুর্নীতি করলে এবং তা প্রমানিত হলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে পদত্যাগ করেন। কিন্তু আমাদের দেশে তা হওয়ার জো নেহৗ মন্ত্রীরা যদি দুর্নীতি করেন তাহলে তাকে প্রমাণ করা খুবই কঠিন। মন্ত্রীর বিরুদ্ধে দুর্নীতির কোনও খবর প্রকাশ পেলেই বলা হয়ে থাকে তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করা হচ্ছে। ভারতীয় আইন এমন হওয়া উচিত কোনও মন্ত্রী বা সাংসদ যদি দুর্নীতির সঙ্গে জড়িয়ে গিয়ে আদালতে দ্বারা অভিযুক্ত হন তাহলে তাকে সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীত্ব এবং সাংসদ ও বিধায়ক পদত্যাগ করতে হবে। আদালতে থেকে নিজের নির্দোষ প্রমাণ করে আবার তিনি সাংসদ বা মন্ত্রীত্ব ফিরে পাওয়ার অধিকারী হতে পারেন তার আগে নয়। এমনকী দুর্নীতি দায়ে তাকে রাজনৈতিক দল থেকে বহিস্কৃত করতে হবে। এই রকম সিদ্ধান্ত যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে দেশ থেকে দুর্নীতি মুক্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকবে। কংগ্রেস নেতা রাহুল গান্ধির ওপরে আদালত যেভাবে শাস্তি আরোপ করে দোষী বলে অভিযুক্ত করে তাঁর সাংসদ পদটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে ঠিক একই রকম পদ্ধতি গ্রহণ করা উচিত। যারা দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত থাকছেন এবং দুর্নীতিকে যে সমর্থন করছে তাদেরকে আইনী শক্তি দিয়ে বহিস্কার করা। এটা না করতে পারলে কিন্তু দেশকে রক্ষা করা খুবই কঠিন হবে। ভারত এখন খুবই কঠিন অবস্থার মধ্যে দিয়ে চলছে। এই সময়ে রাজনৈতিক স্বচ্ছতা খুবই প্রয়োজন। আর্থিক স্বচ্ছা খুবই প্রয়োজন। রাজনৈতিক এবং আর্থিক স্বচ্ছতা থাকলে দেশ শক্তিশালী হতে বেশি সময় নেবে না। দেশকে শক্তিশালী করতে স্বচ্ছতা সরকারের মধ্যে থাকা উচিত। প্রশাসনের মধ্যে থাকা উচিত। অতীতে ভারতের যে শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল তা অত্যন্ত উচ্চ মানের। তখন বহু গ্রাম্য কবিরা মহাকাব্য রচনা করে গিয়েছেন। মঙ্গল কাব্য থেকে শুরু করে শিবায়ন কাব্য যাঁরা রচনা করেছেন তাদের শিক্ষাগত যোগ্য খুব বিশাল ছিল না। কিন্তু তাদের কাব্যিক কল্পনা অত্যন্ত প্রখর ছিল। পাঠশালা থেকে সংস্কৃত ভাষা পড়ে তারা এক একজন মহা পণ্ডিত হিবে পরিণগিত হতে পেরেছিলেন। তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছেন চৈতন্যদেব। চৈতন্যদেবকে ঘিরে বহু পণ্ডিতরা সমাবেত হয়েছিলেন। বৃন্দাবন থেকে এসেছিলেন কৃষ্ণদাস কবিরাজ। নবদ্বীপে তখন অজস্র পাঠশালা। সংস্কৃত পাঠশালা। সেখান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বাংলায় তখন ছাত্ররা বিদ্যা বুদ্ধিতে পাণ্ডিত্য অর্জন করতে শুরু করে দিয়েছে। বাংলার শিক্ষার সুনাম সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়তে শুরু করে দিয়েছিল। আর আজকে সেই শিক্ষা জগত একেবারে অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে। বাংলার শিক্ষা জগতে যারা নষ্ট করেছে তারা সবাই বাংলার লোক। অন্য রাজ্য থেকে লোক এসে বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে দেয়নি। বাংলার লোকেরাই বাংলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে একেবারে ধ্বংস করে দেওয়ার জন্য উদগ্রীব। ইংল্যাণ্ডের রাজনীতিতে দুর্নীতি হয়েছে এবং এখন বহু দুর্নীতি হয়ে থাকে। কিন্তু তারা চিন্তা করতে পারে না যে সেখানকার শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্নীতি করার। সাহস নেই সেখানকার বাসিন্দাদের শিক্ষা জগতে দুর্নীতি করার। যা পশ্চিমবঙ্গ দেখালো তা শিক্ষার ইতিহাসে একটি কালা দিন হিসাবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। পরিস্কার করে কোনও কথা বলা যাবে না। তাহলেই আপনি অপরাধী। দেশদ্রোহী তকমা দিয়ে আপনাকে কারাগারে রাখা হবে। নানাভাবে হয়রানি করা হবে। সুস্থ মানুষকে অসুস্থ করে তোলা হবে। পশ্চিমবঙ্গে এখন পরিবেশকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করার দিকে লক্ষ্য রাখা উচিত। নাগরিকদের নিরাপত্তা দিতে হবে।

ভারতের সংবিধানে ধর্মীয় স্বাধীনতা

শঙ্করলাল কর্মকার, আইনজীবী

ধর্মীয় স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে ভারতীয় সংবিধানে। ভারতের সব ধর্মাম্বলিরা নিজের নিজের ধর্ম পালন করতে পারে। কোনও বাধা নেই। ভারতের সংবিধান সবাই সেই স্বাধীনতা দিয়েছে বলেই আজকে ভারতের বহু ধর্মে বিশ্বাসী মানুষেরা নিজ নিজ ধর্মকে পালন করতে পারছে। আসলে ধর্ম হচ্ছে একটি জাতির নিজ পরিচয়। ধর্মের ওপরে ভিত্তি করে একটি জাতি জীবন যাত্রাকে প্রতিপালন করে থাকে। ভারত সেই ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে। ভারত হচ্ছে বহু ধর্মের দেশ। এখান থেকে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম সারা বিশ্বকে জয় করতে সক্ষম হয়েছিল। এই ভারতে তৈরি হয়েছিল শিখ, জৈন ধর্ম। শিখ ধর্ম আজকে বিস্তার লাভ করেছে এই ভারত থেকে। এই ভারতেই সৃষ্টি হয়েছে অহিংসার ধর্ম জৈন ধর্ম এবং বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্ম প্রথম শেখালো অহিংসার মন্ত্র নিয়ে জীবন অতিবাহিত করতে হবে। মহাত্মা গান্ধি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে জাতীয় রাজনীতিতে অহিংসাকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি দেখাতে পেরেছিলেন অস্ত্র দিয়ে একটি রাষ্ট্র নির্মাণ করা যায় না। অস্ত্র দিয়ে রাষ্ট্র নির্মাণ করলে সেই রাষ্ট্রের পতন অনিবার্য। রোমের পতন হয়েছিল অস্ত্র দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল বলেই। অস্ত্র দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল জার্মানের হিটলার বাহিনী। অস্ত্র দিয়ে সৃষ্টি হয়েছিল ফ্রান্সের রাজার শাসন। সেই সব এখন ইতিহাস হয়ে গিয়েছে। ফ্রান্সের রাজশাসন আর নেই। সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে গণতন্ত্র। রাজারা পরাজিত হয়েছে ফ্রান্সের বিপ্লবীদের কাছে। ফ্রান্সের বিপ্লবীরা গণতন্ত্র শাসন চেয়েছিল। জনগণ দেশকে শাসন করবে। স্বৈরতন্ত্র রাজার পতন চেয়েছিল ফ্রান্সের জনগণ। ফলে রাজ শাসন সেখানে দ্রুত অবসান ঘটে যায়। ইংল্যাণ্ডের রাজশাসন থাকলেও সেখানে রয়েছে রানীর শাসন। রাজার শাসন সেখানে চলে না। রাজার আদেশে ইংল্যাণ্ডের শাসন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় না বলেই ইংল্যাণ্ড এ যাত্রায় বেঁচে গিয়েছে। ইংল্যান্ড বরাবরই রানীর আদেশকে মান্য করে এসেছে। সেখানে নারী জাতির একটি সম্মান রয়েছে বলেই ইংল্যাণ্ডে কোনও বিপ্লব বাধতে পারেনি। সৃষ্টি হয়নি রাজতন্ত্রের বিরোধিতা। সেখানে সবাই রানির আদশকে ভগবানের পাশে স্থান দিয়েছে। রাজপরিবারে নারীদের সম্মান সবার আগে। তারপরে পুরুষদের সম্মান। বিলেতের সমাজব্যবস্থায় নারীদের সম্মান আগে প্রতিষ্ঠিত। তারপরে রয়েছে পুরুষদের সম্মান। রানি গার্ড অব অনার নেওয়ার ক্ষমতা রাখে। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের রাজা শুধু মাত্র নামে। তাঁর হাতে কোনও ক্ষমতা সেই দেশের পার্লামেন্ট তুলে দেয়নি। ফলে সেখানে এখন রাজতন্ত্রের পরিবর্তে গণতন্ত্র বহাল। পার্লামেন্ট হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী। প্রধানমন্ত্রী সেখানে প্রশাসনিক নায়ক। রানী নন। তিনি প্রসাশনিক প্রধানা হলেও নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী রানির নাম করে প্রশাসন পরিচালনা করে থাকেন। ইংল্যাণ্ডেও সবাই যে যার ধর্মমতে চলাফেরা করতে পারে। সেখানে কোনও ধর্ম করার ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ নেই। ধর্ম পালন করার ক্ষেত্রে ইংল্যাণ্ডে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। আমেরিকাতেও ধর্ম পালন করার ওপরে কোনও বিধি নিষেধ নেই। সরকার সেখানে ধর্ম নিয়ে কথা বলার অধিকার অর্জন করতে পারেনি। নাগরিকদের ধর্ম লঙ্ঘিত হচ্ছে কিনা সেটার দেখভাল করে থাকে সরকার। ঠিক তেমনি ভারতেও কোনও ধর্মের ওপরে বিধিনিষেধ জারি করা হয়নি। ভারত হচ্ছে একটি ধর্মনিরপেক্ষ দেশ। এই দেশে সবাই ধর্ম নিয়ে কথা বলতে পারে। কোনও সময় ধর্মের ওপরে আঘাত করা হয় না। সব ধর্মকে সম্মান দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছে ভারতের সংবিধানে।

প্রয়াত বিধায়কের স্মরণসভা নিয়ে দড়ি টানাটানি!

মহুয়া জিতলেন, উজ্জ্বল হারলেন, কেন?

দুরন্ত বার্তা, কৃষ্ণনগর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ প্রয়াত তৃণমূল বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের (লাল) স্মরণসভা ঘিরে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে। নদিয়ার কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও বিধায়ক উজ্জ্বল বিশ্বাসের ডাকা দু'টি স্মরণ সভা ঘিরে বাড়ল জটিলতা। সূত্রের খবর, রাজ্য নেতৃত্বের হস্তক্ষেপে উজ্জ্বল বিশ্বাসের ডাকা স্মরণ সভা বাতিল করা হয়। মহুয়ার ডাকা স্মরণ সভাতেই সিলমোহর তৃণমূল রাজ্য নেতৃত্বের। আর এই ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই তোলপাড় নদিয়ার রাজনৈতিক মহল। বস্তুত, সরস্বতী পুজোর আগের দিন মৃত্যু হয় নদিয়ার কালিগঞ্জ বিধানসভার বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদের। তাঁর মৃত্যুর পর নাসিরউদ্দিন ঘনিষ্ঠ বিধায়করা স্মরণ সভার ডাক দেন। রবিবার সেই স্মরণসভা হওয়ার কথা ছিল। এটির নেতৃত্বে ছিলেন উজ্জ্বল বিশ্বাস। এরপর দেখা গেল কৃষ্ণনগরের সাংসদও একই দিনের পাল্টা আরও একটি স্মরণসভার ডাক

দেন। একই দিনে দু'টি স্মরণসভা ঘিরে স্বাভাবিকভাবেই জটিলতা তৈরি হয়। তৃণমূল সূত্রে খবর, এ রপর উজ্জ্বল বিশ্বাসের সঙ্গে যোগাযোগ করে রাজ্য নেতৃত্ব। বার্তা দেওয়া হয়, তাঁর ডাকা স্মরণসভা তুলে নেওয়ার জন্য। সূত্রের খবর, উজ্জ্বল রাজ্য নেতৃত্বকে জানান, তাঁরা এই স্মরণসভা আগে ডেকেছেন। তাহলে কেন তিনি তা প্রত্যাহার করবেন? এরপর রবিবার মহুয়া নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লেখেন, 'রাজ্য কমিটির নামে ডাকা স্মরণসভার কোনও দলীয় অনুমোদন ছিল না। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে সেটি বাতিল হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে রবিবার ১৬ ফেব্রুয়ারি দুপুর ৩ টে দলের তরফে স্মরণসভা ডাকা হয়েছে। সমস্ত নেতৃত্ব এবং কর্মীবৃন্দকে ১৬ তারিখের সভাতে উপস্থিত থাকার অনুরোধ করা হচ্ছে।' অর্থাৎ উজ্জ্বল বিশ্বাসদের ডাকা স্মরণসভা বাতিল হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই দ্বন্দ্ব আজকের নয়। মহুয়া মৈত্রকে দলীয় সভাপতির পদ থেকে সরানোর জন্য একযোগে দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন তৃণমূলেরই ছয় বিধায়ক। তার মধ্যে এই উজ্জ্বল বিশ্বাস যেমন ছিলেন, সঙ্গে ছিলেন প্রয়াত বিধায়ক নাসিরউদ্দিন আহমেদও। মহুয়ার সঙ্গে কাজ করা সম্ভব নয় বলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দিয়েছিলেন তাঁরা। সেই ঘটনার পর ফের একবার স্মরণসভা ঘিরে নদিয়ায় তৃণমূলে যে গোষ্ঠী কোন্দল প্রকাশ্যে চলে এসেছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

হালিশহরে তল্লাশি করে উদ্ধার কুইন্টাল কুইন্টাল বাজি

দুরন্ত বার্তা, হালিশহর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ কল্যাণীতে রথতলা এলাকায় বাজি কারখানায় বিস্ফোরণের পর তৎপর হয় পুলিশ। শনিবার গভীর রাতে হালিশহরের তিন নম্বর ওয়ার্ডের সরকার পাড়া এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে একটি বাড়ি থেকে প্রায় সাড়ে তিন কুইন্টাল বাজি উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, বিদ্যুৎ হালদার নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তবে বাড়ির মালিক দেবু খানের খোঁজ পাওয়া যায়নি। ধৃত বিদ্যুতের বিরুদ্ধে একাধিক ধারায় মামলা রুজু করে আজ ব্যারাকপুর আদালতে পাঠানো হয়। শুক্রবার দুপুরে নদিয়ার কল্যাণীর রথতলায় ঘনবসতিপূর্ণ এলাকা আচমকা বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে। সেই বিস্ফোরণে চার জনের মৃত্যু হয়।

কী ভাবে সকলের অজান্তে ওই এলাকায় 'অবৈধ' কারখানা গড়ে উঠেছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু হয়েছে। বিস্ফোরণের ঘটনা প্রসঙ্গে শনিবার রানাঘাট পুলিশ জেলার সুপার সানি রাজ জানান, ঘটনাস্থলে সর্বোচ্চ পর্যায়ে তদন্ত চলছে। কোন ধরনের বিস্ফোরক সেখানে ছিল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। বিস্ফোরণের কারণ অনুসন্ধানের চেষ্টা হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছে, কল্যাণীর কারখানায় আতশবাজিতে কিছু বিস্ফোরক ব্যবহার হয়েছে। যা সাধারণত বাজি তৈরিতে ব্যবহার হয় না। তবে কী ধরনের বিস্ফোরক, তা চূড়ান্ত জানা যাবে ফরেন্সিক রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরেই। শনিবার কল্যাণীর বাজি বিস্ফোরণকাণ্ডের ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জেলা ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের (আইবি) আধিকারিকেরা। ঘটনাস্থল থেকে বেশ কিছু নমুনা সংগ্রহ করেন তাঁরা। সেই নমুনা পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে ফরেন্সিক ল্যাবরেটরিতে।

মালিকের ৩৫ লক্ষের পরচুল নিয়ে উধাও শ্রমিক, পূর্ব মেদিনীপুরে শোরগোল

দুরন্ত বার্তা, পূর্ব মেদিনীপুর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ সরস্বতী পুজোর দিনে সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মালিকের কারখানায় রাখা ৩৫ লক্ষের পরচুল নিয়ে চম্পট দিয়েছিলেন কর্মী। কিন্তু শেষ রক্ষা হলো না। চুরি যাওয়া চুল সমেত ওই ব্যক্তিকে হাতেনাতে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পূর্ব মেদিনীপুরের মারিশদাতে। জানা গিয়েছে, মারিশদা থানার পশ্চিম পারুলিয়া গ্রামের কমল দাস পরচুলের ব্যবসা করেন। আর সেখানেই কাজ করতেন রাজু শেখ নামে এক যুবক। তাঁর বাড়ি মুর্শিদাবাদ জেলায়। সরস্বতী পুজোর দিনে কমল দাসের পরচুল তৈরির কারখানার অন্যান্য কর্মীরা ছুটিতে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগে গভীর রাতে প্রায় ১৩৮ কেজি পরচুল

নিয়ে চম্পট দেন রাজু শেখ। পরের দিনে বিষয়টি জানতে পেরে মাথায় হাত পড়ে কমল দাসের। কারণ ওই চুলের বাজার মূল্য প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা। তিনি ৪ ফেব্রুয়ারি মারিশদা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগ পেয়ে তদন্তে নামে পুলিশ। রাজু শেখের মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশনের সূত্র ধরে তাঁকে পাকড়াও করার চেষ্টা করে পুলিশ। ওসি বুদ্ধদেব মালের নেতৃত্বে একটি তদন্তকারী টিম গঠন করা হয় এবং সেই টিম নওদায় যায় রাজুর খোঁজে। পুলিশ সূত্রে খবর, ওই চুল শ্বশুরবাড়ি সংলগ্ন একালায় একটি গুদামে লুকিয়ে রেখেছিলেন রাজু। তা বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। গ্রেপ্তার করা হয় রাজুকেও। আপাতত আদালতের নির্দেশে জেল হেফাজতে রয়েছেন তিনি। রাজু ধরা পড়ায় স্বস্তিতে কমল দাস। তিনি জানান, তাঁর জীবনের সম্বল এই পরচুলগুলি। তা খোয়া গেলে ব্যবসা তুলে দিতে হতো তাঁকে। পুলিশের তৎপরতায় খুশি তিনি।

আর কবে আসবে সচেতনতা? প্রশ্ন তরুণ ইঞ্জিনিয়ারের মৃত্যুতে

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ মোটর বাইক চালানোর সময়ে বাধ্যতামূলক ভাবে হেলমেট পরার পুলিশি প্রচারে আদৌ কি কোনও সচেতনতা তৈরি হচ্ছে? বৃহস্পতিবার রাতে তরুণ সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারের বাইক দুর্ঘটনায় মৃত্যু এই প্রশ্নকে আরও জোড়ালো করল। ওই রাতে দুর্ঘটনায় মৃত সফ্টওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ও গুরুতর জখম তাঁর বন্ধুর কারও মাথাতেই ছিল না হেলমেট। জেলার পদস্থ পুলিশ আধিকারিকদের আক্ষেপ করে জানাচ্ছেন, সচেতনতা আসলে পরিণত মানসিকতার লক্ষণ। সেই মানসিকতার অভাবেই অকালে ঝরে যাচ্ছে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। শিক্ষিতদের মধ্যেও সচেতনতা গড়ে না উঠলে তা খুবই হতাশার। বৃহস্পতিবার রাতে গুসকরায় পিকনিক সেরে মঙ্গলকোটের রামনগরের বাড়িতে ফেরার পথে বাইক দুর্ঘটনায় মারা যান বছর ২৫-এর অয়োনাভ গঙ্গোপাধ্যায়। রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ বর্ধমান-সিউড়ি ২ বি জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি তাঁদের বাইকে ধাক্কা দিয়ে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অয়োনাভর। গুরুতর আহত হন বাইকে থাকা তাঁর বন্ধু বাঁকুড়ার কোতুলপুরের বাসিন্দা রাহুল সরকার। চিকিৎসার জন্য তাঁকে আনা হয় কলকাতায়। দুর্ঘটনার সময়ে তাঁদের কারও মাথাতেই হেলমেট ছিল না বলে জানা গিয়েছে। জেলা পুলিশের এক কর্তার কথায়, ''দুর্ঘটনা রোখা না গেলেও, হেলমেট থাকলে ক্ষতি তো অনেকটাই আটকে দেওয়া যায়। জানি না মানুষ এটা কবে বুঝবে।'' বস্তুত, পথ নিরাপত্তা সপ্তাহ থেকে শুরু করে বছরভর হেলমেট পরে বাইক চালানোর বার্তা দেয় পুলিশ। এর জন্য নানা অভিনব পন্থার আশ্রয়ও নেওয়া হয়। কখনও গোলাপ ফুল, কখনও হেলমেটও তুলে দেওয়া হয়

চালকদের হাতে। এমনকী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীরাও প্রচারে নামে। কিন্তু লাভ হচ্ছে না। জেলার অ্যাডিশনাল এসপি (ট্র্যাফিক) সুজিত মিত্র বলেন, ''আমরা বার বার হেলমেট পরার কথা বলছি। সচেতনতার প্রচারও চালানো হয়। পথ নিরাপত্তা নিয়ে আরও সচেতন হওয়া উচিত।'' পড়াশোনায় কৃতী ছাত্র অয়নাভ চাকরি পেয়েছিলেন একটি আমেরিকান সফ্টওয়্যার সংস্থায়। বাড়ি থেকেই চাকরি করতেন তিনি। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ছিল তাঁর সামনে। কিন্তু, সচেতনতার অভাবে তাঁর অকালপ্রয়াণে সমাপ্তি ঘটল সমস্ত সম্ভাবনার। গুসকরা ফাঁড়ির ওসি সৌরভ দত্ত বলেন, ''ঘটনাস্থলে আমরা কোনও হেলমেট পাইনি। আমরা প্রচার করেও হেলমেট পরাতে পারছি না। হেলমেট থাকলে হয়তো প্রাণে বেঁচে যেত ছেলেটি। যে গাড়িটি ধাক্কা মেরেছে সেটির খোঁজ চলছে।''

বাংলায় গরুপাচার চালাত কারা? প্রকাশ্যে নাম বলে দিল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বেশ কয়েকদিন যাবত গুচ্ছ-গুচ্ছ অভিযোগ উঠছিল। গরু চুরির পর সেগুলি পাচার করা হচ্ছে। কিন্তু কে করছে? বা কারা করছে তা কোনওভাবেই জানা যাচ্ছিল না। তারপর ঘটনার তদন্তে নামে পুলিশ। ছ'জন। এবার দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা থেকে এই চক্রের আরও ৩ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। পুলিশের দাবি, এই চক্রের মূল চক্রীরা এখনো অধরা। ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে নিয়ে সেই চক্রীদের খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

সেই তদন্তেই প্রকাশ্যে এল বাংলায় গরু পাচার করছিল কারা? অবশেষে এই চক্রের আরও আরও তিনজন ধরা পড়ল বাঁকুড়া পুলিশের জালে। সম্প্রতি বাঁকু।ার জয়পুর থানায় নাকা চেকিংয়ে ধরা পড়েছিল পাচার চক্রের সম্প্রতি বাঁকুড়ার জয়পুর ও কোতুলপুর থানা এলাকার চার-পাঁচ জায়গা থেকে গোরু চুরির ঘটনা ঘটে। পরবর্তীতে তালডাংরা থানা এলাকা থেকে ফের গরু চুরি যায়। এই ঘটনাগুলির তদন্তে পাঁচ পুলিশ আধিকারিককে নিয়ে একটি তদন্তকারী দল গঠন করে বাঁকুড়া জেলা পুলিশ। সূত্র মারফত খবর পেয়ে ওই দলটি সম্প্রতি জয়পুর থানা এলাকায় নাকা চেকিং সক্রিয় করে। তারপরই পাচারের সময় গরু ও আগ্নেয়াস্ত্র সহ পাঁচ পাচারকারীকে হাতেনাতে ধরে ফেলেন পুলিশ আধিকারিকরা। অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদ করে আরও কয়েকজনের সন্ধান মেলে। সেই তথ্য কাজে লাগিয়ে শনিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মহেশতলা থানা এলাকায় হানা দিয়ে ইমরান লস্কর, শেখ সিরাজ ও শেখ বিকি নামের আরও ৩ দুষ্কৃতীকে পাকড়াও করেন তদন্তকারীরা। রবিবার ওই তিন ধৃতকে বিষ্ণুপুর মহকুমা আদালতে পেশ করে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানায় পুলিশ। ধৃতদের জিজ্ঞাসাবাদ করে এই গরু চুরি করে দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পাচার চক্রের মূল চক্রীর খোঁজ চালাচ্ছে পুলিশ।

বাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ মিলল মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ বাড়ি থেকে মিলল ১৭ বছরের ছেলের ঝুলন্ত দেহ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে শনিবার রাতে উত্তেজনা ছড়ায় কান্দি মহকুমার বড়ঞা ব্লকের ডাকবাংলো এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম মৃণাল পান। গতবছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছিল সে। কিন্তু উত্তীর্ণ হতে পারেনি। ফলে এবছরও মাধ্যমিক পরীক্ষা দিতে প্রস্তুতি নিচ্ছিল সে। মৃতের বাবা মনোহর পান জানিয়েছেন, তিনি দোকানে ছিলেন। ফিরে এসে দেখেন ছেলে ঘরের মধ্যে পাখার সঙ্গে শাড়ির ফাঁস লাগানো অবস্থায় ঝুলছে। মনোহরের দাবি, গত বছর ছেলে মাধ্যমিক দিয়েছিল। পাশ করতে পারেনি। সোমবার মাধ্যমিক পরীক্ষা। এবারও সে মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রস্তুতি নিয়েছিল। কিন্তু পরীক্ষায় পাশ করতে পারবে কি না তাই নিয়ে মানসিকভাবে চাপে ছিল।

নিউটাউনের পর জলপাইগুড়িতেও, নাবালিকাকে মাদক মেশানো চকলেট খাইয়ে ধর্ষণ!

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ নাবালিকার উপর যৌন নির্যাতন চালানোর পরে প্রেগন্যান্সি টেস্টের জন্য কিট পাঠানোর অভিযোগ উঠল তৃণমূল নেতার ভাইপোর বিরুদ্ধে। ঘটনা ঘিরে থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে নাবালিকার পরিবার। বিষয়টি জানাজানি হতেই পলাতক গুণধর ভাইপো। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে সরব বিজেপি, তৃণমূল উভয়ে দল। নেশা কিছু খাইয়ে অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণ করার অভিযোগ উঠে এক যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত পেশায় টোটো চালক। নাবালিকা ও অভিযুক্ত দুজনেই জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা। শনিবার রাতে জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের হতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, পূর্ব পরিচিত হওয়ার সুবাদে অভিযুক্তের টোটো করে মাঝেমধ্যেই স্কুলে যেত ওই নাবালিকা। কয়েকদিন আগে স্কুল যাওয়ার পথে ওই যুবকের টোটোয় উঠেছিল নাবালিকা। অভিযোগ, সেই সুযোগেই ওই নাবালিকাকে জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা উদ্যান

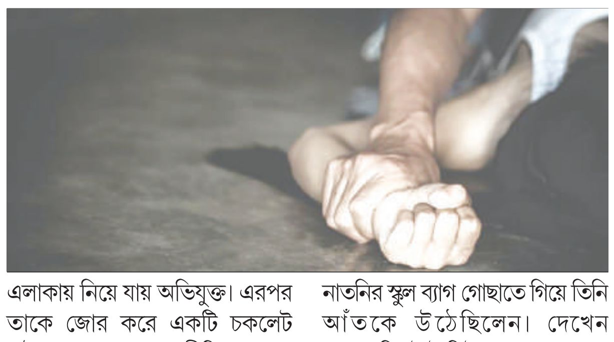

এলাকায় নিয়ে যায় অভিযুক্ত। এরপর তাকে জোর করে একটি চকলেট খাইয়ে দেয়। এরপর ছাত্রীটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়লে তার উপর যৌন নির্যাতন চালায় অভিযুক্ত। এরপরে তাকে প্রাণে মারা ভয় দেখায়। ছাত্রীর দাদুর অভিযোগ, কয়েকদিন ধরেই নাতনি মনমরা হয়ে ছিল। শুক্রবার তার মা কেন কারন জানতে চাইলে, নাতনি সব খুলে বলে। ছাত্রীর দাদু বলেন, ''অভিযুক্ত টোটো চালকের কাকা গ্রামের প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত। আমরা অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'' ছাত্রীর দিদা জানিয়েছেন, নাতনির স্কুল ব্যাগ গোছাতে গিয়ে তিনি আঁতকে উঠেছিলেন। দেখেন প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট রাখা রয়েছে তার ব্যাগে। কীভাবে তার ব্যাগে এই কিট এল, তা জানার জন্য চেপে ধরতেই নাতনির জানায় ওই যৌন নির্যাতন চালানোর পরেই অভিযুক্ত তার ব্যাগে এই কিট ঢুকিয়ে দিয়েছিল। ওই বৃদ্ধারও নাতনির হয়ে সুবিচার চাইছেন। বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী বলেন, ''তৃণমূল পরিচালিত রাজ্যে ধর্ষণ এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি অভিযুক্তর কাকা ওই এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত ছিলেন। তাই এরা এইসব ঘৃণ্য কাজ করার এত সাহস পায়। অবিলম্বে ওই অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে তোলার দাবি জানাচ্ছি।'' তৃণমূলের জেলা সম্পাদক বিজেপির দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ''কাকা আমাদের দল করেন। ভাইপো আমাদের কেউ নয়। তাই এইসব একদম বরদাস্ত করি না। আমাদের বিশ্বাস পুলিশ দ্রুত অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে আদালতে তুলবে।'' পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পকসো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। নাবালিকাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। অভিযুক্তকে দ্রুত গ্রেফতারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

অস্টম শ্রেণির মেয়ের ব্যাগে প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট! মা জিজ্ঞাসা করতেই ভয়াবহ 'সত্যি' বলল নাবালিকা

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ কলকাতার নিউটাউনের ছায়া এবার জলপাইগুড়িতে। সম্প্রতি, নিউটাউনে এক নাবালিকাকে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ উঠেছে। এবার জলপাইগুড়িতে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে এক অষ্টম শ্রেণির ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল এক টোটো চালকের বিরুদ্ধে। বিষয়টি জানাজানি হতেই শনিবার রাতে জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়। ঘটনার আট ঘণ্টার মধ্যে গ্রেফতার অভিযুক্ত। ধৃতকে রবিবার আদালতে তুলে হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হবে বলে জানিয়েছেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার শৌভনিক মুখোপাধ্যায়। জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানা এলাকার বাসিন্দা ওই নাবালিকা এবং অভিযুক্ত টোটো চালক। পরিচিত হওয়ার সুবাদে ওই টোটো চালকের রিক্সা করে মাঝেমধ্যেই স্কুলে যেত মেয়েটি। অভিযোগ, সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মেয়েটিকে শহরের তিস্তা উদ্যান এলাকায় নিয়ে যায়।

এরপর তাকে জোর করে একটি চকলেট খাওয়ায় বলে অভিযোগ। ছাত্রীটি তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে যায়। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে তিস্তা পারে নির্জন এলাকায় নিয়ে গিয়ে যৌন নিগ্রহ চালায় বলে অভিযোগ। এরপর মেয়েটিকে হুমকি দেওয়া হয় বলে খবর। ছাত্রীর দাদুর অভিযোগ, সম্প্রতি তাঁরা লক্ষ্য করছিলেন থেকে মনমরা হয়ে থাকত নাতনি। শুক্রবার তার মা কেন মনমরা সেই কারণ জানতে নাতনিকে চেপে ধরতেই সব খুলে বলে। অভিযুক্ত টোটো চালকের কাকা তাদের গ্রামের প্রাক্তন তৃণমূল পঞ্চায়েত। নির্যাতিতার দাদু বলেন, ''আমরা অভিযুক্তর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই।'' অপরদিকে, ছাত্রীর দিদা জানান, তাঁর মেয়ে নাতনির স্কুল ব্যাগ গোছাতে গিয়ে আঁতকে ওঠে। দেখেন প্রেগন্যান্সি টেস্ট কিট রয়েছে তার ব্যাগে। কীভাবে তাঁর ব্যাগে এই কিট তা জানার জন্য চেপে ধরতেই বলে ওই টোটো চালক তার সাথে যৌন নিগ্রহ করার পর তাকে এই কিট দিয়েছে। তিনি বলেন, ''আমার নাতনির জীবন শেষ করে দিলো। আমি এর সুবিচার চাই।'' বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সভাপতি বাপী গোস্বামী বলেন, ''তৃণমূল দ্বারা পরিচালিত এই রাজ্যে ধর্ষণ এখন সাধারণ ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা জানতে পেরেছি অভিযুক্তর কাকা ওই এলাকার তৃণমূল পঞ্চায়েত ছিলেন। তাই এরা এইসব ঘৃণ্য কাজ করার এত সাহস পায়।'' তবে, তৃণমূলের জেলা সম্পাদক বিজেপির দাবি উড়িয়ে দিয়ে বলেন, ''কাকা আমাদের দল করেন। ভাইপো আমাদের কেউ নয়। আমরা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল করি। তাই এইসব একদম বরদাস্ত করি না। পুলিশ সুপার উমেশ খান্ডবাহালে জানিয়েছেন, অভিযোগের ভিত্তিতে পক্সো আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করা হয়েছে। নাবালিকাকে শারীরিক পরীক্ষার জন্য হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর মেয়ের শ্লীলতাহানি

নিজের বিরুদ্ধে অভিযোগ উঠতেই টিএমসি নেতা বললেন, 'ওরা রাত হলে কোথায় যায় জানেন?'

দুরন্ত বার্তা, খড়দহ, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ ফের নারী নির্যাতনের অভিযোগ। ঘটনাস্থল উত্তর ২৪ পরগনার খড়দহ। সেখানে প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর মেয়েকে শ্লীলতাহানির অভিযোগ। কাঠগড়ায় তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য। জানা যাচ্ছে, আবাসনের ভিতরেই প্রাক্তন পুলিশ কর্মীর মেয়ে সহ দুজনের রাস্তা আটকে তাঁদের মারধর ও শ্লীলতাহানির অভিযোগ সামনে এসেছে। প্রতিবাদ করলে গুলি করারও হুমকি বলে অভিযোগ উঠছে। ঘটনার একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায় (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা)। জানা গিয়েছে, খ।দহ পাতুলিয়া এলাকার বাসিন্দা এই কলেজ পড়ুয়া ও তাঁর দিদি তথ্য প্রযুক্তি সংস্থায় কর্মরত। তাঁরা আবাসনের ভিতরের রাস্তা দিয়ে স্কুটি করে যাচ্ছিলেন। ঠিক সেই সময় গেটের সামনে এদের আবাসনের বাইরে বেরতে বাধা দেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। রাস্তা আটকে দাঁড়ান অভিযুক্তের দলবল বলে। অভিযোগ, ওই তৃণমূল নেতা এসে বলেন এখন থেকে এই রাস্তা দিয়ে যাওয়া যাবে না একটা নতুন নিয়ম হয়েছে। এরপরই প্রতিবাদ করেন দুই মহিলা। এরপর দলবল নিয়ে এসের হুমকি দেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। মারধর করা হয় তাঁদের। খবর পেয়ে মেয়েটির পরিবারের লোক ঘটনাস্থলে আসে। তাঁদের সামনেই হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় রহড়া থানার

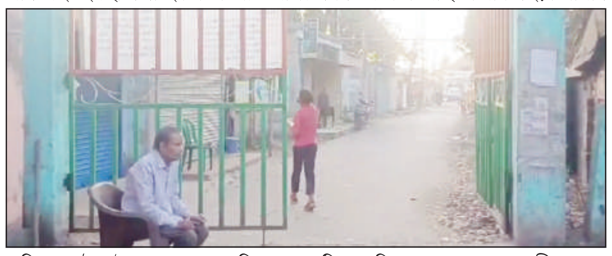

পুলিশ। এই ঘটনার পর আতঙ্কিত মেয়েটির বাড়ির লোকজন। তরুণীর বাবা প্রাক্তন পুলিশ কর্মী। পাল্টা শাসক নেতার দাবি, এই ঘটনার কোনও সত্যতা নেই। মারধরের অভিযোগ মিথ্যে। অভিযোগকারিনী মহিলা বলেন, ''আমরা এখান থেকেই যাতায়াত করি। প্রতিদিনই এখান থেকে যাই। সেটাই জানাই ওদের। এরপর আমরা প্রতিবাদ করতেই মারধর করে আমাদের।'' এরপরই প্রতিবাদ করেন দুই মহিলা। এরপর দলবল নিয়ে এসের হুমকি দেন তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য। মারধর করা হয় তাঁদের। খবর পেয়ে মেয়েটির পরিবারের লোক ঘটনাস্থলে আসে। তাঁদের সামনেই হেনস্থা করা হয় বলে অভিযোগ। এ দিকে, এই বিষয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা বলেন, ''আগে ভিডিয়োর সত্যতা যাচাই করতে হবে। তারপর বাকিটা। আর এলাকার লোকজনের থেকে খবর নেবেন ওরা রাত হলে কোথায় যায়, কাদের সঙ্গে মেশে। আমি ওদের বোঝাচ্ছিলাম। আমরা বাইক দৌরাত্ম বন্ধ করতে চেয়েছিলাম।''

Office of the SANKRAIL GRAM PANCHAYAT
VILL.+P.O.-SANKRAIL, P.S.-SANKRAIL, DIST.-HOWRAH
NOTICE INVITING TENDER

NIT No: **WB/HZP/SANK/SGP/NIeT 5/25/15 th FC(Un Tied)**
For and on behalf of the Sankrail Gram Panchayat, The Pradhan , Sankrail Gram Panchayat,invites Percentage Rate tenders through e-tendering for 7 (Seven) Nos. different works. Bid Submission starting from **10/02/2025 at 11.00 A.M.** Last date of submission of Bid on **18/02/2025 at 02.00 P.M.** Bid Opening Date (Technical): **20/02/2025 at 03.00 P.M.** For Details please visit website **https://wbtenders.gov.in.**
Sd/- **Prodhan**
Sankrail Gram Panchayat

হাওড়া পৌরনিগম
৪, মহাত্মা গান্ধী রোড, হাওড়া-৭১১ ১০১
ফোনঃ (+৯১-৩৩) ২৬৩৮-৩২১১, ফ্যাক্সঃ (+৯১-৩৩) ২৬৪১-২৬১৩
ডব্লুবি-এইচএমসি/এনআইটি/ইডি/২৩/ইই-II/২৪-২৪ তারিখঃ ০৫.০২.২০২৫
ই-দরপত্র বিজ্ঞপ্তি
হাওড়া পৌর কর্পোরেশন এলাকার অধীনে সিমেন্ট কংক্রিটের কাজের মাধ্যমে বিভিন্ন রাস্তার উন্নয়নের জন্য নির্বাহী প্রকৌশলী (সড়ক), এইচএমসি কর্তৃক নির্ধারিত ফর্মে ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। একই ধরণের কাজে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন স্বনামধন্য, সম্পদশালী এবং প্রকৃত ঠিকাদারদের কাছ থেকে এই সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং EE-II/ বিভাগ https://wbtenders.gov.in (টেন্ডার আইডি-2025_MAD_811212) থেকে জানা যাবে। দরপত্র জমা দেওয়ার (অনলাইন) শেষ তারিখঃ ০১.০৩.২০২৫ **বিকাল ৫.০০টা** পর্যন্ত। এইচএমসি কর্তৃপক্ষ কোনও কারণ ছাড়াই যে কোনও আবেদন গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যান করার অধিকার সংরক্ষণ করে।
১৬৯(৩)/২৪-২৫ সচিব
০৭.০২.২৫ হাওড়া পৌরনিগম

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The Executive Engineer (Civil), BR-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/BR-VIII/088/036/2024-2025/R
Name of the work: **Maintenance of drainage system and privy repair T 94, T.G. Road (KMC Labour Quarter) in Ward No.-88.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,49,772.28.** Earnest money: ₹ **3,000.00.** Period of completion: **20 days.** Last date and time of submission of bid: **21.02.2025 - 12 Noon.** Date of opening of tender: **24.02.2025 - 12 Noon.** The bid forms and other details are available on and from **11.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IX, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/IX/073/040/2024-2025
Name of the work: **Renovation of sewer line at 32, H.C. Road and 1/4 S.S.B. Row and etc. in Ward No.-73.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **1,99,994.25.** Earnest money: ₹ **4,000.00.** Period of completion: **45 days.**
(2) NIT No. : KMC/IX/073/041/2024-2025
Name of the work: **Renovation of privy at 37, 49 Kalighat Road, 39, 33, 33B, H.C. Street and etc. in Ward No.-73.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,99,938.11.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **60 days.**
(3) NIT No. : KMC/IX/078/085/2024-2025
Name of the work: **Repairing of I.P.S passage at 5/2 B.K. Road opposite Jubli Garden and its surrounding area in Ward No.-78.** Estimate amount (including GST & CESS): ₹ **2,98,096.93.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **19.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** Tender will be opened on: **21.02.2025 - 12 Noon (For Sl. No. 1 to 3).** The bid forms and other details are available on and from **08.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).**

The Executive Engineer (Civil), BR-XV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work:
NIT No. : KMC/EE(C)/Br-XV/140/063/2024-2025/R/P&S
Name of the work: **Miscellaneous repairing work at KMC Play Ground, 4 No. Bandh in Ward No.-140, under BR-XV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **2,98,373.37.** Earnest money: ₹ **6,000.00.** Period of completion: **45 days.** Last date and time of submission of bid: **22.02.2025 - 11 A.M.** Date of opening of tender: **24.02.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **12.02.2025 (5 P.M.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The Executive Engineer (Civil), BR-IV, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works:
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/022/E22/24-25/R (2nd Call)
Name of the work: **Thorough improvement of Hariram Goenka Street from crossing of Nalini Seth Road to Kalakar Street in Ward No.-022, BR-IV.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **4,36,331.68.** Earnest money: ₹ **8,750.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **17.02.2025 - 11 A.M.** The tender will be opened on: **19.02.2025 - 11 A.M.**
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/Br-IV/038/B-2/2024-2025/R (2nd Call)
Name of the work: **Repairs to bustee passages at 147/H/12, 147/H/16, 147/H/19, Keshab Chandra Sen Street, 30, Panchanan Ghosh Lane and others in Ward No.-38.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **3,97,282.27.** Earnest money: ₹ **7,950.00.** Period of completion: **30 days.** Last date and time of submission of bid: **15.02.2025 - 11 A.M.** The tender will be opened on: **17.02.2025 - 11 A.M.**
(3) NIT No. : KMC/E.E.(C)/Br-IV/025/23/24-25/R
Name of the work: **Painting of Jorasanko Welcome Gate at C.R. Avenue and painting of kerb at Rabindra Sarani, Northern side of Madan Chatterjee Lane, Jorasanko Thakur Bari Road before birthday celebration of Rabindra Nath Tagore in Ward No.-025.** Estimated cost (including GST and CESS): ₹ **1,32,262.97.** Earnest money: ₹ **2,650.00.** Period of completion: **15 days.** Last date and time of submission of bid: **18.02.2025 - 11 A.M.** The tender will be opened on: **20.02.2025 - 11 A.M.** The bid forms and other details are available on and from **07.02.2025 (5 P.M.) (For Sl. No. 1 to 3).** The website: **https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 3).** (1379/24-25)

ফ্যাশন ও রূপচর্চা

পোশাকে গ্র্যামিতে কানইয়ের স্ত্রী বিয়াঙ্কা

যুক্তরাষ্ট্রের লস অ্যাঞ্জেলেসের ক্রিপ্টোডটকম অ্যারেনায় ৬৭তম গ্র্যামি অ্যাওয়ার্ডসের আসরে যে মার্কিন র‍্যাপার কানইয়ে ওয়েস্ট আসবেন, এটা অপ্রত্যাশিতও ছিল। গতকাল রাতে বসেছিল এ আসর। সেখানে ৪৭ বছর বয়সী কানইয়ে লালগালিচায় হাজির হন স্ত্রী বিয়াঙ্কা সেনসরির সঙ্গে। গ্র্যামির আসরে কানইয়ে শেষবার এসেছিলেন ৬ বছর আগে, মঞ্চে উঠেছিলেন 'অনলি ওয়ান' গানটি গাওয়ার জন্য। সেটা তিনি লিখেছিলেন মেয়ে নর্থ ও প্রয়াত মা ডোন্ডার জন্য। তবে বিরতি দিয়ে উপস্থিতির কারণে নয়, কানইয়ে এখন আলোচিত স্ত্রী বিয়াঙ্কার পোশাকের কারণে। ঘটনার শেষ এখানেই নয়। অনুষ্ঠান শুরু হওয়ার আগেই গুঞ্জন ওঠে, পোশাকের কারণে এই দম্পতিকে

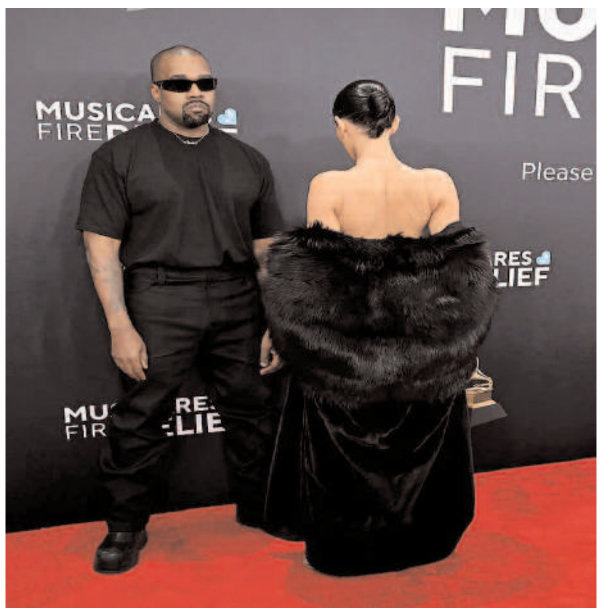

অনুষ্ঠান থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। তবে সব জল্পনাকল্পনার শেষে দেখা গেল, তেমন কিছু হয়নি। বরং লালগালিচায় ছবি তোলার পর গাড়িতে উঠে চলে যান নিজেরাই, স্বেচ্ছায়। পুলিশ ও গ্র্যামির নিরাপত্তাকর্মীরা তাঁদের বের করে দেননি। ৪৭ বছর বয়সী কানইয়ে ও তাঁর ৩০ বছর বয়সী স্ত্রী বিয়াঙ্কা দুজনেই প্রথমে পরে এসেছিলেন কালো রঙের পোশাক। ওয়েস্টের গায়ে ছিল কালো প্যান্ট আর টি-শার্ট। বিয়াঙ্কা পরেছিলেন কালো রঙের পশমের একটি ওভারকোট।

লালগালিচায় তিনি সেটি খুলে ফেলেন। কোনো রকম অন্তর্বাস ছাড়াই স্বচ্ছ নুড রঙের ইনার পরেছিলেন। মসৃণ খোঁপা ও মেকআপ ছিল ন্যূনতম। ওয়েস্টকে এবার গ্র্যামিতে সেরা র‍্যাপ গানের জন্য মনোনীত প্রার্থী হিসেবেই আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল।

বিয়াঙ্কা সেনসরি ছাড়াও ক্রিসি টাইগেন ও উইলো স্মিথও অনেকটা স্বচ্ছ পোশাক পরেছিলেন। ৩৯ বছর বয়সী ক্রিসি টাইগেন লালগালিচায় হাঁটেন ক্রিশ্চিয়ান সিরিয়ানোর স্ট্র্যাপলেস ফিশনেট গাউন পরে। কানে ছিল কালো দুল, আঙুলে কয়েকটি আংটি। লালগালিচায় অন্তর্বাসের ট্রেন্ড সেট করেছেন উইলো স্মিথ। এবারের গ্র্যামিতে স্মিথ পরেছেন জমকালো বুস্টিয়ার ও ম্যাচিং ব্রিফ, পায়ে ছিল ভার্চাসের প্ল্যাটফর্ম পাম্প ও ম্যাককুইন ব্র্যান্ডের একটা লম্বা টেইলর কাটের জ্যাকেট। আঙুলে ছিল সোনা ও হীরার স্টেটমেন্ট আংটি।

স্লিমিং পদ্ধতিতে চর্বি কমলেও নিয়মিত শরীরচর্চা ও খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে

বাড়তি ওজন কমিয়ে নিজেকে ফিট আর আকর্ষণীয় দেখাতে অনেকেই বিভিন্ন স্লিমিং সেন্টারে ছুটছেন আজকাল। অনেক স্লিমিং সেন্টার ভালো ছাড়ও দিচ্ছে। এই সেন্টারগুলো কীভাবে ওজন কমায়, কমানোর পর আবার ওজন বেড়ে যায় কি না, এই পদ্ধতিতে ওজন কমানোর কোনো ক্ষতিকর দিক আছে কি না এমন অনেক প্রশ্ন আমাদের মনে আসে। চলুন, উত্তর খোঁজার চেষ্টা করি। ওজন কমানোর সেন্টারগুলোতে স্থূলতা কমায় না, বরং রিজওনাল ফ্যাট বা শরীরের নির্দিষ্ট অংশ যেমন কোমর, মুখ, চিবুক, পেট, নিতম্ব, ঊরুর অংশ থেকে বাড়তি চর্বি কমায়। আবার অনেকে দ্রুত ওজন কমাতে বা বয়সের কারণে ঝুলে যাওয়া চামড়াকে (স্যাগি স্কিন) টান টান করতে স্লিমিং সেন্টারে যায়। এখন আসি কীভাবে ওজন কমানো হয়। অনেক পদ্ধতি আছে, যেমন লাইপোসাকশন, লাইপোলেজার, বডি ফার্মিং, আলট্রাসনিক ক্যাভিটেশন, ইলেকট্রিক্যাল মাসল স্টিমুলেশন। আমাদের শরীরের কিছু চর্বি আছে, যেগুলো শরীরচর্চা ও ডায়েটেও কমতে চায় না। এগুলোকে বলে স্টাবন বা রেজিস্ট্যান্ট ফ্যাট। এই চর্বি কমাতে স্লিমিং সেন্টারের পদ্ধতিগুলো কাজে দেয়। এগুলো বেশির ভাগই একইভাবে কাজ করে। শরীরের যে অংশের চর্বি বা ফ্যাট কমানো প্রয়োজন, সেখানে আগে মার্ক করা হয়। সেখানে লেজার বা ইনজেকশনের মাধ্যমে তরলজাতীয় পদার্থ দিয়ে চর্বিকে গলিয়ে ফেলা হয়। এরপর সাকশন দিয়ে তরল চর্বি বের করে আনা হয়। ইনজেকশন না দিয়ে হাই ফ্রিকোয়েন্সি আলট্রাসাউন্ড দিয়েও চর্বি গলানো যায়। আবার হিট

ব্ল্যাংকেট ব্যবহার করা হয়, যা নির্দিষ্ট জায়গায় অতিরিক্ত ঘাম তৈরি করে চর্বি কমায়। ইলেকট্রিক্যাল মাসল স্টিমুলেশনের মাধ্যমে ইলেকট্রিক ইমপালস দিয়ে মাসলের নড়াচড়া বাড়ানো হয়। ফলে ত্বক টান টান হয় এবং উজ্জ্বলতা বাড়ে, সঙ্গে কিছু চর্বিও কমে। অসুবিধা কী আছে এসব পদ্ধতি একটু ব্যয়বহুল। এই পদ্ধতিগুলো শুধু রিজওনাল ফ্যাট বা শরীরের একটা নির্দিষ্ট অংশের চর্বি কমাতে পারে। তাই যাঁদের ওজন বিএমআইয়ের মধ্যে বা স্বাভাবিক ওজন, কিন্তু হয়তো মুখ বা পেটের চর্বি কমাতে চান, তাদের জন্য উপযোগী। অতিরিক্ত ওজন থাকলে এ পদ্ধতি কার্যকর নয়। এটি স্থায়ী সমাধানও নয়। এই পদ্ধতিতে চর্বি কমালেও নিয়মিত শরীরচর্চা ও খাবার নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। নয়তো আবারও আগের অবস্থা চলে আসবে। সবচেয়ে বড় কমপ্লিকেশন বা জটিলতা হলো অনেক সময় এ পদ্ধতিতে চর্বির কণা ছুটে গিয়ে হার্ট বা মস্তিষ্কের রক্তনালিতে আটকে যেতে পারে, যা মারাত্মক ক্ষতির কারণ হতে পারে। কী করতে হবেওজন কমানোর সবচেয়ে ভালো পদ্ধতি হলো নিয়ন্ত্রিত জীবনবিধান। এ জন্য নিয়মিত শরীরচর্চা করতে হবে এবং সুষম খাদ্যাভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। নিজেকে হাইড্রেটেড রাখা বা পর্যাপ্ত জল পান করাটাও খুব জরুরি।

আড়াই কোটি টাকার ইয়াবা উদ্ধার, গ্রেফতার গাড়ি চালক

কদমতলা , ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি গাড়ি সহ আড়াই কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট আটক করল বাগবাসা থানার পুলিশ। এই ঘটনায় গাড়ি চালককে আটক করেছে পুলিশ। ধৃত গাড়ি চালকের নাম মুক্তালিক মিয়া (৩৫)। বাড়ি সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া এলাকায়। এই ঘটনার বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই জানিয়েছেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বাগবাসা থানার পুলিশ নেশা বিরোধী অভিযানে বড়সড় সাফল্য পেয়েছে। পুলিশের কাছে খবর ছিল টিআর০১ডি২৪৯৫ নম্বরের একটি ম্যাক্স গাড়ি রাজ্যে প্রবেশ করবে। সেই খবরের ভিত্তিতে ওসি পার্থ দেব আগে থেকেই রাস্তায় উৎ পেতে বসে থাকেন। গাড়িটি বাগবাসা নাকা পয়েন্টে আসলে ধর্মনগরের এসডিপিও এবং একজন ডিসিএমের উপস্থিতিতে ওই গাড়িতে তল্লাশি চালানো হয়। ওই গাড়ি থেকে ৫০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার হয়। যার কালোবাজারি মূল্য আড়াই কোটি টাকা হবে বলে পুলিশ সুপার জানিয়েছেন। এরপরই গাড়ি সহ চালককে আটক করে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা গ্রহণ করা হয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বাগবাসা থানার পুলিশ।

দ্রুত ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান চান ট্রাম্প

ইউক্রেন যুদ্ধ অবসানে টেলিফোনে রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্প নিজেই এ তথ্য জানিয়েছেন বলে নিউইয়র্ক পোস্ট খবর প্রকাশ করেছে। শনিবার রাতে নিউইয়র্ক পোস্ট ট্রাম্পের একটি সাক্ষাৎকার প্রকাশ করে। নিউইয়র্ক পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, গত শুক্রবার এয়ার ফোর্স ওয়ানে (মার্কিন প্রেসিডেন্টকে বহনকারী উড়োজাহাজ) বসে ট্রাম্প তাদের ওই সাক্ষাৎকার দিয়েছেন। প্রেসিডেন্টকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, তিনি কতবার পুতিনের সঙ্গে কথা বলেছেন। জবাবে ট্রাম্প বলেন, এ প্রশ্নের জবাব না দেওয়াই ভালো। তিনি (পুতিন) মানুষের মৃত্যু বন্ধ হওয়া দেখতে চান। নিউইয়র্ক পোস্টে ট্রাম্পের ওই সাক্ষাৎকার প্রকাশের পর রাতে রয়টার্স থেকে এ বিষয়ে জানতে ক্রেমলিন এবং ওয়াশিংটনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল। কিন্তু কারও কাছ থেকেই সাড়া মেলেনি। গত মাসের শেষ দিকে ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেছিলেন, পুতিন ট্রাম্পের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলতে প্রস্তুত আছেন। ওয়াশিংটনও প্রস্তুত, এমন কথা শোনার অপেক্ষায় আছে মস্কো।শুক্রবার ট্রাম্প আরও বলেছেন, ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান নিয়ে আলোচনার জন্য তিনি খুব সম্ভবত আগামী সপ্তাহে দেশটির প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে কথা বলবেন। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি ইউক্রেনে রাশিয়ার আক্রমণের তৃতীয় বার্ষিকী। এই যুদ্ধে কয়েক হাজার মানুষ নিহত হয়েছেন, নিহত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই ইউক্রেনের নাগরিক। ট্রাম্প নিউইয়র্ক পোস্টকে বলেছেন, পুতিনের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সব সময়ই ভালো এবং ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধে তাঁর সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা রয়েছে।এ নিয়ে বিস্তারিত আর কোনো তথ্য ট্রাম্প দেননি। ট্রাম্প আরও বলেন, 'আশা করি এটা দ্রুত হবে। প্রতিদিনই লোকজন প্রাণ হারাচ্ছেন। ইউক্রেনে এ যুদ্ধ খুবই বাজে প্রভাব ফেলেছে। আমি জঘন্য এই জিনিসটি শেষ করতে চাই।'

বটতলা হাওড়া মার্কেট থেকে ইয়াবা ও ব্রাউন সুগার সহ তিন নেশা কারবারি গ্রেফতার

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে আগরতলা শহরের বটতলা হাওড়া মার্কেট থেকে তিন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করে বটতলা ফাঁড়ির পুলিশ। ধতদের কাছ থেকে ইয়াবা ট্যাবলেট এবং চৌদ্দ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ একটি বাইক উদ্ধার করা হয়। রবিবার পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস এই সংবাদ জানিয়েছেন। শনিবার রাতে বটতলা ফাঁড়ির ওসি এসআই শুভজিৎ দেবের কাছে গোপন সূত্রে

খবর আসে, বটতলা হাওড়া মার্কেট এলাকায় তিন যুবক মাদকদ্রব্য বিক্রি করছে। খবর পেয়েই বটতলা ফাঁড়ির ওসি এসআই শুভজিৎ দেব এবং অপর এসআই এল ডার্লং এর নেতৃত্বাধীন পুলিশের একটি টিম বটতলার হাওড়া বাজারে অভিযানে নামে। অভিযান কালে পুলিশ তিন যুবককে আটক করে। তাদের হেফাজতে থাকা ইয়াবা ট্যাবলেট এবং চৌদ্দ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার করে পুলিশ। তাদের কাছ থেকে একটি বাইকও পুলিশ সিজ করে। এনডিপিএস আইনে মামলা নিয়ে পুলিশ এই তিন নেশা কারবারিকে গ্রেফতার করে। ধৃতরা হল গান্ধীগ্রামের সুমন ঘোষ, হাঁপানিয়ার সহদেব দেবনাথ এবং নাগেরজলা মডার্ন ক্লাব সংলগ্ন এলাকার অংকিত দেব।

রবিবার পশ্চিম থানার ওসি পরিতোষ দাস জানান, ধৃতদের কাছ থেকে উদ্ধার করা ব্রাউন সুগার এবং ইয়াবা ট্যাবলেট এর কালোবাজারী মূল্য ৫০ হাজার টাকার উপর। ধৃতদের রবিবার পুলিশ রিমান্ডের আবেদন জানিয়ে আদালতের সুপর্দ করা হয় বলে জানান পশ্চিম থানার ওসি।

ধূমপান করেননি, এমন মানুষদের যাঁরা ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন

কখনোই ধূমপান না করা মানুষদের ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হার ক্রমাগত বাড়ছে। এ ক্ষেত্রে বায়ুদূষণকে একটি উল্লেখজনক কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার ক্যানসারবিষয়ক গবেষণা সংস্থা আইএআরসি এসব তথ্য জানিয়েছে। আইএআরসির তথ্য অনুসারে, চির-অধূমপায়ীদের ফুসফুসের ক্যানসার এখন বিশ্বব্যাপী ক্যানসারে মৃত্যুর পঞ্চম সর্বোচ্চ কারণ বলে মনে করা হচ্ছে। আইএআরসি বলছে, কখনো ধূমপান না করা ব্যক্তিদের ফুসফুসের ক্যানসার মূলত অ্যাডেনোকার্সিনোমা (ফুসফুস ক্যানসারের একটি ধরন) হিসেবে দেখা দিচ্ছে। ফুসফুস ক্যানসারের চারটি উপধরনের মধ্যে অ্যাডেনোকার্সিনোমা প্রধান। ল্যানসেট রেসপিরেটরি মেডিসিন সাময়িকীতে প্রকাশিত আইএআরসির এক গবেষণা প্রতিবেদন বলছে, ২০২২ সালে প্রায় ২ লাখ মানুষের অ্যাডেনোকার্সিনোমার সঙ্গে বায়ুদূষণের সংস্পর্শে আসার সম্পৃক্ততা ছিল। গবেষণা অনুযায়ী, অ্যাডেনোকার্সিনোমার সঙ্গে বায়ুদূষণের সম্পৃক্ততা বেশি পাওয়া গেছে পূর্ব এশিয়ায়, বিশেষ করে চীনে। সমীক্ষাটির শীর্ষ লেখক আইএআরসির ক্যানসারবিষয়ক নজরদারি শাখার প্রধান ফ্রেডি ব্রে গার্ডিয়ানকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেন, গবেষণায় পাওয়া ফল থেকে বোঝা যাচ্ছে, ফুসফুস ক্যানসারের ঝুঁকির ধরন বদলে যাওয়ার বিষয়টিকে জরুরি ভিত্তিতে নজরে আনা প্রয়োজন। ধূমপান যদি ফুসফুস ক্যানসারের প্রধান কারণ না হয়ে থাকে, তবে বায়ুদূষণের মতো অন্য সম্ভাব্য কারণগুলো শনাক্ত করতে আরও গবেষণা হওয়া প্রয়োজন বলেও মনে করেন তিনি। বিশ্বজুড়ে উল্লেখ যোগ্যসংখ্যক মানুষ ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হন। ২০২২ সালে বিশ্বে প্রায় ২৫ লাখ মানুষের ফুসফুস ক্যানসার শনাক্ত হয়েছে। ফুসফুস ক্যানসারের চারটি প্রধান উপধরন হলো অ্যাডেনোকার্সিনোমা, স্কুয়ামাওয়াস সেল কার্সিনোমা, স্মল সেল কার্সিনোমা ও লার্জ সেল কার্সিনোমা। আইএআরসি বলছে, অ্যাডেনোকার্সিনোমা নারী ও পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রধান উপধরন হিসেবে আসছে। ২০২২ সালে ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়া পুরুষদের ৪৫. ৬ শতাংশ এবং নারীদের ৫৯ .৭ শতাংশ অ্যাডেনোকার্সিনোমা উপধরনে ভুগছিলেন। ২০২০ সালে পুরুষদের ক্ষেত্রে এই হার ছিল ৩৯ শতাংশ এবং নারীদের ক্ষেত্রে এই হার ৫৭ . ১ শতাংশ। আইএআরসি বলেছে, কখনো ধূমপান করেননি, এমন মানুষদের যাঁরা ফুসফুসের ক্যানসারে আক্রান্ত হয়েছেন, তাঁদের ৭০ শতাংশই অ্যাডেনোকার্সিনোমায় আক্রান্ত। গত ৪০ বছরে বেশির ভাগ দেশে ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত পুরুষদের হার কমলেও নারীদের আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা ক্রমাগত বাড়তে দেখা গেছে। এখনো ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের বেশির ভাগই পুরুষ (২০২২ সালের হিসাব অনুসারে প্রায় ১৬ লাখ)। তবে নারী ও পুরুষদের ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার হারের মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে। ২০২২ সালে প্রায় ৯ লাখ নারীর ফুসফুস ক্যানসার শনাক্ত হয়েছে। ২০২৩ সালে গার্ডিয়ানে প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, যুক্তরাজ্যে প্রথমবারের মতো ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত নারীর সংখ্যা পুরুষের সংখ্যাকে ছাড়িয়ে গেছে। তখন নারীদের স্তন ক্যানসারের মতো করেই ফুসফুস ক্যানসারের বিষয়ে সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ক্যানসার বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, নারীদের যেমন স্তনে চাকা বোধ হলেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা করাতে হবে, তেমনি ফুসফুস ক্যানসারের লক্ষণগুলো নিয়েও সতর্ক থাকতে হবে। বিশ্বে কখনোই ধূমপান করেননি, এমন মানুষদের ফুসফুস ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার শতকরা হার কত, তা জানা যায়নি। শুধু এই প্রবণতা যে বাড়ছে, সে আলামত পাওয়া গেছে। ধূমপান ছাড়াও আর কী কারণে ফুসফুসের ক্যানসার হয়, তা জানতে চেষ্টা চালাচ্ছেন বিজ্ঞানীরা।

ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ইলন মাস্ক

যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের ওপর ছড়ি ঘোরাতে শুরু করেছেন ইলন মাস্ক। বিশ্বের শীর্ষ এই ধনীর হাতে নজিরবিহীনভাবে ক্ষমতা দিয়ে রেখেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। আর বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা বাড়ছে। দক্ষিণ আফ্রিকার বংশোদ্ভূত মাস্ক মার্কিন সরকারি কোষাগারে পাওনা মেটানোর ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ নিয়েছেন। এটি লাখো কোটি ডলারের ব্যবস্থাপনা করে। মাস্ক একাই যুক্তরাষ্ট্রের মানবিক সহায়তা সংস্থা ইউএসএআইডি বন্ধ করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। এমনকি সংস্থাটির দুই শীর্ষ কর্মকর্তাকে বের করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা করেছেন তিনি। মাস্ক এমন একজন ব্যক্তি, যিনি সব সময় অনির্বাচিত আমলাদের বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করতে পছন্দ করেন। কিন্তু এখন তিনি নিজেই প্রায় কোনো রকম জবাবদিহি ছাড়া ট্রাম্পের সরকার ছোট করে আনার প্রচেষ্টাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন।

গত সোমবার ওভাল অফিসে এ ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে ট্রাম্প বিষয়টিকে হালকা করে দেখার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন, 'আমাদের অনুমোদন ছাড়া ইলন মাস্ক কিছুই করতে পারেন না, করবেনও না।' ট্রাম্প আরও বলেন, 'যেখানে যথাযথ হবে, সেখানে আমরা তাঁকে অনুমোদন দেব।

যেখানে যথাযথ হবে না, সেখানে দেব না।'মাস্কের উদ্দেশ ট্রাম্প বলেন, 'তিনি সব কথা জানান। এ ব্যাপারে তিনি খুবই একনিষ্ঠ। আমি তাঁর তারিফ করি।' ট্রাম্পের সরকারে মাস্কের ক্ষমতা প্রায় অসীম বলে মনে হচ্ছে। ফলে ডেমোক্র্যাটরা মাস্ক ও ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অসাংবিধানিকভাবে ক্ষমতা দখলের অভিযোগ তুলেছেন।

ইঞ্জিনিয়ারদের কর্মক্ষেত্রে সততা ও স্বচ্ছতা বজায় রাখতে পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহার

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সততা এবং স্বচ্ছতার সাথে রাজ্যের কর্মযজ্ঞে সামিল হতে ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। রবিবার আগরতলায় নজরুল কলাক্ষেত্রে স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় এই বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। স্টেট ইঞ্জিনিয়ার্স এসোসিয়েশন ত্রিপুরার বার্ষিক সাধারণ সভা রবিবার রাজধানীর নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে উদ্বোধক তথা প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পূর্ত দপ্তরের মুখ্য বাস্তুকার রাজীব দেববর্মা। সম্মেলনের উদ্বোধন করে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নির্মাণ কাজে টেন্ডার বা পদ্ধতিগত কারণে সময় লাগবেই। কিন্তু কোন কাজে যেন গ্যাপ বা শূন্যতা না থাকে। কাজের ফিনিশিং খুব ভালো হতে হবে।রাজ্যের উন্নয়নে নির্মাণ কাজের পাশাপাশি রাজ্যের উৎপাদিত রাবার, বাঁশ-বেত এবং আগর নিয়েও কিছু করা যায় কিনা সে বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করার জন্য ইঞ্জিনিয়ারদের প্রতি আহ্বান রাখেন মুখ্যমন্ত্রী। ইঞ্জিনিয়ারদের মনে করিয়ে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আপনাদের সততার সাথে কাজ করতে হবে। সততা এবং স্বচ্ছতা ছাড়া মানুষের মন জয় করা যায় না। সদ্য সমাপ্ত দিল্লি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফলেও এই দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, রাজ্যে এখন ইঞ্জিনিয়াররা স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে পারছেন। করতে পারছেন সংগঠনও। আগে সংগঠনে কে কোন পদ পাবেন তা বাইরে থেকে বলে দেওয়া হত।আমাদের

সময়ে এই নীতি নেই। সংগঠনের সদস্যদের সিদ্ধান্তই সব। এই ধরনের পলিটিক্স আমরা করি না বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র তথা বিধায়ক দীপক মজুমদার। তিনি জানান, রাজ্যের উন্নয়নে সবচেয়ে বেশি ভূমিকা রয়েছে ইঞ্জিনিয়ারদের। আপনারা পরিকাঠামোগত উন্নয়নের সাথে সরাসরি যুক্ত রয়েছেন। কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের প্রকল্পগুলি বাস্তবায়নে আপনাদের ভূমিকা রয়েছে। মেয়র আরো জানান, ২০১৮ সালের পরে সবচেয়ে বেশি পরিবর্তন হয়েছে রাজ্যের আইন-শৃঙ্খলার। রাজ্যের উন্নয়নে আইন-শৃঙ্খলা আগে ছিল একটা প্রধান অন্তরায়। আর বর্তমানে হয়েছে প্রধান সহায়ক বিষয়।বর্তমানে রাজ্যের যে কোন স্থানে আপনারা কাজের পরিবেশ পাচ্ছেন এটা আগে ছিল না।

Name Change

I, Ranjit Kumar Jha (Old Name) son of Anugrah Narayan Jha, residing at Agomony Apartment 57/5 M M. Feedar Road, Adamas International School Club Town Residency, Belgharia, North 24 Pgs Pin- 700056, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Ranjit Jha (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. Ranjit Jha (New Name) and Ranjit Kumar Jha (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Arup Dhar (Old Name) son of Suman Dhar, residing at Bamunmura Main Road, P.O.- Badu, P.S.- Barasat, Dist- North 24 Pgs, Pin-700128, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Arup Kanti Dhar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. Arup Kanti Dhar (New Name) and Arup Dhar (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I,Shakeel Shamsi (Old Name) son of Late Md. Kadeem Shamsi,residing at 63, B.R.B.B. Road, Canning Street, 3rd Floor, P.O.- G.P.O.,P.S. - Burrabazar, Kolkata- 700001, W.B, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Md Shakil Shamsi (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 06/02/2025. Md Shakil Shamsi (New Name) and Shakeel Shamsi (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, ANUPAM DAN, FATHER OF ANURAG DAN,R/O - ARUN DAS GUPTA SARANI, DHAKESHBARI COLONY, BURDWAN - I, BARDDHAMAN, WEST BENGAL, 713103,DO HEREBY DECLARE THAT MY MINOR SON ANURAAG DAWN (OLD NAME), SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS ANURAG DAN (NEW NAME) VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC ATKOLKATA (AFFIDAVIT NO. 98AB 89506) DATED 06/02/2025.I FURTHER DECLARE THAT ANURAAG DAWN (OLD NAME) AND ANURAG DAN (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Zulekha Khatoon (old name) W/O Rahamat Ali Molla, residing at Z3-522/1, Mistry Ghat Road, Badartala, S.O., Badartala P.S.- Nadial, Kolkata - 700044, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Zulekha Bibi (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 07/02/2025. Zulekha Bibi(new name) and Zulekha Khatoon (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,Jadab Chandra Maity (Old Name) son of Late Basanta Maity, residing at Vill.- Lachhindrapur, East Medinipur, Pin- 721455, P.S.- Mandarmani Coastal, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Jadab Maity (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 31/01/2025. Jadab Maity (New Name) and Jadab Chandra Maity (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, Hasanoor Jaman Sardar (old name) son of Md Akram Ali Sardar, residing at Dakshin Ramchandrakhali, PO- Sonakhali, P.S- Basanti, Baruipur, Pin: 743312, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Md Hasanoor Jaman Sardar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 06/02/2025. Hasanoor Jaman Sardar (old name) and Md Hasanoor Jaman Sardar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Samad Ali Mahaldar S/o Kheder Mahaldar Residing at Vill - Hantra, P.o - Chhoto Andulia, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741124 West Bengal India shall henceforth be known as Chhamad Mahaldar. I declare that Samad Ali Mahaldar and Chhamad Mahaldar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 07-02-2025

Name Change

I, Najrul Islam S/o Iman Ali Sk Residing at Vill+ P.o - Chhoto Andulia, P.s - Chapra, District - Nadia, Pin - 741124 West Bengal India shall henceforth be known as Najrul Islam Sekh. I declare that Najrul Islam and Najrul Islam Sekh is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary public,Kolkata on 07-02-2025

Name Change

I, Sulekha Majumder W/o Kiran Chandra Majumder Residing at Vill - Dhakuria, P.o - Dhakuria Kalibari, P.s - Gaighata, District - 24 Pgs(N), Pin- 743245 West Bengal India shall henceforth be known as Sulekha Hira Majumder. I declare that Sulekha Majumder and Sulekha Hira Majumder is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-02-2025.

Name Change

I, Mary Hembrom (Old Name) W/O Anil Hembrom resident of West Santinagar (Prantik), Howrah, 711227 West Bengal (full address) do hereby declare that I have changed my name from Mary Hembrom (Old Name) to Mary Murmu Hembrom (New /Correct Name) and henceforth I shall be known as Mary Murmu Hembrom (New/Correct Name) in all purpose, vide affidavit no B-1067/02 sworn before notary public at (Howrah) on (20.02.2002) Mary Murmu Hembrom (New/ Correct name) and Mary Hembrom (old name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Tachmatulla Khata (Old Name) son of Shamsel Katha, residing at Vill.- Hosenpur, P.O.- Nurpur, Minakhan, North 24 Pgs, Pin- 743456, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Tachmatulla Katha (New Name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 07/02/2025. Tachmatulla Katha (New Name) and Tachmatulla Khata (Old Name) both are same and identical person.

Name Change

I, NEMI CHAND (Old Name) S/O Late BHANWAR LAL Residing at 27/5 (Plot-272) Sahapur Colony, P.S.-New Alipore, District - Kolkata, Pin - 700053, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as NEMI CHAND SHARMA (New Name) as declared before the Notary Public govt of India vide affidavit Dated 06-02-2025. NEMI CHAND (Old Name) and NEMI CHAND SHARMA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sijy Parakattil Varkey D/o Late Ouseph Varkey Parakattil R/o Vianney Home 9/3 Middleton row Kolkata 700071 in my passport (being no. K6662739) my name has been wrongly recorded as sijy parakattil varkey instead of my actual name Sijy Parakattil & surname Varkey as mentioned in my Aadhaar Card. That Sijy Parakattil Varket and name Sijy Parkattil surname- Varkey both are same and one identical person i.e., myself vide affidavit dated 06.02.25 before Notary Public at Kolkata.

ইউপিএসসি-তে দেশে প্রথম স্থান অধিকার শিলিগুড়ির ছেলে জয়দীপ রায়ের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ইউপিএসসি কম্বাইন্ড জিও-সায়েন্টিস্ট এক্সাম-২০২৪ -এ সারা ভারতে প্রথম স্থান অধিকার করে শহরের মুখ উজ্জ্বল করল শিলিগুড়ির ছেলে জয়দীপ রায়। ইউনিয়ন পাবলিক সার্ভিস কমিশনের মতো কঠিনতম পরীক্ষায় এত বড় সাফল্য অর্জন করায় গর্বিত গোটা শহর। শনিবার তাকে সংবর্ধিত করলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তার হাতে একটি পুরস্কারও তুলে দেন মেয়র। শিলিগুড়ি ৪২ নাম্বার ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়দীপ শিলিগুড়ি বয়েজ হাই স্কুল থেকে তার পড়াশোনা শেষ করে উচ্চশিক্ষার জন্য কলকাতার যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হন। এরপর বোম্বে আইআইটি থেকে পড়াশোনা শেষ করেন তিনি। তারপরেই ইউপিএসসি পরীক্ষা দেন, আর তাতেই বাজিমাত। আর কিছুদিন পরেই তিনি জিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অন্তর্গত বৈজ্ঞানিক হিসেবে যোগদান করতে চলেছেন। এদিন মেয়র জানান তার এই জয় মৌলিক গবেষণার ক্ষেত্রে রাজ্য তথা দেশ এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা বড় ছাপ রাখতে পারবে।

দিল্লি জয় বিজেপির, ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত জেলায় উচ্ছ্বাসের ঢেউ

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণদিনাজপুর, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ দীর্ঘ দুই দশক পর দিল্লি বিধানসভায় জয়ের উল্লাসে গোটা ভারত। পাশাপাশি তার আচ পড়েছে ভারত বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী শহর বালুরঘাটে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় বিজেপি কার্যালয়ে। দিল্লির এই জয় বালুরঘাটের জেলা পার্টি অফিসের নেতৃত্বরা ঐক্যবদ্ধে নামলেন এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়। এখানে উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী সহ-সম্পাদক বাপি সরকার ও অন্যান্য কর্মীরা। এই শোভাযাত্রা দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার মুখ্য কার্যালয় থেকে বেরিয়ে বালুরঘাট কালেক্টরি বিল্ডিংয়ের সামনে গিয়ে আবার ফিরে আসে। শোভাযাত্রায় পাশাপাশি ফটকা ফাটিয়ে আবির খেলে এবং পথ চলতি মানুষদের লাড্ডু খাইয়ে দিল্লির জয় পালন করলেন দক্ষিণ দিনাজপুরে বিজেপি কর্মীরা । জেলা সভাপতি স্বরূপ চৌধুরী জানান এই জয় আগামী বিধানসভার পচিমবঙ্গের রাজ্যের জয় এই জয় মুখ্যমন্ত্রী কে হারিয়ে দেওয়ার জয়। সেই কারণেই অকাল বসন্তে গেরুয়া আবিরে মেতে উঠলেন বিজেপি কর্মীরা।

মেয়েদের খেলায় রূপান্তরকামীদের নিষিদ্ধ করলেন ট্রাম্প

৯ ফেব্রুয়ারি ঃ প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নিয়েই ডোনাল্ড ট্রাম্প বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, আমেরিকায় থাকবে দুটি লিঙ্গই। সেই সিদ্ধান্তই কার্যকর করতে শুরু করল প্রশাসন। এবার থেকে রূপান্তরকামীরা আর অংশ নিতে পারবেন না মহিলাদের খেলায়। বুধবারই এই সংক্রান্ত আদেশে স্বাক্ষর করলেন সেদেশের প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প। বুধবার হোয়াইট হাউসের তরফে নির্বাহী আদেশে স্বাক্ষর করেন ট্রাম্প। এরপরই তিনি তিনি বলেন, আমরা মহিলা খেলোয়াড়দের পাশে আছি। মেয়েদের খেলার ঐতিহ্য রক্ষা করতে চাই। পুরুষদের দ্বারা তাঁদের প্রতারিত করতে দেব না। আঘাত করতেও দেব না। এবার থেকে মেয়েদের খেলা শুধুমাত্র মেয়েদেরই। এখানেই শেষ নয়, কার্যত বিজয়ের হাসি হাসলেন ট্রাম্প। বলেন, মেয়েদের খেলাধুলোর বিরুদ্ধে দীর্ঘ যুদ্ধের অবসান হল। অর্থা ট্রাম্পের কথায়, যে সমস্ত পুরুষ নারীসত্ত্বা গ্রহণ করেছেন বা রূপান্তরিত হওয়ার প্রক্রিয়ায় রয়েছেন তাঁরাও আদতে পুরুষ। উল্লেখ্য, চলতি জানুয়ারিতে দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় এসেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। এরপরই তিনি বুঝিয়েছিলেন, আমেরিকায় খাতায় কলমে থাকবে দুটি লিঙ্গ-পুরুষ ও স্ত্রী। শীঘ্রই এই সংক্রান্ত নির্দেশিকা জারি করার কথাও জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর আদেশে পাসপোর্ট নিয়ে অস্বস্তিতে পড়তে চলেছেন মার্কিন তৃতীয় লিঙ্গের নাগরিকরা। শুধু তাই-ই নয়, যাঁরা রূপান্তরকামী বা রূপান্তরিত, তাঁদের ক্ষেত্রে আরও একাধিক নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। মার্কিন বিদেশ দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, তৃতীয় নয়, শুধুমাত্র স্ত্রী ও পুরুষ-এই দুটি লিঙ্গই উল্লেখ থাকবে

পুতিনকে ‘বোকা’ বলে ইউক্রেনের সেনাকে সাহায্য! ১০ তলা থেকে পড়ে মৃত্যু গায়কের

৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পুতিনের রাশিয়ায় আরও এক শিল্পীর রহস্যমৃত্যু! এবার ১০ তলার ফ্ল্যাট থেকে পড়ে মৃত্যু হল রুশ গায়ক ভেদিম স্ট্রয়কিনের। আপাতভাবে দুর্ঘটনা বলে মনে হলেও নেপথ্যে যথেষ্ট রহস্য ঘনিয়েছে। সূত্রের খবর, সেন্ট পিটার্সবার্গে তাঁর আবাসনে হানা দিয়েছিল পুলিশ। তারপরই ১০ তলার জানলা দিয়ে পড়ে গায়কের প্রাণহানির ঘটনায় উঠছে হাজার প্রশ্ন। সত্যিই কি তিনি পড়ে গেলেন নাকি এটা খুন? দেশের প্রেসিডেন্টকে ‘ বলাতেই কি গায়ককে এভাবে প্রাণ দিতে হল? জনতার মনে বহু জিজ্ঞাসারই উত্তর মিলছে না। গায়ক, লেখক, সঞ্চালক হিসেবে জনপ্রিয় হলেও রুশ প্রশাসনের কাছে ভেদিম স্ট্রয়কিনের ইমেজ খুব একটা ভালো ছিল না কখনই। তিনি ছিলেন একেবারেই পুতিন-বিরোধী। ইউক্রেন যুদ্ধের সময় থেকে সেই বিরোধিতা একেবারে চরমে পৌঁছয়। সোশাল মিডিয়ায় লাগাতার পুতিন ও ক্রেমলিনের সমালোচনা করতে থাকেন ভেদিম। ২০২২ সালে একটি পোস্টে তিনি লেখেন, ওই নির্বোধটা (পুতিন) নিজের দেশের লোকজন এবং ভাইয়ের দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ

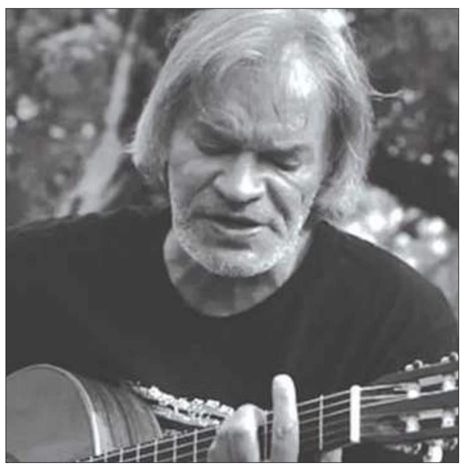

ঘোষণা করেছে! আমি ওর মৃত্যু চাইছি না, কিন্তু চাইছি ওকে ধরে জেলে দেওয়া হোক। এহেন ‘ পোস্টের মাশুলই বোধহয় দিতে হল তাঁকে! যুদ্ধের সময় ইউক্রেনীয় সেনাকে সাহায্যের কারণে ২০ বছর জেলের সাজা হয়েছিল ভেদিমের। কিন্তু আত্মগোপন করে ছিলেন তিনি। এক সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী, বুধবার তাঁরই খোঁজে সেঃট পিটার্সবার্গের আবাসনে হানা দেয় পুলিশ। মৃত্যুর ঠিক আগে ভেদিম নিজের ফ্ল্যাটের রান্নাঘরে গিয়ে জল খাচ্ছিলেন। তারপরই রান্নাঘরের জানলা দিয়ে পড়ে প্রাণ হারান। ফলে এই মৃত্যু কতটা স্বাভাবিক, তা নিয়ে সন্দিহান অনেকেই। মনে করা হচ্ছে, এ নিছকই দুর্ঘটনা নয়, বরং পরিকল্পনা করেই খুন করা হয়েছে প্রতিবাদী গায়ককে। গত নভেম্বরেও এমনই এক ঘটনা ঘটেছিল রাশিয়ায়। পুতিন-বিরোধী নামী ব্যালে নৃত্যশিল্পী ভ্লাদিমির শ্লাইরভের মৃত্যু হয়েছিল পাঁচতলা থেকে পড়ে। পরবর্তীতে তদন্তকারীরা জানান, পিঠে ব্যথার জন্য তিনি পেনকিলার খেয়েছিলেন, যার জেরেই মৃত্যু হয়েছে। শ্লাইরভের মৃত্যু রহস্যে ঘেরা। এবার রহস্যমৃত্যু হল গায়ক ভেদিম স্ট্রয়কিনের।

সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরের ভগ্ন প্রায় দশার হাল ফেরাতে অভিনব উদ্যোগ স্থানীয় যুবকদের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ সুপ্রাচীন ঐতিহ্যবাহী শিব মন্দিরের ভগ্ন প্রায় দশার হাল ফেরাতে অভিনব উদ্যোগ স্থানীয় যুবকদের। ধুপগুড়ি ব্লকের উত্তর কাঠুলিযা. ও দক্ষিণ খট্টিমারি গিলান্ডি ব্রিজ শিব মঃদির সুদীর্ঘ একটা সময় .ধরে গোটা ব্লকের মানুষকে একত্রিত করে শিব চতুর্দশী ও গঙ্গা স্নানের আযোজন করে। পাশাপাশি তিন দিনব্যাপী হরিনাম সংকীর্তন ও খিচুড়ি প্রসাদ বিতরনের মাধ্যমে। তবে একটা সময় .ধরে এই শিব মন্দিরের ভগ্নপায় দশা। তার হাল ফেরাতেই এবার এই অভিনব উদ্যোগ। এক লাকি কুপন খেলার অয়োজন করা হয়েছে স্থানীয় যুবকদের তরফে। এখানে মাত্র ১০০ টাকা খরচ করে আপনি একদিকে মন্দির উন্নতিকল্পে দান করতে পারবেন পাশাপাশি আকর্ষণীয় পুরস্কার জিতে নেওয়ার সুযোগ পাবেন।। পুরস্কারের ডালিতে রয়েছে প্রথম পুরস্কার নগদ কুড়ি হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার নগদ ১৫ হাজার, তৃতীয় পুরস্কার নগদ ৫০০০ এবং সান্তনা পুরস্কার হিসেবে এক হাজার টাকা দেওয়া হবে মোট কুড়িজনকে।

এক্স সার্ভিসম্যান সেলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস

আগরতলা, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস এক্স সার্ভিসম্যান সেলকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্যোগ নিয়েছে। সেই লক্ষে শনিবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আলোচনাসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা। তিনি জানিয়েছেন খুব শীঘ্রই এক্স সার্ভিসম্যান সেলের রাজ্য কমিটি এবং পরবর্তীতে জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করা হবে। তিনি জানিয়েছেন, এআইসিসি এর নির্দেশে ত্রিপুরা প্রদেশ কমিটি তৎপর হয়েছে এক্স সার্ভিসম্যান সেলকে সক্রিয় করার জন্য। তাই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এদিন এক্স সার্ভিসম্যানরা কংগ্রেস ভবনে আসেন। এখানে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। এক্স সার্ভিসম্যান সেলের প্রদেশ কমিটি গঠনের জন্য পদাধিকারীদের নামের তালিকা এআইসিসিতে পাঠানো হবে। সেখান থেকে অনুমোদন পেলে রাজ্য কমিটি পরবর্তী সময়ে জেলা ও মহকুমা কমিটি গঠন করবে। এদিনের বৈঠকে এক্স সার্ভিসম্যানদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়েছে। সেইসাথে অগ্ণিবীর প্রকল্পের বিভিন্ন সমস্যাগুলি নিয়েও আলোচনা হয়েছে। আগামীদিনে সংগঠন রাজ্যে বিভিন্ন ইস্যুতে আন্দোলন কর্মসূচি নেবে বলেও জানিয়েছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশিষ কুমার সাহা।

নয়াবাজারে লঙ্গাই নদী থেকে একটি অবৈধ বালু তোলার মেশিন বাজেয়াপ্ত

পাথারকান্দি (অসম), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ পাথারকান্দি বিধানসভা এলাকাধীন দোহালিয়া ফরেস্ট রেঞ্জের অন্তর্গত বৈঠাখাল ফরেস্ট বিট অফিসের অধীন পয়লামুলির নয়াবাজারে লঙ্গাই নদীর এক নম্বর মহাল থেকে একটি অবৈধ বালু উত্তোলনের পাম্প মেশিন বাজেয়াপ্ত করেছেন বন দফতরের কর্মীরা। জানা গেছে, আজ শনিবার রেঞ্জ অফিসার প্রণব কলিতার নির্দেশে বৈঠাখাল ফরেস্ট বিটের আধিকারিক মিণ্টু বরুয়া দলবল নিয়ে নয়াবাজারে লঙ্গাই নদী থেকে একটি বালু তোলার মোটর পাম্প বাজেয়াপ্ত করেছেন। তবে অবৈধ বালু তোলার মেশিন কাণ্ডে জ।তি কাউকে আটক করতে পারেননি বন কর্মীরা। এমন-কি এই খবর লেখা পর্যন্ত বাজেয়াপ্তকৃত মেশিনের মালিকানা দাবি করে কেউ এগিয়ে এসেছেন বলেও খবর পাওয়া যায়নি। অভিযোগ, এই মহালটি দীর্ঘদিন ধরে সরকারি টেন্ডার বিহীন অবস্থায় রয়েছে। এই সুযোগে একটি দুষ্টচক্র একাংশ বন আধিকারিকদের সাথে গোপন রফা করে অবৈধভাবে সরকারি রাজস্বযুক্ত বালু তোলে অন্যাত্র পাচার করে আসছিল।

দুদিন ব্যাপী পুস্প প্রদর্শনী শুরু হল জলপাইগুড়ি শহরের তিস্তা উদ্যানে

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ আজ শনিবার ও আগামীকাল রবিবার চলবে পুষ্প প্রদর্শনী। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বনদপ্তরের উদ্যান ও কানন (উত্তর) বিভাগের উদ্যোগে এই পুস্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে। মোট চারটি বিভাগে ৫১জন পুষ্প প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিন প্রতিটি বিভাগের স্থানাধিকারীদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয়। বিভিন্ন ধরণের ফুলের বাহারে সাজিয়ে তোলা হয়েছে উদ্যান। এছাড়া ফুলের পাশাপাশি বিভিন্ন সবজির প্রদর্শনী করা হয়েছিল।

এ দিন এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে ফিতে কেটে পুষ্প প্রদর্শনী সূচনা হল। উপস্থিত ছিলেন জলপাইগু।রি বিধায়ক প্রদীপ কুমার বর্মা, অতিরিক্ত প্রধান মুখ্য বনপাল (উত্তরবঙ্গ) রাজেশ কুমার, জেলা পুলিশ সুপার উমেশ খণ্ডবাহালে গণপত, ডিএফও উদ্যান ও কানন (উওর) বিভাগ বিদিশা বসাক সহ অন্যান্য বনাধিকারীকরা।

প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েই ট্রাম্পের বিশেষ ছাড়পত্র কেড়ে নিয়েছিলেন বাইডেন

৯ ফেব্রুয়ারি ঃ বদল নয়, বদলার পথেই হাঁটবেন ডোনাল্ড ট্রাম্প! সেই আশঙ্কাই করেছিলেন জো বাইডেন। তা সত্যি হল। এবার প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের বিশেষ ছাড়পত্র তুলে নিলেন ট্রাম্প। এর ফলে দেশের আর কোনও গোপন নথি হাতে পাবেন না বাইডেন। এক সময় এই একই খেলা খেলেছিলেন তিনি। ২০২১ সালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে শপথ নিয়েই ট্রাম্পের বিশেষ ছাড়পত্র কেড়ে নিয়েছিলেন বাইডেন। এবার ক্ষমতায় ফিরে বর্ষীয়ান ডেমোক্র্যাট নেতাকে সেই অতীতই মনে করিয়ে ‘ নিলেন ট্রাম্প।

শনিবার এক্স হ্যান্ডেলে মার্কিন প্রেসিডেন্ট লেখেন, ‘ বাইডেনের গোপন তথ্য পাওয়ার আর কোনও প্রয়োজন নেই। আমরা তাঁর বিশেষ ছাড়পত্র প্রত্যাহার করছি। প্রতিদিন তিনি যে গোপন খবরগুলো পেতেন সেগুলো আর পাবেন না।’ তিনি যে ‘ নিলেন সেকথা কার্যত উল্লেখ করে এদিন ট্রাম্প লেখেন, ‘ উদাহরণ তো বাইডেন নিজেই তৈরি করেছিলেন। ২০২১ সালে তিনি আমার বিশেষ ছাড়পত্র তুলে নিয়েছিলেন। গোয়েন্দা সংস্থাগুলোকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আমাকে যেন জাতীয় নিরাপত্তার আর কোনও তথ্য দেওয়া না হয়।’ নিজের বক্তব্যে বাইডেনকে কটাক্ষ করতেও

ছাড়েননি ট্রাম্প। প্রাক্তন মার্কিন প্রেসিডেন্টের স্মৃতিশক্তিকে হাতিয়ার করে কড়া ভাষায় তিনি লেখেন, ‘ রিপোর্টে দেখা গিয়েছে, বাইডেনের স্মৃতিশক্তি খুবই কম। দেশের বিভিন্ন গোপন নথির মতো অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনওভাবেই তাঁকে আর ভরসা করা যায় না। আমি দেশের নিরাপত্তা নিয়ে কোনও ঝুঁকি নিতে পারব না। জো বাইডেনের সময় শেষ। আমি এবার মহান আমেরিকা গড়ব।’

সাধারণত আমেরিকার প্রাক্তন প্রেসিডেন্টদের হাতে থাকে এই ক্ষমতা। তাঁরা চাইলে এফবিআই কিংবা সিআইএ-এর মত গোয়েন্দা সংস্থার গোপন নথি দেখতে পারেন। মার্কিন সেনাবাহিনী কিংবা প্রতিরক্ষার ক্ষেত্রে বিভিন্ন গোপন তথ্যও প্রতিনিয়ত জানতে পারেন। যেকোনও জায়গায় যাওয়ার ক্ষেত্রে নিরাপত্তাতেও বিশেষ ছাড় থাকে তাঁদের। ২০২১ সালে আমেরিকার ৪৬তম প্রেসিডেন্ট হিসাবে ক্ষমতায় এসেছিলেন বাইডেন। তখন ক্যাপিটল হিলে হামলার জন্য ট্রাম্পের এই ছাড়পত্র তুলে নিয়েছিলেন তিনি। বলেছিলেন, ট্রাম্পের আচরণ সংযত নয়। এটাই প্রমাণ তিনি দেশের গোপন তথ্য পাওয়ার যোগ্য নন। তাই এই ক্ষমতা আমরা প্রত্যাহার করছি।’ সেই ক্ষত ভুলে যাননি ট্রাম্প। অপেক্ষা করছিলেন সঠিক সময়ের। সুযোগ পেয়েই এবার নিজের বদলা নিয়ে নিলেন তিনি। ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হলে যে তাঁর ঘনিষ্ঠদের উপরেও খাঁড়া নেমে আসবে তা বুঝে ছিলেন বাইডেন। তাই গত ১০ জানুয়ারি প্রেসিডেন্ট পদের শেষলগ্নে এসে ‘কোভিড যোদ্ধা’ অ্যান্ট নি ফাউচি এবং প্রাক্তন সেনাকর্তা মার্ক মাইলিকে ‘রক্ষাকবচ দিয়ে গিয়েছিলেন তিনি। ‘ পাওয়ার’ বা পদ প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতার এহেন প্রয়োগ আমেরিকায় বেনজির। ২০ জানুয়ারি আমেরিকার ৪৭তম রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে শপথ নেন ট্রাম্প। তার আগে পদের শক্তি ব্যবহার করে ফাউচি ও মাইলিকে ক্ষমার শংসাপত্র দেন বাইডেন। সাধারণত, দোষীদের এহেন শংসাপত্র দেওয়া হয়।

ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হওয়া ৪ দুষ্কৃতী গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ ফের ডাকাতির ছক বানচাল শিলিগুড়ি থানা পুলিশের। গতকাল রাতে চার দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতদের নাম পঙ্কজ বসাক, সোনা বাবু সাহানি, গোপাল শর্মা এবং পলাশ মন্ডল। গোপন সূত্রে খবর পাওযা. মাত্র শিলিগুড়ি থানার এঃিট ক্রাইমের পুলিশ বিশেষ অভিযান চালায. সূর্য সেন পার্কের কাছে মহানন্দা পাড়ায় নদীর চরে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে সেখানেই বেশ কয়েকজন দুস্কৃতী জড়ো হযেছিল অপরাধমূলক কাজ সংগঠিত করার জন্য। পুলিশ আসার খবর পেয়েই বেশ কয়েকজন দুস্কৃতী পালিযে .যায .সেখান থেকে। যদিও চার দুস্কৃতীকে ডাকাতির উদ্দেশ্যে নিযে. আসা একাধিক সরঞ্জাম সহ গ্রেপ্তার করতে পেরেছে পুলিশ। আজ ধৃত চারজনকে আদালতে পেশ করে পুলিশ। অন্যদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

ইরানের ভাঁড়ারে দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র

৯ ফেব্রুয়ারি ঃ গোপনে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি করছে ইরান। এমনই দাবি ফ্রান্সভিত্তিক ইরানের সরকারবিরোধী রাজনৈতিক সংগঠন এনসিআরআইয়ের। তাদের চাঞ্চল্যকর দাবি, সেই ক্ষেপণাস্ত্রের পাল্লা ৩ হাজার কিমি। অর্থা ইরান থেকে উৎক্ষেপণ করলে তা ইউরোপের বহু দেশে গিয়ে আছড়ে পড়বে! যার মধ্যে রয়েছে গ্রিসের মতো দেশও।

রেলিং ভেঙে প্রায় ৩০ ফুট নীচে ছড়ায় আগরতলাগামী ডিআই ট্রাক

বাজারিছড়া (অসম), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ করিমগঞ্জ জেলার অন্তর্গত বাজারিছ।ার সলগই বাজার এলাকায় ৮ নম্বর জাতীয় স।কে সেতুর রেলিং ভেঙে প্রায় তিরিশ ফুট নীচে হাতাইছড়ায় গড়িয়ে পড়েছে সামগ্রী বোঝাই একটি ডিআই ট্রাক। জানা গেছে, অনলাইন সংস্থার সামগ্রী বোঝাই এএস ০১ আরসি ৭৬২২ নম্বরের একটি ডিআই কেম্প্রাই ট্রাক গুয়াহাটি থেকে ত্রিপুরার আগরতলা যাচ্ছিল। কিন্তু নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রাকটি দুর্ঘটনার কবলে প।ে। বিকট শব্দ শুনে সলগইবাজার ভিডির কর্মীরা দ্রুত গিয়ে অল্পবিস্তর আহত চালককে উদ্ধার করে চিকিসার ব্য।বস্থা করে দেন। খবর পেয়ে বাজারিছড়া পুলিশ তদন্তে নেমেছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

অল ত্রিপুরা এমজিএন রেগা এমপ্লোইজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশানের সভা

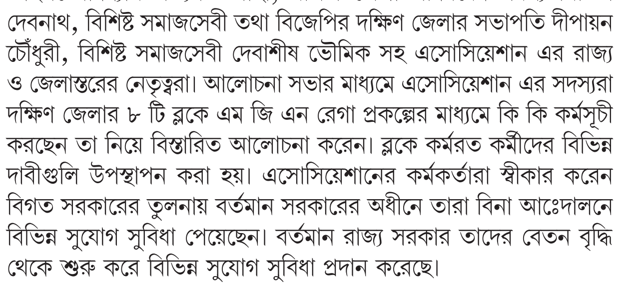

শান্তিরবাজার (ত্রিপুরা), ৯ ফেব্রুয়ারি ঃ শনিবার দক্ষিণ ত্রিপুরার শান্তিরবাজারের মুকুট অডিটরিয়ামে অল ত্রিপুরা এমজিএন রেগা এমপ্লোইজ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশান এর উদ্যোগে জেলাভিত্তিক প্রথমবারের মত আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়। প্রদীপ প্রজ্বলনের মধ্য দিয়ে আলোচনা সভার শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত। আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজনগর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়িকা স্বপ্না মজুমদার, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপ্না বৈদ্য, ভাইসচেয়ারম্যান সত্যব্রত সাহা, দক্ষিণ জেলা পরিষদের সদস্য নিতিশ দেবনাথ, বিশিষ্ট সমাজসেবী তথা বিজেপির দক্ষিণ জেলার সভাপতি দীপায়ন চৌঁধুরী, বিশিষ্ট সমাজসেবী দেবাশীষ ভৌমিক সহ এসোসিয়েশান এর রাজ্য ও জেলাস্তরের নেতৃত্বরা। আলোচনা সভার মাধ্যমে এসোসিয়েশান এর সদস্যরা দক্ষিণ জেলার ৮ টি ব্লকে এম জি এন রেগা প্রকল্পের মাধ্যমে কি কি কর্মসূচী করছেন তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। ব্লকে কর্মরত কর্মীদের বিভিন্ন দাবীগুলি উপস্থাপন করা হয়। এসোসিয়েশানের কর্মকর্তারা স্বীকার করেন বিগত সরকারের তুলনায় বর্তমান সরকারের অধীনে তারা বিনা আঃেদালনে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা পেয়েছেন। বর্তমান রাজ্য সরকার তাদের বেতন বৃদ্ধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা প্রদান করেছে।

গঙ্গার ঘাট কালীঘাট থেকে কলকাতা নামের উৎপত্তি

সম্বুদ্ধ দত্ত ঃ কলকাতা কথাটা শুনলেই কোথায় যেন অবচেতন মনে মা কালী এবং কালীঘাট কথাটা মনে আসে। কলকাতার সঙ্গে মা কালীর নাম একেবারে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে আছে। কলকাতা নামের ইতিহাস আলোচনায় অনিবার্য ভাবে বার বার উঠে এসেছে কালী মায়ের মন্দির সংলগ্ন গঙ্গার ঘাট কালীঘাট থেকে কলকাতা নামের উৎপত্তি। ব্যাপারটা এমন যেন, কালী ছাড়া কলকাতা সে আবার কেমন কথা। সারা ভারতবর্ষের মানুষের কাছে কালী মানেই - কলকাত্তাওয়ালী। আর কলকাতার কালী মানেই কালীঘাট ।

বাঙালির সঙ্গে মা কালীর সম্পর্ক ঠিক যেন মা ও সন্তানের মতো। মা ছাড়া সন্তান যেমন অস্তিত্বহীন ঠিক তেমনই মা কালী ছাড়া বাঙালিও অস্তিত্বহীন । তাই বাঙালি কথায়. কথায়.‘ মা কালীর দিব্যি’ দিয়ে কথা বলে নিজের কথার সত্যতাকে প্রতিষ্ঠিত করে। ভারতবর্ষের যে প্রান্তে বাঙালি বসতি গড়েছে তার সঙ্গে গড়ে তুলেছে একটা কালী মন্দির । মা কালীর সঙ্গে বাঙালির জীবন অর্থাৎ কালী আর বাঙালি মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে।

ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায় আমাটির (বরানগর) মহাপন্ডিত সাবর্ণ রাযচৌধুরী বংশের শিশু গঙ্গোপাধ্যায়কে সেনরাজারা ভাগীরথীর পূর্বতীরে (বর্তমান দক্ষিনেশ্বর) থেকে দক্ষিনে বেহুলাপুরী (বর্তমান বেহালা) পর্যন্ত অঞ্চল দান করেন। যা কালীক্ষেত্র নামে পরিচিত । কালীক্ষেত্র এবং কালীঘাটের কথা বহু প্রাচীন গ্রন্থে পাওয়া যায়। কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্তী রচিত ‘ কাব্যের’ বণিক খন্ডে কালীঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে কালীঘাট কে পুন্যস্থান বলে উল্লেখ

করেছেন। সেসময়ে আদিগঙ্গার পথ ধরে বণিকরা যাতায়াতের সময় এখানে মা কালীকে পুজো দিয়ে তবেই বানিজ্যে যেতেন। গুপ্তযুগেও কালীঘাটের পুণ্যভূমি নামে খ্যাতি ছিল । এমনকি বহু প্রাচীন ‘ গোবিন্দপুরের প্রান্তে গঙ্গাতীরে কালীকাদেবী মা কালীর কথার উল্লেখ আছে। তাছাড়া ‘ গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীতেও’ কালীঘাটের কথা জানতে পারা রায় । আরও পিছনে ফিরে গেলে দেখা যায় টলেমির তাঁর ভারতের গঙ্গার তীরবর্তী ভৌগলিক বর্ণনায় ‘ কথা লিখে গেছেন। সুতরাং কালীক্ষেত্র কালীঘাটের পরিচিতি ও মাহাত্ম্য যে বহু পুরোনো এবং ইতিহাস সমৃদ্ধ সে ব্যাপারে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই ।

কালীঘাট ও দেবী কালিকা সম্মন্ধে অনুসন্ধান করে ‘ গ্রন্থ থেকে প্রথমেই দুই যোগীর নাম জানা যায় । এই দুজনের একজন যোগী ব্রহ্মানন্দ গিরি , অন্য জন যোগী আত্মারাম । জনশ্রুতি এই দুই যোগী পুরুষের তপস্যার মধ্যে দিয়েই কালীঘাটের মা কালীর আত্মপ্রকাশ। কথিত আছে, ব্রহ্মানন্দ গিরি মায়ের দর্শনের কামনায় নীলগিরি পর্বতের নির্জনে একটা বড় পাথরের উপর বসে কঠিন তপস্যা করেন ।নষ্ট। গেল। ধীরে ধীরে বাড়তে শুরু করলো সাধারণ মানুষের আনাগোনা । এছাড়াও কালীঘাটের ইতিহাসের সঙ্গে সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের অন্য এক সদস্য কেশবচন্দ্র রায়চৌধুরীর নাম জড়িয়ে আছে। কেশবচন্দ্র ছিলেন একজন ব্রহ্মচারী পুরুষ। অনেকের মতে এই কেশবচঃদ্র রাযচৌধুরী প্রথম আদিগঙ্গার পাশে জঙ্গলের মধ্যে মা কালীর খোঁজ পান। প্রচলিত আছে কেশবচন্দ্র এখানে বনের মধ্যে ধ্যান করতেন। একদিন ধ্যানের মধ্যে তিনি জানতে পারেন সতী মায়ের ডান পায়ের চারটে আঙ্গুল এখানে পড়েছে। স্বপ্নে দেখা একটি কুন্ডের মধ্যে দেবী মায়ের একটা পাথরের মূর্তি এবং পায়ের আঙ্গুলের দর্শন পেলেন। কেশবচন্দ্র মন্দির তৈরি করে মা কালীকার সেই পাথরের মূর্তি দেবগৃহ নির্মান করে প্রতিষ্ঠিত করলেন। মা কালী সকল ভক্তদের কাছে উন্মুক্ত হল কালীঘাট মন্দিরের কথায় আরও এক সাবর্ণ রায়চৌধুরী পরিবারের কর্তা ব্যক্তির নাম চলে আসে । তিনি রাজীবলোচন রায়চৌধুরী । কালের নিয়মে কেশবচন্দ্রের তৈরি কালী মন্দির পুরনো এবং জীর্ণ হয়ে এলে রাজীবলোচন নতুন করে বড় আকারে নির্মাণ করেন। রাজীবলোচন রায়চৌধুরীর তৈরি মন্দির হল আজকের মূল কালীঘাটের কালীমন্দির । পরবর্তী সময়ে দেশের এবং বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলের রাজা , জমিদার এবং বিত্তশালী ভক্ত ব্যক্তির সাহায্যে মন্দিরের সম্প্রসারন ও সংস্কারের সঙ্গে সঙ্গে মাকে নানা অলংকারের সাজিয়ে তোলা হয়। এই নবরূপে সজ্জিত মায়ের রূপ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করি। কালীঘাট মন্দিরের কালীপুজোর নিয়ম অন্য কালীক্ষেত্র থেকে একটু আলাদা । কালী পুজোর দিন মায়ের মন্দিরে কিন্ত্তু কালীপুজো হয়না। ওই দিন অমাবস্যায় অলক্ষীকে দূর করে সন্ধ্যার লক্ষীপুজো করা হয় । এখানে দক্ষিনা কালীকে লক্ষীকালী রূপে পূজো করা হয়। এটাই কালীঘাট মন্দিরের চিরাচরিত পরম্পরা। যা আজও সমান ভাবে হয়ে চলেছে। কালীঘাট একান্ন পীঠের অন্যতম একচল্লিশতম পীঠ । এখানে ভৈরবী, বগলা, কমলা, বিদ্যা, চন্ডী, ব্রাহ্মী, মাতঙ্গী এবং মহেশ্বরী এই আট শক্তির আধার বিদ্যমান। উপরন্ত তিন মহা শক্তি - মহাকালীর বেদী , নকুলেশ্বর ভৈরব এবং মা গঙ্গা পাশাপাশি অবস্থান করায় ধর্ম পিপাসু মানুষের কাছে কালীঘাটের মাহাত্ম্যে বৃদ্ধি পেয়ে এই পুণ্যভূমি এক পবিত্র তীর্থ ক্ষেত্রে পরিনত হয়েছে।

মেরিল দ্বারা গুজরাতের ভাপিতে রোবোটিক ইনোভেশন সামিট-এর আয়োজন

৮ ফেব্রুয়ারি ঃ সার্জিক্যাল রোবোটিক্স গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের যাত্রাপথে একটি বড় মাইলফলক। গুজরাতের ভাপির মেরিল অ্যাকাডেমিতে অনুষ্ঠিত রোবোটিক ইনোভেশন সামিটে (আরআইএস), রোবোটিক-অ্যাসিসটেড সার্জারির ক্ষেত্রে সহযোগিতা, উদ্ভাবন এবং আবিষ্কারের জন্য বিশ্বের বিখ্যাত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সার্জনরা সম্প্রতি একত্রিত হয়েছিলেন। অনুষ্ঠানটি মেরিলের যুগান্তকারী এআই-চালিত জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট রোবোটিক সিস্টেম ‘ তুলে ধরে এবং ভারত জুড়ে নিখুঁত অস্ত্রোপচার এবং রোগীর উপচারের উপর সেটির বাড়তে থাকা প্রভাবকে প্রদর্শিত করে। মিসোর সাথে জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে বিপ্লবঃ সামিটটির মূলে ছিল মিসো, যা ২০২৪ সালের জুনে আরম্ভ হয় এবং অল্প সময়ের মধ্যেই এটি গোটা ভারতে ৫০-টিরও বেশি ইনস্টলেশনের মাধ্যমে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। রিয়েল-টাইম অ্যানালিটিক্স এবং প্রিসিশন অ্যালাইনমেন্ট সহ মিসোর উন্নত এআই-ভিত্তিক ক্ষমতাগুলিকে অংশগ্রহণকারীদের সামনে প্রদর্শন করা হয়, যা জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিকে প্রযুক্তি কীভাবে রূপান্তরিত করছে সে সম্পর্কে একটি অনন্য ধারণা প্রদর্শন করে।সামিটটি মিসো ছাড়াও, ইউনি-নী রিপ্লেসমেন্ট , টোটাল হিপ রিপ্লেসমেন্ট , ট্রমা অ্যান্ড স্পাইন সার্জারির ক্ষেত্রে উন্নতি সহ মেরিলের শক্তিশালী আর অ্যান্ড ডি প্রকল্পগুলিকেও তুলে ধরে। এই প্রচেষ্টাগুলি ক্রমাগত উদ্ভাবনের প্রতি মেরিলের অঙ্গীকার এবং সবথেকে কঠিন অস্ত্রোপচারের জন্য প্রয়োজনীয় রোবোটিক সমাধানগুলির সুযোগকে প্রসারিত করায় তার মনোযোগের প্রতিফলন।বিশ্বব্যাপী দক্ষতার সম্মেলনসামিটটিতে শীর্ষস্থানীয় চিন্তাশীল ব্যক্তিরা এবং রোবোটিক সার্জারির পথিকৃরা যোগ দেন, যারা তাদের অভিজ্ঞতা এবং দৃষ্টিভঙ্গি ভাগ করেছেন। সন্ত পরমানন্দ হসপিটালের এইচ.ও.ডি এবং সিনিয়র কনসালটেন্ট ডাঃ শেখর শ্রীবাস্তব বলেন, সম্প্রতি আমি একজন ৫৮ বছর বয়সী রোগীর টোটাল নী রিপ্লেসমেন্ট - এর জন্য মিসো ব্যবহার করেছি। সিস্টেমটির নিখুঁত কাজ উল্লেখযোগ্যভাবে টিস্যুর ক্ষতি কমিয়েছে, যার ফলে দ্রুত উপচার সম্ভব হয়েছে। মিসোর অত্যাধুনিক ক্ষমতাগুলি সার্জারির ফলাফলকে পুনরায় সংজ্ঞায়িত করছে এবং জয়েন্ট রিপ্লেসমেন্ট সার্জারিতে নতুন মান নির্ধারণ করছে। এটির আকার পরিবর্তন করা যায় এবং এটি সহজলভ্য।

আহত রাচিন রবীন্দ্র, গদ্দাফি স্টেডিয়ামের ফ্লাডলাইট নিয়ে প্রশ্ন, টুর্নামেন্টের আগে বিপাকে আইসিসি

লাহোর, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ স্টেডিয়ামের ছন্নছাড়া অবস্থা মিডিয়া নজরে আনতেই সরব হয়েছিল পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। আইসিসির চিন্তা দূর করে দাঁড়িয়েছিল, লাহোর, রাওয়ালপিন্ডি এবং করাচির তিনটি মাঠই বিলকুল প্রস্তুত। সামনেই দক্ষিণ আফ্রিকা ও নিউজিল্যান্ডের সঙ্গে ত্রিদেশীয় সিরিজ। তার পালা মিটলেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির সমস্ত ভেন্যু আইসিসির হাতে তুলে দেওয়া হবে। সেই হিসেবে চলতি সিরিজ ছিল অ্যাসিড টেস্ট। আর তা শুরু হতে না হতেই ডাহা ফেল করল পাকিস্তান। মাঠে, মাঠের বাইরেও। একদিকে কিউয়িদের ৩৩০ রানের জবাবে মাত্র ২৫২-তেই বান্ডিল হয়ে গেলেন বাবর আজমরা। অন্যদিকে খারাপ ফ্লাডলাইটের কারণে নিউজিল্যান্ডের খেয়োয়াড় রাচিন রবীন্দ্রর চোট পাওয়াকে কেন্দ্র করে ঘনাল বিতর্ক। ১৯ তারিখ থেকে টুর্নামেন্ট শুরু। হাতে আর মাত্র দিন দশেক বাকি। তা সত্ত্বেও কেন এতটা পিছিয়ে পাক ক্রিকেট বোর্ড? আদৌ সব আয়োজন সম্পূর্ণ হবে তো? প্রশ্ন, ধোঁয়াশা আর বিতর্কে ঘুরপাক খাচ্ছেন সমর্থকেরা।

আর চিন্তার ভাঁজ গভীর থেকে গভীরতর হচ্ছে আইসিসির। ঘটনাটি ঘটে ৩৮ তম ওভারে। সেই সময় ব্যাট করছিলেন খুশদিল শাহ। ডিপ ব্যাকওয়ার্ড শর্ট লেগের দিকে তিনি শূন্যে শট তোলেন। যা ধরতে চেয়ে দৌড় লাগান রবীন্দ্র। কিন্তু গ্রিপ করার সময় খারাপ আলোর কারণে বল হাত ফস্কে নিউজিল্যান্ডের ফিল্ডারের কপালে লাগে। পরমুহূর্তেই চোখমুখ বেয়ে বইতে থাকে রক্তের ধারা। এই ভয়ংকর ঘটনার পর কালবিলম্ব করেনি নিউজিল্যান্ডের মেডিক্যাল টিম। তক্ষুনি আহত রবীন্দ্রকে মাঠের বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাথমিক চিকিৎসার পর করানো হয় স্ক্যান। রিপোর্ট এখনও আসেনি। সেটা হাতে এলে বোঝা যাবে রবীন্দ্রর চোট কতটা গুরুতর। এই ঘটনা সামনে আসতেই তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন ক্রিকেট অনুরাগীরা। এক্স হ্যান্ডেলে একজন লেখেন, 'পিসিবি-কে অবশ্যই ফ্লাডলাইট মেরামত করা উচিত। রাচিন রবীন্দ্র গোটা পাক ক্রিকেট টিমের চেয়ে ভালো ফিল্ডার। তিনি ক্যাচ ধরতে ভুল করবেন এটা কখনও হতে পারে? গদ্দাফি স্টেডিয়ামের অবস্থা মোটেও ভাল নয়।'

কটকে রোহিত শর্মার 'টাউ টাউ' সেঞ্চুরি
চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে স্বস্তি

কটক, ৯ ফেব্রুয়রিঃ দীর্ঘদিনের প্রত্যাশা। অপেক্ষা। সেই পুরনো রোহিত শর্মাকে ফিরে পাওয়ার। কটকে বীরেন্দ্র শেহওয়াগকে মনে করালেন রোহিত শর্মা। ছক্কা মেরে শতরান করলেন তিনি। বুঝিয়ে দিলেন আবার আগের মেজাজে ফিরেছেন। যে রোহিত মারার বল পেলে মারবেনই। সে তিনি যতই শূন্য রানে থাকুন বা শতরানের মুখে। ছক্কা মারতে দ্বিতীয় বার চিন্তা করেন না। ছক্কাটি মারলেন আদিল রশিদকে। যিনি কিছু ক্ষণ আগেই বিরাট কোহলিকে আউট করেছিলেন। তাঁকে ছক্কা মেরেই এক দিনের ক্রিকেটে ৩২তম শতরানটি করে ফেললেন রোহিত। ৯০ বলে ১১৯ রান করলেন। ভারতকে জয়ের রাস্তা দেখালেন। দীর্ঘ দিন রান পাচ্ছিলেন না রোহিত। একের পর এক ম্যাচে ব্যর্থ হচ্ছিলেন। শেষ বার তিনি শতরান করেছিলেন গত বছর। ৩৩৯ দিন আগে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ধর্মশালা টেস্টে শতরান করেছিলন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে শেষ শতরানটি এসেছিল ২০২৩ সালে। আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে শতরান করেছিলেন তিনি। তার পর থেকে এক দিনের ক্রিকেটে আর শতরান আসেনি। টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটেও রোহিতের শেষ শতরানটি আফগানিস্তানের বিরুদ্ধেই। সেটাও এসেছিল ২০২৪ সালে। কিন্তু গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই রান পাচ্ছিলেন না রোহিত। একের পর এক ম্যাচে অল্প রানে সাজঘরে ফিরতে হচ্ছিল তাঁকে। প্রশ্ন উঠছিল তাঁর দলে জায়গা পাওয়া নিয়েও। মনে করা হচ্ছিল সাদা বলের ক্রিকেটে রান পাবেন। কিন্তু প্রথম এক দিনের ম্যাচে রান না পাওয়ায় সেখানেও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। অবশেষে রবিবার রান পেলেন রোহিত। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে রানে ফিরলেন তিনি। কটকে সমর্থকেরা উপভোগ করলেন তাঁর ইনিংস। একের পর এক ছক্কা মারলেন। ফ্লিক, হুক, পুল মারলেন অনায়াসে। রোহিত ফিরলেন রোহিতে। গত বছর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জয়ের পর থেকেই রান পাচ্ছিলেন না রোহিত। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে গত বছর এক দিনের ম্যাচে

দু'টি অর্ধশতরান করেছিলেন। তার পর থেকে লাল বলের ক্রিকেটই খেলছিলেন রোহিত। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে দু'টি টেস্ট মিলিয়ে চার ইনিংসে রোহিত করেছিলেন মোট ৪২ রান। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে তিনটি টেস্টে ছ'টি ইনিংসে তিনি মোট ৯১ রান করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ায় রোহিতের ব্যর্থতার দিকে আরও বেশি করে আঙুল ওঠে। তিনি প্রথম টেস্ট খেলেননি। দ্বিতীয় টেস্টে খেলতে নেমেছিলেন মিডল অর্ডারে। অস্ট্রেলিয়ায় মোট তিনটি টেস্ট খেলেছিলেন তিনি। রান না পাওয়ার কারণে শেষ টেস্টে নিজেই বসে গিয়েছিলেন রোহিত। অস্ট্রেলিয়ায় তিনটি ম্যাচে পাঁচটি ইনিংস খেলে রোহিত মোট ৩১ রান করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ব্যর্থতার পর সিনিয়র ক্রিকেটারদের রঞ্জি ট্রফি খেলতে একপ্রকার বাধ্য করেন কোচ গৌতম গম্ভীর। কিন্তু রঞ্জিতেও রান পাননি রোহিত। জম্মু-কাশ্মীরের বিরুদ্ধে প্রথম ইনিংসে ৩ রান করেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৮ রান করলেও তিনটি বাউন্ডারি মেরেছিলেন। মনে করা হয়েছিল সাদা বলের ক্রিকেটে ফিরলে রান পাবেন। নাগপুরে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে প্রথম এক দিনের ম্যাচে ২ রানের বেশি করতে পারেননি। সেই সব ব্যর্থতা কাটিয়ে রবিবার রানে ফিরলেন রোহিত। ধারাভাষ্য দেওয়ার সময় সুনীল গাভাসকর বলেন, ''রোহিতকে আউট করার জন্য ইংল্যান্ডকে বিশেষ কিছু করতে হত।'' সেটাই করলেন ফিল্ডার রশিদ। লিয়াম লিভিংস্টোনের বলে বড় শত খেলতে গিয়েছিলেন রোহিত। পিছন দিকে দৌড়ে মিড উইকেটে ক্যাচ নেন রশিদ। তাতেই আউট রোহিত। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ৪৯তম শতরান করে ফেললেন রোহিত। এর মধ্যে ৩২টি এসেছে এক দিনের ক্রিকেটে। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আগে যে পরিসংখ্যান স্বস্তি দেবে ভারতকে। রোহিত ২০২৩ সালের এক দিনের বিশ্বকাপ থেকে অনেক বেশি আগ্রাসী মনোভাব দেখাচ্ছেন ব্যাট করতে নেমে। শুরু থেকেই ব্যাট চলছিল তাঁর। কিন্তু মাঝে রান না পাওয়ায় তাঁর সেই ব্যাটিং নিয়ে প্রশ্ন উঠছিল। কটকে বোলারেরা প্রায় কোনও সাহায্য পাননি। এমন একটা পিচে রোহিত রান করে নিজের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে নেওয়ার সুযোগ পেলেন। তিনি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে দুবাইয়ে পাটা পিচই পাবেন। সেখানেও বোলারদের উপর এই ভাবে শাসন করলে অবাক হওয়ার থাকবে না। এখননিশ্চয়ই ভাবছেন এই টাউ টাউ বিষয়টা কী? কটকে ম্যাচ। ওড়িশার চলিত ভাষায় টাউ টাউ-এর অর্থ তাড়াতাড়ি। রোহিতের সেঞ্চুরিটা অবশ্যই টাউ টাউ। মাত্র ৭৬ বলেই সেঞ্চুরি করলেন রোহিত শর্মা। এর মধ্যে ৯টি বাউন্ডারি, ৭টি ওভার বাউন্ডারি। সেঞ্চুরিও পূর্ণ করলেন ছয় মেরেই। তাও আবার আদিল রশিদের ডেলিভারিতে ইনসাইড আউট শটে। চ্যাম্পিয়নরা যে চ্যাম্পিয়নের মতোই কামব্যাক করেন, দেখিয়ে দিলেন রোহিত শর্মা।

১৪ বছর পর শ্রীলঙ্কায় টেস্ট সিরিজ জিতল অস্ট্রেলিয়া

কলম্বো, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ নাথান লায়নের ডেলিভারিটায় টার্নের সঙ্গে বেশ বাউন্সও ছিল। ৫০ রানে ব্যাটিং করা কুশল মেন্ডিস ঠিকঠাক সামলাতে পারলেন না। বাউন্সে তাল মেলাতে না পারায় টপ এজ হয়ে বল চলে গেল শর্ট ফাইন লেগে দাঁড়ানো স্টিভ স্মিথের হাতে। টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার খুব বেশি সময় লাগবে না, সেটি নিশ্চিত হয়ে যায় এই আউটেই। নবম ব্যাটসম্যান হিসেবে কুশলের আউটের পর শ্রীলঙ্কা আর যোগ করতে পেরেছে মাত্র ১৪ রান। তাতে গলে সিরিজের দ্বিতীয় টেস্ট জিততে অস্ট্রেলিয়ার লক্ষ্য দাঁড়ায় ৭৫ রানের। যা অস্ট্রেলিয়া তাড়া করেছে ৯ উইকেট হাতে রেখে। বড় এই জয়ে ২-০ ব্যবধানে সিরিজও নিশ্চিত করেছে অস্ট্রেলিয়া। সর্বশেষ ১৪ বছরে এশিয়ায় অস্ট্রেলিয়ার দ্বিতীয় সিরিজ জয় এটি। অন্যটি ২০২২ সালে, পাকিস্তানে। পাকিস্তানের বিপক্ষে সিরিজটি বাদ দিলে এশিয়ায় অস্ট্রেলিয়ার সর্বশেষ সিরিজ জয়টিও এসেছিল এই শ্রীলঙ্কার মাটিতে, ২০১১ সালে। এরপর শ্রীলঙ্কার মাটিতে দুই দফায় টেস্ট খেলতে এলেও সিরিজ জিততে পারেনি অস্ট্রেলিয়া। ২০১৬ সালে সিরিজ হারের পর ২০২২ সালে করেছিল ড্র। ৮ উইকেটে ২১১ রান নিয়ে চতুর্থ দিন শুরু করেছিল শ্রীলঙ্কা। লিড ছিল মাত্র ৫৪ রানের। মানে তৃতীয় দিন শেষেই জয়ের সুবাস পাচ্ছিল অস্ট্রেলিয়া। শ্রীলঙ্কার শেষ ভরসা হয়ে টিকে ছিলেন কুশল। প্রথম ইনিংসে ৮৫ রানে অপরাজিত থাকা এই ডানহাতি ব্যাটসম্যান দিন শেষে অপরাজিত ছিলেন ৪৮ রানে। আজ তিনি যোগ করতে পেরেছেন মাত্র ২ রান। সব মিলিয়ে শ্রীলঙ্কা শেষ দুই উইকেট নিয়ে ব্যাটিং করতে পেরেছে আধা ঘণ্টা। শ্রীলঙ্কার এই দুর্দশার মূলে অস্ট্রেলিয়ার দুই স্পিনার নাথান লায়ন ও ম্যাথু কুনেম্যানের ঘূর্ণি। এই দুই স্পিনার দ্বিতীয় টেস্টে দুই ইনিংস মিলিয়ে ৭টি করে উইকেট নিয়েছেন। দুজনে মিলে দুই টেস্টে নিয়েছেন ৩০ উইকেট। কুনেম্যানের ১৬টির সঙ্গে লায়ন নিয়েছেন ১৪টি। ক্যারিয়ারের শেষ টেস্ট খেলা সাবেক অধিনায়ক দিমুথ করুনারত্নে শেষ ইনিংসে করেছেন ১৪ রান। আজ দ্বিতীয় ইনিংসে তাঁর নেতৃত্বেই মাঠে নেমেছিল শ্রীলঙ্কা। এমনকি শেষ দিকে বলও করেছেন এই ওপেনার। তাঁর বলে মারনাস লাবুশেনের সিঙ্গেলেই নিশ্চিত হয় অস্ট্রেলিয়ার ম্যাচ ও সিরিজ জয়। এর আগে দিনের খেলার গতিপথ নির্ধারণ করে দেওয়া কুশলের আউটে নতুন এক কীর্তি গড়েন স্মিথ। অস্ট্রেলিয়ার প্রথম ফিল্ডার হিসেবে (উইকেটকিপার বাদে) টেস্টে ২০০ ক্যাচ ধরার রেকর্ড গড়েছেন তিনি।

শুধু চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জেতা নয়, ভারতকে হারাতেই হবে! কড়া নির্দেশ পাক প্রধানমন্ত্রীর

ইসলামাবাদ, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হচ্ছে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তবে এই টুর্নামেন্টে সবাই একটা ম্যাচের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন। সেটা হল ভারত বনাম পাকিস্তান। আগামী ২৩ ফেব্রুয়ারি এই ম্যাচটা দুবাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আয়োজন করা হবে। ইতিমধ্যে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ একটা বড় মন্তব্য করলেন। তিনি স্পষ্ট জানিয়ে দেন, পাকিস্তানকে শুধুমাত্র চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জিতলেই হবে না। ২৩ ফেব্রুয়ারি দুবাইয়ে ভারতকে হারাতেও হবে। গদ্দাফি স্টেডিয়ামের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসে শরিফ বললেন, ভারতের বিরুদ্ধে সেরা পারফরম্যান্স উজাড় করে দিতে হবে পাকিস্তানকে। শরিফ বললেন, ''আমাদের ক্রিকেট দলও যথেষ্ট ভাল। সম্প্রতি পাক ক্রিকেটাররা সম্প্রতি যথেষ্ট ভাল পারফরম্যান্স করেছে। কিন্তু, এবার আসল পরীক্ষা হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে হবে। তবে শুধুমাত্র এই টুর্নামেন্টের খেতাব জিতলেই হবে না, চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকেও হারাতে হবে। গোটা দেশ ওদের পিছনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।'' ২০২১ সালে আইসিসি ইভেন্টে ভারতকে শেষবার হারিয়েছিল পাকিস্তান। দুবাইয়ে আয়োজিত টি-২০ বিশ্বকাপে সেই অঘটন ঘটেছিল। স্টেডিয়ামের নয়া পরিকাঠামো এবং আরও বেশি সুযোগ-সুবিধা প্রসঙ্গে তিনি বললেন, ''এই স্টেডিয়াম পাকিস্তানের জেদকেই প্রতিফলিত করে। আমার নিশ্চিত বিশ্বাস রয়েছে, আসন্ন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে আমাদের দল গোটা দেশকে গৌরবান্বিত করবে।'' এই প্রসঙ্গে আপনাদের জানিয়ে রাখি, চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির আসরে ভারত এবং পাকিস্তান এখনও পর্যন্ত মোট ৫ বার একে অপরের বিরুদ্ধে খেলতে নেমেছে। এরমধ্যে তিনবার জিতেছে পাকিস্তান। আর ভারত মাত্র ২ ম্যাচে জয়লাভ করতে পেরেছে। ২০১৭ সালে আয়োজিত চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে মোট দু'বার সাক্ষাৎ হয়েছিল। সেইসময় গ্রুপ পর্যায়ের ম্যাচে টিম ইন্ডিয়া পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। কিন্তু, ফাইনাল ম্যাচে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লজ্জার পরাজয় স্বীকার করতে হয়।

বাংলার মাথায় নতুন পালক, আন্তর্জাতিক হকি ম্যাচের ছাড়পত্র যুবভারতীকে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ এতদিন ভারতের মাটিতে হকির আন্তর্জাতিক মানের টুর্নামেন্ট মানেই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভুবনেশ্বর। পরবর্তীতে রৌরকেল্লায় আরও একটি স্টেডিয়াম হয়। সেটিতেও আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচ হয়েছে। এ বার বাংলার মাথায়ও নতুন পালক। আন্তর্জাতিক মানের ম্যাচ করার ছাড়পত্র পেল কলকাতা। যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে যেখানে ফুটবলের ট্রেনিং গ্রাউন্ড রয়েছে, তার পাশেই হকির অ্যাস্টোটার্ফ বসানো হয়েছে। রয়েছে দর্শকাসনও। আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার তরফে মিলেছে শংসাপত্রও। এদিন আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার তরফে বিবৃতি জারি করে এই খবর জানানো হয়েছে। ভারতীয় হকিতে আরও দুটি নতুন ভেনু যোগ হয়েছে। ভারতীয় হকি সংস্থার তরফে আন্তর্জাকি হকি ফেডারেশনের সেই সার্টিফিকেট সহ লেখা হয়-কলকাতার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন আন্তর্জাতিক হকি সংস্থার ক্যাটেগরি ২ সার্টিফিকেট পেয়েছে। হকির উন্নতিতে আরও এক ধাপ। হকি বেঙ্গলের প্রেসিডেন্ট সুজিত বসু বলেন, ''আমাদের দুটো অ্যাস্টোটার্ফ হচ্ছে। একটা হাওড়ার ডুমুরজলা স্টেডিয়ামে রাজ্য সরকারের স্টেডিয়াম। একটা হিডকো করে দিয়েছে। সল্টলেকে আমরা আন্তর্জাতিক ম্যাচও করতে পারব। এখানে এ বছরই ম্যাচ হবে কি না, স্টেডিয়ামটা পুরোপুরি রেডি হলে বলতে পারব। বেটন কাপটা খুব ভালো করে করব। সবে একটা সার্টিফিকেট পেয়েছি। হকি নিয়ে অনেক কাজ করার রয়েছে। ধীরে ধীরে সব হবে।''

ভূমিকম্পের পর মাঠ কাঁপালেন মেসি

হন্ডুরাস, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ সন্ধ্যা ৬.২৩। উত্তর হন্ডুরাসে আঘাত হানল ভূমিকম্প। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সমীক্ষা সংস্থা ইউএসজিএস বলছে, রিখটার স্কেলে এর মাত্রা ছিল ৭.৬, যা ওই অঞ্চলে সর্বশেষ ৪ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। ভূমিকম্পের পর সুনামির আশঙ্কাও করেছিল মার্কিন সুনামি সতর্কীকরণ ব্যবস্থা, যা পরে তারা বাতিল করে। এমন প্রতিকূল পরিস্থিতিতে হন্ডুরাসেই প্রাক্-মরসুম ম্যাচ খেলতে গিয়েছিলেন লিওনেল মেসি। গিয়েছেন কী! খেলেছেন, নিজে গোল করেছেন এবং সতীর্থদের দিয়ে করিয়েছেন। ভূমিকম্পের দুই ঘণ্টা পর সুনামির আশঙ্কা করেছিল মার্কিন সংস্থাটি। ইন্টার মায়ামির ম্যাচও ছিল কাছাকাছি সময়ে, রাত ৮ টার দিকে। তবে ম্যাচ বাতিলের কোনো পরিস্থিতি সেখানে সৃষ্টি হয়নি। ভূমিকম্পের উপত্তিস্থল থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দক্ষিণ-পশ্চিমের চেলাটো ইউক্রেস

ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে খেলা হয়েছে। সেখানে নাকি ভূমিকম্পের কোনো প্রভাব ছিল না। ইন্টার মায়ামির সাংবাদিক ফ্রাঙ্কো পানিজো এক ক্লাব কর্মকর্তার বরাত দিয়ে জানিয়েছেন, 'স্টেডিয়ামের আশপাশে কোনো কিছুই অনুভব হয়নি।' কম্পন অনুভব করতে না পারলেও হন্ডুরাসের ক্লাব অলিম্পিয়াকে মেসি-সুয়ারেজের মায়ামির চাপে পড়তে হয়েছে। দলটি মায়ামির কাছে হেরে গেছে ৫-০ গোলে। মেসি-সুয়ারেজ দুজনই একটি করে গোল করেছেন। মেসি গোলে সহায়তা করেছেন আরও দুটি। ২৭ মিনিটে ম্যাচের প্রথম গোল আসে মেসির কাছ থেকে। আর্জেন্টিনার মার্সেলো ভাইগান্টের বাড়ানো বল ডি বক্সে পেয়ে যান সুয়ারেজ। নিজে শট না নিয়ে অরক্ষিত মেসিকে দিয়ে দেন সুয়ারেজ। বাকি কাজটা মেসি সহজেই করেছেন। ৪৪ মিনিটে ফেদেরিকো রেদোনদো ও প্রথমার্ধের যোগ করা সময়ে নোয়াহ অ্যালেনকে দিয়ে গোল করার মেসি। সুয়ারেজ ব্যবধান ৪-০ করে ফেলেন ম্যাচের ৫৮ মিনিটে। শেষ গোলটি করেন রায়ান সেইলর, ৭৯ মিনিটে। এই ম্যাচ দিয়ে মায়ামি যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে প্রস্তুতি পর্ব শেষ করল। ২২ ফেব্রুয়ারি মেজর লিগ সকারে (এমএলএস) নিজেদের প্রথম ম্যাচের আগে অবশ্য আরও কয়েকটি ম্যাচ খেলবে তারা। ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রাক্-মরসুম প্রস্তুতি ম্যাচে মেসিরা খেলবেন ওরল্যান্ডো সিটির বিপক্ষে। ৪ দিন পর কনকাকাফ চ্যাম্পিয়নস কাপে নিজেদের প্রথম ম্যাচের প্রতিপক্ষ স্পোর্টিং কানসাস সিটি।

বার্নাব্যুয়ে অমীমাংসিত মাদ্রিদ ডার্বিতে নতুন বিতর্কের জন্ম

রেফারিং নিয়ে রিয়াল মাদ্রিদের অভিযোগ নিয়ে যে বিতর্ক চলছে, সেই আগুনে যেন নতুন করে ঘি ঢাললেন রেফারি। প্রথমার্ধের সাদামাটা ফুটবলের মাঝে তার চরম বিতর্কিত সিদ্ধান্তে পেনাল্টি পেয়ে এগিয়ে যায় আতলেতিকো মাদ্রিদ। বিরতির পর মরিয়া হয়ে ওঠে এমবাপে-ভিনিসিউসরা, খেলে দাপুটে ফুটবল। তবে, একটি পয়েন্টের বেশি আদায় করে নিতে পারেনি লিগ চ্যাম্পিয়নরা।

মাদ্রিদ, ৯ ফেব্রুয়ারিঃ সান্তিয়াগো বার্নাব্যুয়ে শনিবার রাতে লা লিগার ম্যাচটি ১-১ গোলে ড্র হয়েছে। হুলিয়ান আলভারেসের পেনাল্টি গোলে আতলেতিকো এগিয়ে যাওয়ার পর, দ্বিতীয়ার্ধে সমতা টানেন কিলিয়ান এমবাপে। দানি কারভাহাল, ডাভিড আলাবা, এদের মিলিতাও ও আন্টোনিও রুডিগার-রক্ষণের চার মূল খেলোয়াড়কেই চোটের কারণে পায়নি রিয়াল। তাতে জোড়াতালি দিয়ে রক্ষণভাগ সাজাতে হয় কোচ কার্লো আনচেলত্তিকে। অবশ্য নিজেদের ঘর সামলাতে গিয়ে প্রতিপক্ষের ভঙ্গুর রক্ষণের পরীক্ষা খুব একটা নিতে পারেনি আতলেতিকো। দ্বিতীয়ার্ধে একচেটিয়া চাপ ধরে রাখা রেয়াল পুরো ম্যাচে ৬০ শতাংশ বল দখলে রেখে গোলের জন্য ২৩টি শট নিয়ে ৯টি লক্ষ্যে রাখতে পারে। বিপরীতে, আতলেতিকোর ১০ শটের মধ্যে গোলেরটিই কেবল লক্ষ্যে ছিল। শিরোপা ধরে রাখার অভিযানে এই নিয়ে টানা দুই ম্যাচ জয়শূন্য রইল রিয়াল। গত সপ্তাহে দুর্বল এস্পানিওলের মাঠে ১-০ গোলে হেরেছিল তারা। তবে, পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রিয়ালই থাকছে। ২৩ ম্যাচে ১৫ জয় ও ৫ ড্রয়ে তাদের পয়েন্ট ৫০। সমান ম্যাচে ১৪ জয় ও ৭ ড্রয়ে ৪৯ পয়েন্ট নিয়ে দুইয়ে আতলেতিকো। বার্সেলোনার সামনে এখন সুযোগ ব্যবধান কমানোর, এক ম্যাচ কম খেলে ৪৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে আছে তারা। বল মাঠে গড়ানোর আগে চওড়া হাসিমুখে মাঠে প্রবেশ করেন রিয়ালের অনেক সাফল্যের নায়ক, ক্লাবের একসময়ের রেকর্ড শিরোপা জয়ী মার্সেলো। দুদিন আগে ফুটবলকে বিদায় জানানো এই ব্রাজিলিয়ানকে বিশেষ সম্মান জানানো হয়, তার হাতে ক্লাবের বিশেষ একটি জার্সি তুলে দেন রিয়ালের আরেক গ্রেট লুকা মদ্রিচ। এরপর শুরু হয় মাঠের লড়াই। প্রথম দিকে দুই দলকেই বেশ সাবধানী দেখা যায়, কারো খেলায়ই ছিল

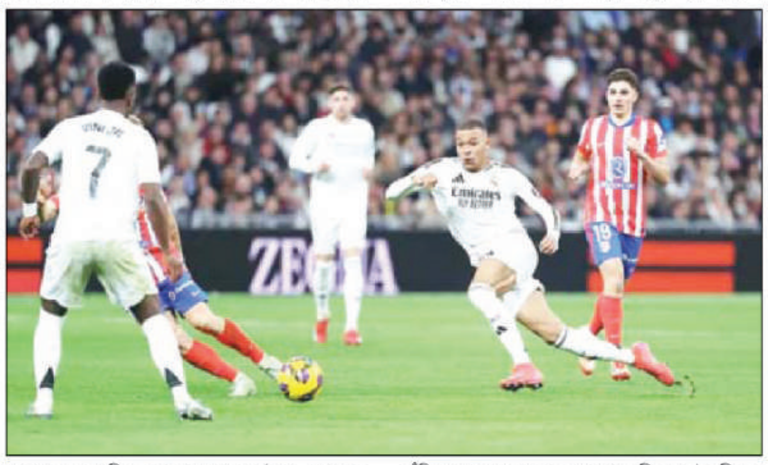

না তেমন গতি। প্রথম আধা ঘণ্টায় গোলের জন্য রিয়াল চারটি ও আতলেতিকো দুটি শট নিতে পারে, যদিও কোনোটিই লক্ষ্যের ধারেকাছে ছিল না। ৩১তম মিনিটে রিয়ালের ডি-বক্সে বাঁ দিক আসা ক্রস নিয়ন্ত্রণে নিতে পা বাড়ান সামুয়েল লিনো, একই সময়ে অহেলিয়া চুয়ামেনির বাড়ানো পা গিয়ে পড়ে লিনোর পায়ে, যদিও তার আগেই বল বেরিয়ে যায় দুজনের মাঝ দিয়ে। ওখানেই শুরু বিতর্কের খানিকটা সময় নিয়ে মনিটরে দেখার ইঙ্গিত করেন রেফারি, ডাগআউটে আনচেলত্তির মুখে তখন একরকম তাচ্ছিলেল্যের হাসি, দুই হাত দিয়ে মুখ ঢাকেন তিনি, যেন তার বিশ্বাসই হচ্ছিল না। ধারাভাষ্যকাররা বলছিলেন, এটা কোনোভাবেই পেনাল্টি হতে পারে না। কিন্তু, সবাইকে অবাক করে দিয়ে বাজে পেনাল্টির বাঁশি। আলভারেজের সোজাসুজি স্পট কিকে এগিয়ে যায় সফরকারীরা। প্রথমার্ধে দুই দল মিলিয়ে সেটিই ছিল লক্ষ্যে একমাত্র শট। গোলের জন্য দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকেই রিয়ালের খেলায় মরিয়া ভাব ফুটে উঠতে থাকে। দ্রুত ফলও পেয়ে যায় তারা। ৫০তম মিনিটে রদ্রিগোর বাড়ানো বল পেয়ে ছয় গজ বক্সের মুখ থেকে জুড বেলিংহ্যামের শট রক্ষণে প্রতিহত হয়। ফিরতি বল বক্সের মাঝামাঝি পেয়ে ডান পায়ের শটে সমতা টানেন এমবাপে। দুই মিনিট পর ভাগ্য সহায় হলে এগিয়েও যেতে পারতো রিয়াল। তবে, ভিনিসিউস জুনিয়রের ক্রসে গোলমুখ থেকে বেলিংহ্যামের হেড ক্রসবারে লাগে। কোচ সিমেওনের ছেলে গিলিয়ানো সিমেওনে ৬০তম মিনিটে ভালো একটি সুযোগ পান তবে ছয় গজ বক্সের ডান দিক থেকে ঠিকমতো শটই নিতে পারেননি তিনি। একের পর আক্রমণে সুযোগ তৈরি করতে থাকে রিয়াল। ৭১তম মিনিটে রদ্রিগোর দুরূহ কোণ থেকে নেওয়া জোরাল শট ঝাঁপিয়ে আটকান গোলরক্ষক ইয়ান ওবলাক। তিন মিনিট পর বাঁ দিকের সাইডলাইন থেকে রদ্রিগোর ফ্রি কিক সবাইকে ফাঁকি দিয়ে শেষ মুহূর্তে এক ড্রপে জালে জড়াতে যাচ্ছিল, দ্রুত ঝাঁপিয়ে কোনোমতে ঠেকান ওবলাক। বাকি সময়ে চাপ ধরে রাখলেও, উল্লেখযোগ আর তেমন সুযোগ তৈরি করতে পারেনি কেউ। মূল্যবান একটি পয়েন্ট নিয়ে ফেরে সিমেওনের দল। লা লিগায় আতলেতিকোর বিপক্ষে রিয়ালের জয়খরা দীর্ঘ হলো আরেকটু। গ্রিজমানদের বিপক্ষে সবশেষ রিয়াল জিতেছে ২০২২ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর, প্রতিপক্ষের মাঠে ২-১ গোলে। চার মাস পর ওই মরসুমের কোপা দেল রেতেও নগরপ্রতিদ্বন্দ্বীদের হারিয়েছিল রিয়াল। তারপর আনচেলত্তির দল আর পারেনি জিততে। লা লিগায় এই নিয়ে টানা পাঁচ ম্যাচ আতলেতিকোর বিপক্ষে জয়হীন রইল রিয়াল। গত মরসুমে লিগে একটি ম্যাচই হারে তারা, সেটা দিয়েগো সিমেওনের দলের বিপক্ষেই। গত সেপ্টেম্বরে এবারের লিগের প্রথম দেখায় ১-১ ড্র করে তারা।

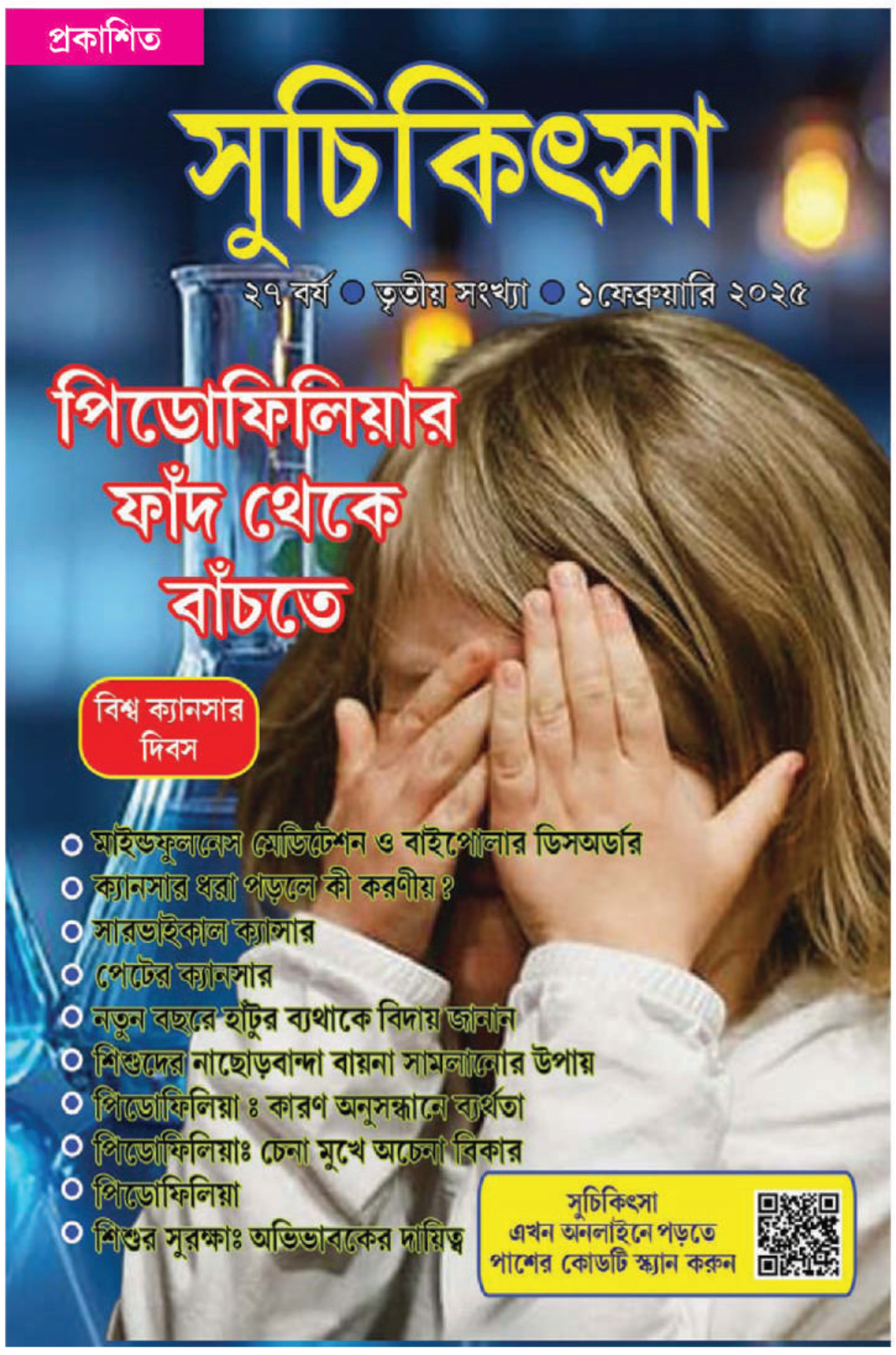

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com